বর্দ্ধমানের ইতিহাস

—:o:—

শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়
এম, এ।

'রতিবিলাপ', 'অঞ্জলি' 'বোধন'
কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা। 'শ্রী'
'দামোদর' 'বর্দ্ধমানের কথা'
'আর্য্য' ইত্যাদি পত্রিকার লেখক।

বর্দ্ধমানের ইতিহাস

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মুদ্রণ বিভ্রাটে বর্দ্ধমানের ইতিহাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হইল ও হইবে।

ওঁ

উৎসর্গ-পত্র।

এই 'নবীন ধানের মঞ্জরী' মদীয়াগ্রজ

বরণীয়—

শ্রীশ্রীঅভয় চরণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রীচরণকমলে সমর্পিত হইল।

ইনি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩।১৫ খৃঃ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও আই, এস্, সি পরীক্ষায় বৃত্তি পান ও ইং ১৯১৫-১৬ খৃঃ কলিকাতা স্কটিশচার্জ্জ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় পরলোক গমন করেন। ইঁহার সহপাঠীদের অন্যতম ভেদিয়া নিবাসী (অধুনা বর্ধমান নিবাসী) বর্ধমানের উকিল শ্রীযুক্ত কুমারীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই।
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

মনে পড়ে বাল্যকালে যখন 'Oh call my brother back to me' এই কবিতাটি পড়িতাম, তখনই আপনার বিস্ময়কর প্রতিভা-দ্যুতি আমাকে অলক্ষ্যে চালিত করিত। আজিও আপনার স্মৃতি-বিজড়িত পাঠ্য পুস্তক 'শকুন্তলা' পাঠ করি, আর সে অমনি বলিয়া উঠে সান্ত্বনার সুরে—

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যং।
অসন্নিবৃত্তৌ তদতীতমেতে
মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ॥ ('শকুন্তলা—৬ষ্ঠ অঙ্ক)

"ধরার ধুলায় থাকি স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি"। সেইজন্য বিয়োগান্ত নাটকই মাধুরী-মাখানো। আরো মধুর হয়ে উঠে, কেননা সে দুঃখের প্রদীপে দিব্যদ্যুতি দেয়:—

But the beauty of Tragedy does but make visible a quality which in more or less obvious shapes, is present always and everywhere in life.

From the awful encounter of the soul with the outer world, renunciation, wisdom and charity are born ; and with their birth a new life begins.

This is the reason why the Past has such magical power. The beauty of its motionless and silent pictures is like the enchanted purity of late autumn, whom the leaves, though one breath would make them fall, still glow against the sky in golden glory.

Its beauty to a soul not worthy of it is unendurable ; but to a soul that has conquered Fate, it is the key of religion.

(Mysticism and Logic—P. 58. By B. Russell.)

ইতি

আপনার স্নেহের

—**অনুজ**—

কৃতজ্ঞতা স্বীকার পত্র ঃ—

সর্ব্বাগ্রে আমি সমগ্র বর্ধমান জেলাবাসীর নিকট কৃতজ্ঞ।

তৎপরে এই অসামান্য কাজের গুরুভার যিনি আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মাননীয় শ্রীবলাই দেবশর্ম্মাকে আমার আন্তরিক ভক্তি নিবেদন করি। আমাকে যাঁহারা এই পুস্তিকা লেখার জন্য পুস্তক দিয়া সাহায্য করেন—যথা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, বি. টি, শ্রীকৃষ্ণকিশোর দত্ত, বি, এ, শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী, বর্ধমান কালেক্টারীর ও 'উদয় গ্রন্থাগারে'র 'লাইব্রেরিয়ান্'দিগকে ও ছাবর ব্লক্‌গুলির জন্য শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, এম, এ মহোদয়কে ধন্যবাদ দিই। মুদ্রণ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য বহিলাপাড়ার শ্রীসত্যনারায়ণ দাস, বর্ধমান প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীমথুরানাথ ঘোষ, বি, এ ও পূর্ণিমা প্রেসের কর্ম্ম-সচিব /শ্রীআনন্দগোপাল চৌধুরী মহাশয়-দিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিই।

বর্দ্ধমান (বহিলাপাড়া) ইতি বিনীত—

৪।৮।৫৬ --**গ্রন্থকার**—

ভূমিকা (১)।

যবনিকা অপনয়ন।

পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশ এব চ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোমযাজীত্যষ্ট মূর্ত্তয়ঃ॥ —'মনু'

গ্রন্থারম্ভে আমাদের চিরন্তন সংস্কার বশে পরমেশ্বর অষ্ট মূর্ত্তিকে প্রণাম করি। গ্রন্থ-রচনাকে মহাযজ্ঞ মনে করিয়া এই 'ইতিকথা' পাঠকদের করকমলে সবিনয়ে উপস্থাপনা করিতেছি, যদিও ইহা আমার মত অল্প-বোধশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উপহাস্যাস্পদ—তবুও মহাকবি কালিদাসের নিম্নোক্তি স্মরণ আমার হৃদয়ে আলোক সম্পাত করুক ও বলদান করুক—এই কামনা করি। শব্দ-বিন্যাস যেন সফল হয়, কারণ 'বাক্ বৈ-ব্রহ্ম'—বা শব্দ (Magic) ম্যাজিক বা চিত্ত জগতের "সোনার কাঠি",—ইতিকথার 'কথা' গুলি যেন চিত্তে সেই 'সত্য-ধর্ম্মের' প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করে।

"হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বে পুষন্নপাবৃণু সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥" (উপনিষদ)

মহাকবি কালিদাসের উক্তি— (রঘু বংশং ১ম সর্গঃ)

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ॥ ১
ক্ব সূর্য্য-প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষু-র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥ ২

বঙ্গ অনুবাদ :—আমি শব্দ ও অর্থের সম্যক জ্ঞানের নিমিত্ত শব্দ ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধ জগতের মাতাপিতা-স্বরূপ পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করি। (১)

কোথায় বা সূর্য্য সম্ভূত বংশ, আর কোথায় বা আমার অল্প-বোধ-শক্তি সম্পন্ন বুদ্ধি! আমি মোহ-বশতঃ ভেলায় আরোহণ করিয়া দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়াছি। (২)

মন্দঃ কবি-যশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ ।
প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ৩
অথবা কৃত-বাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ ।
মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪

পাঠকবর্গের প্রজ্ঞা অংশুদীপ্তিতে আমার মানস সরোবরের ভাব-অরবিন্দটির তুলিকা-লিখা-চিত্রের ন্যায় উন্মীলন হউক, ইহাই আমার কাতর আকুতি। "রোপণ করেছি আশালতা প্রেমবনে!" শ্রীভগবান রক্ষা করুন! জীবনের চূড়ান্ত "গৌরীশঙ্কর" যাত্রীর সঙ্গে যেন দেখা হয়। শুনা যায়, এদেশের প্রাচীন ঋষি-কবিগণ সত্যের অনুধ্যান অন্তে গ্রন্থ রচনা সমাপ্তি করিয়া দেখিলেন যে শ্রোতা নাই, 'কে শুনিবে?' কোটি কোটি লোকের মধ্যে হয়ত গুটিকতক মাত্র শুনিবে, বুঝিবে ও সত্যকে জীবনে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে।" তথাপি সেই ঋষিবৃন্দ এই আত্মদর্শনের 'ঋত' বার্তা টুকু উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিয়া নাচিয়াই গাহিতেন :—

"ঊর্দ্ধবাহু র্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে ।
দীর্ঘং স্বপ্নমিদং বিদ্ধি দীর্ঘং বা চিত্ত-বিভ্রমম্ ॥"

ঋষিগণের এই আদর্শ আমার নিরাশায় আলো হউক।

(বাণীমন্দির—পৃষ্ঠা ২৫৬)

আমি মূঢ় হইয়াও কবি কুলের যশঃ প্রার্থনা করিতেছি সুতরাং লোভ-বশতঃ উন্নত পুরুষ লভ্য ফল গ্রহণার্থ উত্তোলিত বাহু বামন যেরূপ উপহাস্যাস্পদ হয়, আমাকেও সেইরূপ উপহসিত হইতে হইবে। (৩)

অথবা সূত্র যেমন বজ্র দ্বারা কৃতচ্ছিদ্র রত্নমধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, আমিও সেইরূপ প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রণীত বাক্য-রূপ-দ্বার দিয়া এই রঘুবংশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব। (৪)

অত্র প্রসঙ্গে তুলনীয় শ্লোক—

শব্দরূপং যদখিলং ধত্তে সর্ব্বস্য বল্লভা ।
অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দু-শেখরঃ ॥

(বাণীমন্দির—১২৬ পৃষ্ঠা)

"নিরবধি অয়ং কালঃ বিপুলা চ পৃথ্বীঃ" এই কবি বাণী আশ্বাস দান করুক। ভবানী মন্দিরের 'মা ভবানী'কে শতকোটি প্রণাম করিয়া সন্ন্যাসী সত্যানন্দের ন্যায় আবার প্রার্থনা করি — "মা ভবানী! আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না!"

ভূমিকা (২)।

কালোঽস্মি।

কথায় আছে 'কালের রাজা ভবিষ্যৎ' — 'উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্',—সেই ভবিষ্যতের বা নভেল-নতুনের কথা না বলিয়া 'পুরাণ'র কথা অবতারণার কারণ জানার কৌতুহল জাগা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে 'ভবিষ্যৎ'কে ডেকে এনে দিয়ে দ্রুত-গতিতে 'আজ' চলে যাচ্ছে 'কাল' এর অন্দরে। 'আশা'-তরু সুখ-দুঃখ ফুল-ফল ঝরিয়ে 'স্মৃতি' বীজে লুকিয়ে যাচ্ছে। বীজ অঙ্কুর হয়ে আবার গাছকে ডেকে দিচ্ছে; সেও আবার মন-কাড়া ফুল-ফলের ইন্দ্রধনু হয়ে কোথায় তলিয়ে চলেছে ঃ— স্বভাবের নিয়ম বশে ঃ—

'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি-সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে ॥' গীতা—৯-১০

কালের সৃষ্টি ও প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবী মহাকালের হাতের লাটাই, পাক ঘুরছে, দিন হচ্ছে. আবার পাক দিল, রাত্রি এলো—সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, প্রদীপ হাতে করে। ঊষা এ দিকে আড়ি পাতলো; এই ঘুরপাক বেশ মজার। এই দোল খাওয়ার মজা লেগে গেল, লোকে এর নাম রাখলে 'কাল'। সাত-পাক ঘোরা লাটাই এর নাম হ'ল

সপ্তাহ, আরো বেশী ঘোরার নাম দিল পক্ষ, মাস, অয়ণ, বৎসর, যুগ, মহা-যুগ এই সব। কবে এই গণনার সুরু হ'ল—আর কবেই বা এর সারা, কে বলবে? হঠাৎ বায়স্কোপের ছবির রীল খুলে ধরলে মানুষের চোখের পটে—"All the scenes of the earth-play have been like a drama arranged and planned and staged by her with cosmic gods her assistants and herself as a veiled actor. (Sri Aurobindo—Mother 45.)

এ ও সেই গীতার কথা 'ব্যক্তমধ্যানি ভারত' (গীতা ২-২৮) হঠাৎ মানুষ এই ঘুরপাক্ গণনার হিসাব তৈরী করতে বসলো গণিত আচার্য্য ; আর 'ঘুরপাক্' দেখতে দেখতে ভাবুকের 'ভাব' ধরে গেলো ; সে দেখতে লাগলো 'রাসলীলা' ; ভাস্কর-কৃষ্ণের পাশে রাধারাণী-ধরণী অনুরাধা আদি সাতাশটি সখীসহ অন্তরীক্ষে লীলা করছেন ; —আর একদল দেখলে—"শ্বেতকায় দিবস" শিবের বুকে 'কালো রাত্রি' শক্তি-কালীর নৃত্য ; অন্য জনেরা বললে 'সূর্য্য পুরুষ *(চ) আর উষাময়ী বসুমতী, [আর্দ্র দেবী Erde (Germanyতে বলে)-Earth] ; এই আর্দ্রা নক্ষত্রে সূর্য্যাবস্থানে আর্দ্র-দেবী ঋতুমতী হ'ন ; বেদের ঋষিরা বললেন এঁকে প্রণব ওঁকার 'ওঁ' (মৈঁ বচনোঁ মে এক অক্ষর অর্থাৎ ওঙ্কার হুঁ ।" গিরামস্মোকমক্ষরং—গীতা— ১০।১৪) বা ভূঃ (অগ্নি বা পৃথিবী), ভুবঃ (বায়ু) স্বঃ (সূর্য্য), ওঁ (অ উ ম, অগ্নি বায়ু মিত্র) দার্শনিক গীতাকার ঋষি বললেন ঃ—

"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্ব্বভুতানাম্ ততো ভবতি ভারত ।
সর্ব্ব-যোনিষু কৌন্তেয় মুর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥"

গীতা—১৪—৩/৪

---

*(চ) "জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।" (cf Ether from Greek and Latin — Aither from root — 'aitho' burn shine.] গীতা—১০/১১ ।

ক্ষেত্রজ্ঞ (বিষ্ণু, সূর্য্য); ক্ষেত্র (পৃথ্বী); ইন্দ্রিয় দেবতা (পুরুষ) মন—mind (Cf Latin mens ; Greek menos) আর দেহ ইন্দ্রিয়াধার (মাতৃ matter, Cf Latin materia) প্রকৃতি ; এ যেন কুসুম আর তার সুষমা—সুষমার আধার কুসুম (Ether আর Earth) অব্যক্ত ভবিষ্যৎকে ডেকে আনে এই অব্যক্ত অতীত। অতীতই 'ভবি' উদ্গাতা (Cf Death or disintegration is thus a process of life.

P. 55 Advent. Feb. 55)

অতীত 'বেদ' সেইজন্য 'সনাতন'—আজও বলেন :—

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্

যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম্

হোতারম্ রত্নধাতমম্।

ঋক্ বেদ (অগ্নি)

সেই জন্যই অতীতের এত কথা।

শীতের মৃত্যু সেইখানে যেখানে সে মরিয়া রস'-'অনঙ্গ' হয় ও 'ঋতুনাম্ কুসুমাকরঃ !" কোকিল ডাকা, ফুল দোলা বসন্তকে ডেকে আনে, সঙ্গে আনে 'রতি-দ্বিতীয়' মদন আর 'রতি' দেবী। অতীতও নিজে মরিয়া তাহার ধ্বংস-স্তূপের উপর 'ভবি' বা 'অনাগত বিধাতা'র শিরে কনক-মুকুট পরাইয়া দেয়—; এই জন্যই ত 'অতীতে'র এত জয়গান। (ক)

(ক) Cf :—কবির কথায়—

একদিন এই পথে চলে ছিলে আমাদের পাশে,

বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে,

অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব,

কত গানে কত নাচে

রচিয়াছ

আপনার ছন্দ নব নব—। বিশ্ব কবি

আমরা সাধারণ বুদ্ধির লোক ; সামান্য জিনিষে অসাধারণত্ব দেখার বিদ্যা-কৌশল জানা নাই—এই হেতু ভাবি "বুঝি হল ভুল।" কবির কথায় :—

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ;
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,
তাই ভুল।
অন্য-মনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল
ভুলিনে কি তারা,—
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাস বায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।

যুগধারানুযায়ী 'ভবি'র কথা না বলে 'ভূত' এর গাঁথা রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি ; এ যে চারণের চাকরী ! এ আবার কেমন ধারা ! সবই যেন কবীরের উলটো বাঁশীর সুরে' (*) হেঁয়ালি ধাঁচের ; যুগের তালে তালে এও কি তাল রাখতে পারবে ?

হাঁ। এ ত সে ভুল নয়। এই ভুল যেমন উদয়-অস্ত-হীন অরুণ-দেবের উদয়াস্ত দেখার মায়া ; ধরণীর আবর্ত্তনে নর্ত্তনে যে অরুণের কোন বিকার হয় না—সে কি সহজে ভাষায় বোঝান যায়।

'কালোঽস্মি'—মহাকাল যিনি, তাঁকে আবার 'কাল' বলে ভাগ করে কে ? ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কুঁড়ি-ফুল; ঝরে গিয়ে অতীতের অন্দরে চলে যায়। অতীত ত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের বিশ্রাম স্থল। 'রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে আলোর প্রার্থনাই'—তেমনি ভূত 'ভবি'কে আনার জন্য তপস্যা করে।

বিশ্বতালে রেখে তাল
সে যে আজ হলো ক্লত কাল।
এ জীবনে আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।

অতীত—এই কারণে দুঃখ করতে মানা করে বলে "কেঁদোনা। আমাদের কষ্ট হবে। তোমাতেই আমরা বেঁচে আছি—আর থাকবও। "Dry your eyes. There comes to us no comfort from your tears; exhausting you they exhaust us also. ....We endure only in your recollection but you err in believing that your regrets can alone touch us. ....It is the things you do that prove to us we are not forgotten and rejoice our manes." (Buried Temple—P. 214.)

আমরাই অতীতের পুঁজি। Our past is ourselves; what we are and shall be, অতীতের স্বরূপ যেন পাষাণ কায়া অহল্যার মত—বীর সাধকের স্পর্শে 'ভূত' জাগ্রত হওয়া। "Our past stretches behind us in long perspective. It slumbers on the horizon like a deserted city shrouded in mist."

আমাদের বর্ত্তমানের উপর অতীত নির্ভরশীল ও পরিবর্ত্তনশীল:— Our past depends entirely upon our present and is constantly changing with it. অতীত ভূয়া নয়। অতীতের কাজই হবে আমাদের ঠিলে এগিয়ে নিয়ে চলা; আর তাই যদি না হয়—তবে সে আমাদের কোন কাজেই লাগবে না:—

মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে—
রূপের তুলিকা দিয়ে—রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই ত ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্ত্তিমতী॥

'বলাকা'—রবি কবি—'সঞ্চয়িতা'—(পৃঃ ৪৩৪)

No past can be empty or squalid, no event can be wretched : the wretchedness lies in our manner of welcoming them. ......(P. 217 ibid)

Our past had no other mission than to lift us to the moment at which we are, and there equip us with the needful experience and weapons, the needful thought and gladness.

(P. 213, ibid)

অতীতের যে সব সুখ সৌন্দর্য্য ছিল বা গেছে — তা'র ওপর ঈর্ষা করা উচিত নয়, শুধু তাদের ভাণ্ডারের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সম্পদের ঈর্ষা বরং বিধেয়। Let us not envy the facts of the past, but rather the spiritual garment that the recollection of days long gone will weave round the sage. (P. 216, ibid)

অতীত মৌনী—'মৌনং চাস্মি গুহ্যনাম্', তবুও এর শক্তি অসীম :— Thought is silent ; it disturbs not a pebble on the illusory road we see, but at the cross-way of the more actual road that our secret life follows will it tranquilly erect an indestructible pyramid ; and thereupon suddenly, every event, to the very phenomena of earth and heaven will assume a new direction. (Maeterlink—the Buried Temple P. 218)

এই চিন্তাময়ী শক্তি দেবীর কৃপা-কাতর হইয়া মানব এই 'অতীত'-রূপ 'শব'-সাধনার প্রয়োজন বোধ করে। এইজন্যই তিনি 'এষা'। জয়তু 'ইন্দু'।

বর্দ্ধমান
১৭।৩।৫৫

বিনীত গ্রন্থকার
শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

বৰ্দ্ধমানের ইতিহাস

এক নিমেষে বৰ্দ্ধমান

মৌজা — ২৮১৫

মহকুমা — ৪

পরগণা — ২৩

চৌকি — ১০

রেজিষ্ট্রি অফিস—২৫

থানা (১৯৫৪ খৃঃ) ২৫

মিউনিসিপ্যালিটি — ৬

ইউনিয়ন বোর্ড—২১১

শহর — ১৪

পোষ্ট অফিস—২৭৬

রেল ষ্টেশন — ৮৪

হাসপাতাল - ১৫

ডাক্তার খানা — ৮৮

পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্র — ১৬

উচ্চ বিদ্যালয় — ১২৯

প্রাথমিক—২২০১

বালিকা—৮

কলেজ—৬

মহিলা—২

টেকনিকাল—১

মটর ট্রেনিং—২

টিচার ট্রেনিং—২

টেলারিং কলেজ—১

অন্যান্য বিদ্যালয় — ১৫১

টোল — ৪৫

মক্তব — ১১

কলিয়ারি খনি — ২২৫

সিনেমা — ২৬

ছাপাখানা — ৮৩

সংবাদপত্র — ২৬

হাট — ১২৯

প্রসূতি সদন — ৩

ডাকবাংলা — ৩৮৬

মেলা — ২৪০

বিজলী আলো উজ্জল শহর — ৬

কল-কারখানা — ৮৪

থানা (১৮৩৭ খৃঃ)— ১৩

ঐ (১৮৭২ খৃঃ)— ২২

ফাঁড়ি (পুলিশ) — ১৯

উপজাতি-লোক—১৩৭, ৫৪৫

জন্ম (১৯৫০) — ৩৫,৪৩৭

মৃত্যু (ঐ) — ৩০,৩৯৫

বৃদ্ধিহার বৎসরে — ৫,০৪২

বহিরাগত—১৫'৮ (লোকসংখ্যার
উদ্বাস্তু — ৪'৪ (ঐ)
বসতিপূর্ণ গ্রাম—২২০৭

লোক-সংখ্যা —১৫;
(১৯০১) লক্ষ
ঐ (১৯৫১ ২২ লক্ষ (প্রায়)
জেল খানা —৪
সেনা নিবাস—২
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক—৪
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক —৩
কো-অপারেটিভ
সমিতি— ১৪২৫
বসতি বর্গ মাইল প্রতি —৮১০

লোক বৃদ্ধি—১৬ শতক
(১৯৪১—১৯৫১)
সাক্ষর সংখ্যা—২১ শতক

আয়তন —২৭০৫ বর্গ মাইল
জনহীন গ্রাম—১৩৫

নগরবাসী — ৩ লক্ষ
গ্রামবাসী — ১৯ লক্ষ
হিন্দু ও আদিবাসি-৮৩৫ শতক
মুসলমান — ১৫'৫ ঐ
বৌদ্ধ জৈন, — ঐ ঐ
শিখ, খৃষ্টান
নর — ১২ লক্ষ
নারী — ১০ লক্ষ
ছাত্রসংখ্যা — ১'৭৫ ঐ
রাস্তা —২১০০ মাইল
মটরচলা রাস্তা— ১০০

দমকল — ৩
(আসানসোল,
রাণীগঞ্জ,
ও বর্দ্ধমান)

কৃষি-ফার্ম্ম — ২
(নারী ও সুয়াতা)
খনি অঞ্চল স্বাস্থ্য
বিভাগ — ১
আসানসোল
(Mines Board
of Health)
জেলা বোর্ড — ১
রামকৃষ্ণ মিশন— ৩
(হিন্দুধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘ—
বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া।)

বৰ্দ্ধমানের ইতিহাস

বুদ্ধাব্দ ২৪৯৭—৮
বিক্রমাব্দ সংবৎ
২০১১—১২
ইং ১৫ই আগষ্ট
১৯৫৪
স্বাধীনতা দিবস
ও ঋষি অরবিন্দ
দিবস।

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত! ... রবি-কবি

"In good sooth my masters, this is no door, yet is it a little window that looketh upon a great world."
Quoted by Risley in "People of India"

"The ignoring of History had evil consequences, which pursues us still."
Discovery of India—(J. Nehru—Page 78)

কথায় আছে 'Discontent is the spur of progress' (The Mahabharata) অসন্তোষই উন্নতির সোপান।

সূচনা। ইংরাজ লিখিত ইতিহাস পাঠে তৃপ্তি না হওয়ায় এই অসাধ্য সাধন সংকল্প। যিনি এই প্রবৃত্তি দিয়াছেন তিনিই ইহা পূর্ণ করুন।

ইতিহাস লেখার পক্ষপাতিত্ব সকল জাতির উপরেই পড়ে। এই জন্য ইতিহাস সত্য ও বাস্তব রাজ্য ত্যাগ করিয়া কল্পিত কল্প-লোকেই বিচরণ করে। এই দোষ-দুষ্টতা এখনকার যুগের ইতিহাসে বর্ত্তমান। *(গ) (প্রফেসর প্রাটের উক্তি পড়ে দেখুন)। ভারতের ইতিহাস আধুনিক যুগের ইংরাজ সম্পাদিত ভারতে

** (গ) India and its faiths by Professor Pratt

ইংরাজি সংবাদপত্রেরও বৃহত্তর সংস্করণ। তাহাতে কেবল ইংরাজের কথা, ইংরাজের গাঁথা, তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের কর্ম্ম, তাহাদের নর্ম্ম ; তাহাদের গৌরব, তাহাদেরই সৌরভ ; তাহাদের পদোন্নতি নিয়োগ ও বদলি ; এক কথায় 'হোমের' খবরে ভরা। পোলো, ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, ঘোড়দৌড়, বল-ডান্স (নর-নারী নৃত্য) থিয়েটার, অভিনয়, বায়স্কোপ, ছবিঘর, বিবাহ, প্রণয় কাহিনী, জন্ম-মৃত্যু বড় জোর একটু নেটিভ প্রজাদলনের বীরত্ব ব্যঞ্জনা। ইহাতে আছে ভারতসতী (বন্দিনী সীতা) আর তাহার বীর ভারতপতি (লঙ্কার রাবণ)। ভারতমাতার সন্তানদের খবরই বরবাদ। এ যেন ইংরাজ পরিবারের সুখী দম্পতি, ছেলেমেয়েরা 'আয়া'র কোলে আফিং চুষিকাঠির চুমায় ঝিমাইতেছে আর ঘুমাইতেছে। ** (ক) তাহাদের কৃষ্টি, জাতীয়তা বোধ সামাজিক অর্থনৈতিক, নৈতিক উন্নতি যা

(William College—Massachusetts America) :—

Englishman had never heard of a Dr. Bose, one of the greatest Botanists living, and he did not think much of Tagore's poetry. This lack of interest in native life as such—continues Mr. Pratt and the proud manifestation of conscious superiority that goes with it, shows itself in the coarser natures in a contempt for the 'black-man' and a constant swagger of putting him in his place'. As a result of this indifference to and contempt for the natives, most of the Anglo-Indians that I know anything about are very ignorant concerning the religions of India and decidedly prejudiced against them. Personally I think that the opinions of nine Englishmen out of ten on the subject of Indian religions are entirely untrustworthy ?

(Quoted in Young India) Lajpat Rai, P. 8 [1927]

** (ক) সিভিলিয়ান স্মিথ সাহেবের ইতিহাসে ১৮৫৮—১৯১১

অবনতির কোন সংবাদই তাহাদের মন আকর্ষণ করে না। কেন না তাহারা নেটিভ (কালা আদমী) ইণ্ডিয়া-মেন (ভারতে বাসিন্দা সাহেব ত নয়। মনে হয় এ যেন নায়ক-বিহীন নাটক (Play of Hamlet without Hamlet.) ভারতীয়দের মলিন মুখ, মলিন বেশ-বিন্যাস, অন্নাভাব, দুঃখদৈন্য, হাসি খুশির কোন বালাই নাই ; কিন্তু তাহাদের বুকের রক্তে মেম বিবিদের ঠোঁটের 'লিপ্ ষ্টিক্' বা আলতা রং হয়। কি অপূর্ব্ব জেতৃ মনোভাব ! মানবিকতা ! সভ্যতা !

ভারতের ইতিহাস এই আদর্শের অনুবৃত্তি। কূটচক্রী কোম্পানী ইংরাজের শুভ পদার্পণ হইতে এই প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু চোখের পাতা খুলিলেই পাওয়া যায় যে তাহারা আসিবার আগে ভারতের যে সত্ত্বা ছিল (খ) আজও তাহা আছে—তবে একটু বিক্ষিপ্ত ; কারণ আমাদের কৌতুহলী-বৃত্তিও এখানে কিছুকাল ঘোমটা টানিয়া ছিল সত্য, তবে ইহার হিসাব জানিবার কোন রকম তাগিদ মনের কোণে একেবারে স্থান পায় নাই তাহা নয়। সেই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় যে—কত বিকৃত, বিকলাঙ্গ, এমন কি অলীক সংবাদ ইতিহাসে পরিবেশন করা হইয়াছে ; যেমন ছত্রপতি শিবাজী একজন দস্যু—

খঃ অব্দের মধ্যে মাত্র বরোদার গাইকোয়ার সাহাজি রাও এর নাম উল্লেখ দেখা যায় মাত্র।

(খ) Young India P. 18 Vikramadityas Emperor—(320-455 A D.—Gupta empire.)

**(খ) Vikramiditya Emperor :—Gupta empire (*320—455A.D.) ....And this was a time in the history of the world when Egypt and Babylon had already passed away, when China was in a state of 'anarchy', when the Roman Empire was under the heels of the barbarians, when the Saracenic Empire

** (চ) লাট ক্লাইব পলাশী যুদ্ধের একজন দিগ্বিজয়ী বীর। ছেলেদের পড়ান হইত 'England's work in India' এই সব হইতে দেখা যায় যে পরাধীন বিজিত জাতির ইতিহাস সভ্যতাভিমানী জেতৃজাতির হস্তে কিরূপ লাঞ্ছিত হয়।

সুধী শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সর্ব্ব প্রথমে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহসী ও অগ্রণী হন। তাঁহার এই সত্য তথ্য অনুসন্ধানী বৃত্তিই তাঁহাকে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করায়। সেই গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে দুই খানি উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যথা—(1) India under early British Rule, ও (2) India under the Victorian Age (বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগের কথা ও ভিক্টোরিয়া যুগের ভারত)। তাঁহার সঙ্গেই শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—তাঁহার অমর মানসী 'আনন্দ-মঠ' বা ১১৭৬ সালের (১৭৭০ খৃঃ) বিখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভীষণ অথচ মনোজ্ঞ চিত্রাঙ্কন করেন। এই সময়ে তাঁহাদের সম-সাময়িক শ্রীদীনবন্ধু মিত্র ও তাঁহার নাটক 'নীল-দর্পণে' সাহেব-লোকের সভ্যতার উল্টা পিঠ বা রূপ উদ্‌ঘাটন করেন। তাহাতে দেখি যে কি ভীষণ রাজ অত্যাচার,

(Caliphate) had not yet come into existence, England, France, Germany were simply non-est.

(Young India—L. Rai P. 18)

**(চ) Sivaji – (V. A. Smith—Indian History P.425) Early life of Sivaji – Sivaji who was born in 1627 A. D. began operations in a small way as a robber-chief in Bijapur.

কিন্তু ইনি European Portugeese দিগকে pirate বা পর্ত্তুগীজদের জলদস্যু এই আখ্যা দিয়াছেন। ইহারা ছেলে-ধরা বা ক্রীতদাস ব্যবসা করিত।

সাহেব কর্ত্তৃক কত-না ভারতীয় নর-নারী নিগ্রহ, দরিদ্র কৃষক শোষণে প্রজার চরম দুরবস্থা, সাহেবদের বিরুদ্ধপক্ষের লোকেদের কি অশেষ দুর্গতি! শ্রী নেহেরু ও এ বিষয়ে বলেন এমন কি ব্রিটিশ যুগের কাহিনী ও বিকৃত, অতীতের কথা ত দূরে। *১.

এই কিছু দিন আগে ইংরাজগণ বিদেশী পর্য্যটক আনাইয়া ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইবার কত ছলা-কলা, কল-কৌশল ও প্রয়াস-প্রচেষ্টাই না করিয়াছিল। সেদিনকার মেয়ো-পিলচার সস্তা সমাচার বা মেয়ো বিবির Mother India ভারতমাতার কথা অনেকেই জানেন। উপযুক্ত ভদ্র সাহেব-পরিবারের কন্যা (1) মাতার অলীক নিন্দা তাহারই সাজে। যে মাতা চিরদিনই বন্দনীয়, যাঁহার স্তন্য পানে আজিও এই কয়দিন আগে তাহারা (সাহেব-রা) বলদৃপ্ত, তাঁহার নিন্দা বিলাতি ছাপমার্কা সভ্যতাতেই সম্ভবপর—অন্যত্র নহে। এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার Young India (তরুণ ভারত)

War with the Portugeese— (Ibid P. 381)

The Portugeese acts of piracy resulted in war with imperial Govt. whose affairs attacked Daman. — অন্যত্র বলেন—(শিবাজী সম্পর্কে) Abominable Marathi system—The contempt of all morality in their political arrangements was with the Marathis' avowed and shameless ....In short the Marathis was robbers by profession.

(Ibid p 636—37)

*1. Even the British period is distorted with the object of glorifying British Rule and British period.

(D. I. J. Nehru P. 79)

(1) Even the best educated among them know very little about India and what little they know is not always right. The sources from which the ordinary stay-at-home Westnner derives his knowledge about India are the

পত্রিকায় একটি সুচিন্তিত মন্তব্য করিতে বাধ্য হন। (১) মেয়ো বিবির দুই ভাব—সুয়ো আর দুয়ো। ভারতীয়গণ দুয়ো কিন্তু বৃটিশ ও তাহাদের শাসন বিষয়ে সুয়ো। ইহাতে এই মনে হয়—হয় তাহার ভারতাতঙ্ক রোগ আছে, নয় ইংরাজের সহিত গুপ্ত প্রীতি আছে।

কিন্তু এ কথা সত্য যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সনাতন—জলের তিলক নহে, যজ্ঞ তিলক; ইহা সেই প্রাচীন যুগের, যখন এই মেয়ো বিবিদের পূর্ব্বপুরুষদের দেশ বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, যখন তাহাদের উর্দ্ধতন পুরুষেরা আফ্রিকার জুলুদের মত নর-খাদক ছিল—যখন তাহারা উলঙ্গ আদম ঈভ অবস্থায় অরণ্যচারী ছিল। ভারতের প্রাক্‌বৈদিক যুগে 'মহেঞ্জোদারো' ও 'হরপ্পার' যে সভ্যতা ছিল—সে আজ হইবে অন্ততঃ ৬।৭ ছয় সাত হাজার বর্ষ বা আরও বেশী দিনের কথা ও যাহার বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন — *(১) যে সেই সংস্কৃতিই পশ্চিম এশিয়া

---

following (a) Missionaries who have been to India, (b) English writers of the class Rudyard Kipling and Sir Valentine Chirol, (c) British officials, (d) Serious students of Indian history and Indian Litarature like the late Prof. Max Muller, the late Miss Noble and the late Prof. Gold Stucker. To this may be added * Miss Mayo as an auxiliary of classes (a) & (b) and a class by himself.

P. 4 Young India L. Rai.

(১) Miss Mayo is an avowed Indo-phobe and Anglo-phil, refusing to see anything good about Indians and anything bad about British and thier rule.

(Quoted in Unhappy India 1928 P. XXXI L. Rai)

(১) There is always an underlying source of contiuuity of an unbroken chain which joins modern

আলোকিত করে ও সেই সংস্কৃতির ঝর্ণাধারা আজ বৃহৎ নদীতে পরিণত। সেই সুদীর্ঘ অতীতের সভ্যতা—'নূতন বোতলে পুরাতন মধু'র' ন্যায় আজিও বর্ত্তমান। ইহা পশ্চিম এশিয়াময় ছড়াইয়া পড়ে।

চার্লস ও মেরি বেয়ার্ড এই আমেরিকান ঐতিহাসিক যুগল ইংরাজ শাসকের একটি সুন্দর চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন :— "এই শাসকবর্গের সম্বল অত্যন্ত অসভ্য ও নিষ্ঠুর দণ্ড-বিধি। তাহারা সংকীর্ণচেতা ও কুশিক্ষিত। তাহাদের দাস ও উমেদার পুষ্ট শাসন ও শোষণ যন্ত্রের প্রতি একনিষ্ঠতা। তাহাদের স্বভাব শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মত হেয় জ্ঞান করা। জন-সাধারণ যাহাতে অজ্ঞান অন্ধকারে থাকে তাহাতে তাহাদের প্রবল পিপাসা। তাহাদের আচরণ ও ধর্ম্মনীতি কলুষিত। তাহারা জমীদার ও আমলা উপাসক। তাহাদের পরধর্ম্মে অসহনশীলতা ইত্যাদি বর্ব্বতার নামান্তর কদর্য্য ব্যবহার।" আধুনিক আমরিকা বন্ধু ইংরাজরা আমেরিকার শ্রমিকদের ন্যায্য-শ্রম-লব্ধ অর্থ হইতে বঞ্চিত করিতে ও তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিতে কত কলা-কৌশলই না করিয়াছিল যাহার ফলে ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে আমে-রিকানরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও ইংরাজ রাহুর করাল-কবল হইতে মুক্তিলাভ করে। *(1) আমেরিকান-দের মত ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও অভিনব উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করে, এবং ঐ দিনটি প্রতি ভারতবাসীর পুণ্যাহ।

India to the far distant period of six os seven thousand years ago when the Indian Valley civilisation probably began. It is surprising how much there is in 'Mohenjo-daro' and 'Harappa' which reminds one of persisting traditions and habits—popular, ritual, craftsmanship and even some fashions in dress. Much of this influenced Western Asia. (P. 50 D. I. Nehru)

*(1) Of — D. I. Nehru P. 244

মহাকালের কি অমোঘ করাল রীতি ! চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে (History repeats itself), আজ তুমি গৌরবের উচ্চ শিখরে, —কাল তুমি সেই ঘোর নরককুহরে। কয়েদী (মহাত্মা) গান্ধী বড়লাট আরউইন ও মাউণ্টব্যাটেন যেদিন সন্ধি করিল সেদিন কি মনোহর মনোজ্ঞ দৃশ্যই না হইল। তাহার বর্ণনায় প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তি অনেক উপমাই না দিবেন। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের কথায় বলি এ যেন (মহাত্মা গান্ধী) উজ্জ্বল আলোর পাশে (পরস্বাপহারী বড়লাট) কালো ঝিঁঝিঁপোকার মিলন *(2। কাব্যের ভাষায় মেঘের কোলে সৌদামিনী। 'বন্দে-মাতরম' নব-বেদমন্ত্রে ব্রিটিশ অপদেবতা পলাইল। —অদ্ভুত এই মন্ত্রশক্তি ! ভারতীয় ঋষিদের অপূর্ব্ব অবদান ! তাঁহাদের চরণে শতকোটি প্রণাম করি।

ইতিহাসে ও তাই দেখা যায় কত প্রাচীন সভ্যতার দ্বীপ দেশ কালের অতলতলে ডুবিতেছে, কত নতুনের অভ্যুত্থান হইতেছে। **(1)

বর্ধমানের ইতিহাসের রেখাচিত্রণ আছে তাহা শুধু রেখা ই, ছবি ত ফোটে নাই মোটেই ; ও এই কারণে তাহা আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। বর্ধমানের কথা পিটারসন সাহেব লিখিয়াছেন, সেটির নাম 'বর্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট (জেলা) গেজেটিয়ার' (রচিত ১৯১০ খৃঃ অঃ)

পিটারসনের বর্ধমান (১৯১০—রচিত)

---

*(2) We do not like to be treated as so many black beetles even by the brilliant Viceroy— Dr. Ghosh's speech-Welcome Address. Cal. Congress — 1906

**(1) History has numerous instances of old and well established civilisations fading away or being added suddenly and vigorous new culture taking their places.

(D. I. Nehru P. 35)

তাহাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু কল্পিত বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাদের অনুমান বর্ত্তমানের বৰ্দ্ধমান 'গ্রীক' ভৌগলিক-দের মতে 'পার্থালিস বা পোর্টালিস' শহর। গঙ্গার্ডি (গঙ্গা-রাঢ়ি) রাজার রাজধানী ছিল। আর্য্যগণ প্রথমে রাজমহলের নিকট দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে যুদ্ধে বাধা পান। জয়ী হইলেও তাঁহারা আদিবাসীদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দেন নাই। তাহা-দিগকে সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দেন। তাহারা (দ্রাবিড়রা) শ্রমিক ও সেবকভুক্ত হয় ও শেষে হিন্দু হইয়া যায়। এই সমস্ত আদিম অধিবাসীর বংশধরেরা আজিকার অসভ্য 'চুয়ার' জাতি বলিয়া খ্যাত। এই জাতির পুর্ব্বপুরুষ রাজমহলের পার্ব্বত্য জাতি 'সৌরিয়া মালের' এবং ইহাদের অধস্তন পুরুষ 'বাগ্দী' জাতি। ভাগলপুরের মান্দার পর্ব্বতের প্রাচীন নাম 'মাল্লাস', ঐ পার্ব্বত্য অঞ্চলে 'মালের' জাতি বা রাজবংশী জাতির বাস ছিল। ঐ বাগ্দী ও রাজবংশীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন ছিল ও আজিও আছে। এই মাল বা বাগ্দী জাতির রাজ্য বীরভূম 'জামিনি-ই-কো' * পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী বৰ্দ্ধমান অথবা বিষ্ণুপুরে ছিল।।

৭ম শতাব্দী
গুপ্ত বংশ।

সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণ এই জেলা দখল করে। ইহার নাম হয় 'কর্ণ-সুবর্ণ'। শশাঙ্ক গুপ্ত মগধ রাজ্য আক্রমণ করিয়া বৌদ্ধদের পবিত্র বোধিবৃক্ষ বিনষ্ট করে।

সেন বংশ
১০—১২ শতক

গুপ্ত বংশের পর সেন-বংশ রাজত্ব করে। ইঁহাদের মধ্যে বল্লাল সেন প্রসিদ্ধ। ইনিই বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করেন। **(1) বাংলা দেশকে—বারেন্দ্র, বাগরি,

---

* ইহার আধুনিক নাম অজ্ঞাত।

**(1) ইংরাজ যুগে কৌলিন্য প্রথাকে ইংরাজ বন্ধু বৰ্দ্ধমান রাজ ও বিদ্যাসাগর বহু নিন্দা করে ও পরে আইন করাইয়া তাহার শ্রাদ্ধ করে।

বঙ্গ ও রাঢ় এই চারি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন। ইঁহার সময়ে (১১৯৯ খৃঃ) এই রাজ্যের পতন হয়।

পাঠান যুগ
১৩—১৬ শতক

পাঠান রাজ মহম্মদ ঘোরির সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজি বাংলা দেশ দখল করে। মুসলমানদের ইতিহাসে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের নাম উল্লেখ আছে। ঐ অব্দে মোগলরা বাংলার স্বাধীন নরপতি দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া বর্দ্ধমান দখল করে।

মোগল যুগ
১৬—১৮ শতক

মোগল ফৌজদার শের আফগান ও কুতবউদ্দিনের যুদ্ধের জন্য বর্দ্ধমান শহর মোঘল ইতিহাসে বিখ্যাত। সম্রাট জাহাঙ্গীর ঐ ফৌজদারের বিধবা বিবিকে নিকা (বিবাহ) করিয়া পাটরাণী (বেগম) করেন। এই পাটরাণীর নতুন নাম হয় নূরজাহান। ১৬২৪ খৃঃ অব্দে যুবরাজ খুর্‌রাম (পরে সম্রাট শা-জাহান) বর্দ্ধমান আক্রমণ করে।

বর্ধমান জমীদার
বাড়ীর স্মৃতি
কথা।

১৬৯৫ খৃঃ অব্দে চিতুয়া-বরদা পরগণার জমীদার শুভা সিং পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর সাহায্যে বিদ্রোহ করিয়া বর্দ্ধমান অবরোধ করে। শুভা সিং বর্দ্ধমান জমীদার কন্যা কুমারী সত্যবতীকে বন্দিনী অবস্থায় বিবাহ প্রস্তাব ছলে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করায় কুমারী কর্ত্তৃক নিহত হয়। সম্রাটের প্রপৌত্র আজিম-উ-শান রহিম খাঁকে নিহত করেন। বিদ্রোহ দমন সাঙ্গ হইলে তিনি

কিন্তু ইহার একটা দিক যে ভাল তাহা মিঃ Bernard Shaw ও স্বীকার করেন ও বলেন··· ··· ··· ···

The test of morality is simple, conformity to English custom. ....As our Deputy Lieutenant class and our Commercial traveller class for instances, do not intermarry.

(Quoted in People of India — Risley P. C X L IV)

এই শহরে তিন বৎসর বাস করেন ও এই শহরে জিমা (আজিমা) মসজিদ নির্ম্মাণ করান্।

কিংবদন্তী ও প্রত্নতত্ত্ব মূলক তথ্য।

অজাবতী বা অজয় নদী ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী ভুভাগে গোপভুম পরগণা। বর্ত্তমান যুগের সেলিমপুর ও সেন-পাহাড়ি পরগণা দুটি ও ইহার অন্তর্গত ছিল, ইহার আধুনিক থানা সালানপুর হইতে থানা মঙ্গলকোট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পরগণায় একজন রাজা ছিল আর্য্যসঙ্গী সদ্‌গোপ বংশের। ইহার নাম মহেন্দ্রনাথ বা মাহিন্দি রাজা। রাজধানী অমরারগড় (মানকরের নিকট)। ইহারা আর্য্যদের অনুচর হইয়া আসে ও পরে এই দ্রাবিড় অধ্যুষিত পরগণা দখলে আনে। এই সদ্‌গোপেরা এখনও পরাক্রান্ত জাতি। বর্দ্ধমান জমীদার বংশের ও এই রাজ বংশের মধ্যে কন্যা আদানপ্রদানের ফলে উগ্র-ক্ষত্রিয় জাতির উদ্ভব। এই সদ্‌গোপ রাজাদের দুর্গ ছিল ভরতপুর ও কাঁকসায়। বন-বিষ্ণুপুরে বাগ্দী রাজা ছিল। তাহাদের সহিত সদ্‌গোপ রাজাদের মিত্রতা ছিল।

১৮ শতক— বর্গীর হাঙ্গামা

১৮ শতকে বর্গীর হাঙ্গামা বনাম স্বাধীনতাকামী ভারত-বাসী মারাঠা অভিযান। মুসলমান শাসন নিপাত মানসে বর্গীগণ নবাবের মসনদের ভিত্তি টলাইবার জন্য কাটোয়া পর্য্যন্ত অভিযান চালায়। সেই সময়ে বর্দ্ধমানবাসী কিয়ৎ পরিমাণে নির্য্যাতিত হয়। ইহার প্রতিরোধকল্পে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ কাটোয়া বা কাটা-দ্বীপে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করে। পরে এই দুর্গ পলাশীর (নাটকীয়) যুদ্ধে—* (ক) ইংরাজ অধিকারে আসে।

**(ক) Conquest of India diplomatic and not military. The British conquest of India was not a military —conquest in any sense of the term,—they could not conquer India except playing on the fears of some and

১৭৬০ খৃঃ ইংরাজের দেওয়ানি

১৭৬০ খৃঃ অব্দে ইংরাজ বণিকগণ চাকলা বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার বা দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়। ইংরাজদের নাম ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইংরাজগণ (চীনারা যাহাদের সামুদ্রিক ভূত Sea Ghosts বলে) এই

পিটাসনের ভীরুতা— সত্য-গোপন

দেশ কৌশলে অধিকার করিয়া স্বদেশের উন্নতি কল্পে নতুন ঘোরি বা চেঙ্গিজ খাঁ সাজিল ও লুটপাট চালাইল। তাহার পরিমাণ ৫৭ বৎসরে দশ হইতে বিশ কোটি টাকা। ** X যাহার ফলে হইল (১৭৭০ খৃঃ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

ইংরাজ ভারতের স্বীয় শিল্পকলা যথা — বয়নশিল্প, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা ইত্যাদি প্রাণ-পণ করিয়া ধ্বংস করিল। দেশ

---

hopes of others, and by seeking and getting the help of Indians—both moral and material. The record is as black as it could be.........."

(Young India — P. 108 L. Rai)

**(X) Indian Plunder Adam Brooks—Adam Brooks Says (Laws of Civilisation and Decay P 246—259)

Very soon after the battle of Plassey (fought in 1757) the Bengal Plunder began to arrive in London and the effect appears to have been almost instantaneous. Probably since the world began, no investment has yielded the profit reaped from Indian plunder. The amount of treasure wrung from the conquered people and transferred from India to English banks between Plassey and Waterloo (57 years) has been variously estimated at from, $ 2500, to $ 5000 (millions dollars or Rs 1000 to Rs 2000 crores of Rupees) the methods of plunder and embezzlement by which every Briton in

ইংরাজ বণিকের বাজার হইল। ইহারা ভারতের নতুন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি সাজিল ! ** (N) তাহারই নীতি শাপ্ত ভারতে প্রয়োগ করিল ! একদিকে শাসনের বিরাট ফৌজ ও অন্য দিকে নীলকুঠির মহাজন ও বণিকের কুঠি বসাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংসে প্রাণ-মন ভাসাইয়া দিল। (আজিও দেশের অবস্থা প্রায় একরূপই আছে।) নকল টাকা• ও ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করিয়া দেশের সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিল। ভূমিও পণ্য বস্তু 'নীলদর্পণ'— হইল। নীলের চাষ জোরজুলুম বে-আইন করিয়া দেশে চালু করিল —। আউশগ্রাম প্রভৃতি থানায় নীলকুঠি (১৭৯৫—১৮৮১ খৃঃ) বসাইয়া প্রজাদের উপর নানা-ভাবে পীড়ন চালাইল। 'নীলদর্পণে' তাহার কাহিনী সাক্ষ্য দিতেছে। তুলার চাষ লোপ পাইল। ঘরে ঘরে চরকার গুঞ্জন বন্ধ হইল। তাঁতিরা সাহেবী জুলুমে বুড়া আঙ্গুল কাটিতে বাধ্য হইল। *(cf) বস্ত্র রপ্তানির পথের মোড় ঘুরাইয়া আমদানীর পথে যাত্রা সুরু করিল। দেশের ঘোর দুর্দ্দিন আরম্ভ হইল।

India enriched himself gradually passed away but the drain did not pass away ; the difference between that earlier day and the present in that India's tribute to England is obtained by 'different methods' under forms of law. It is estimated by Mr. Hyndman that at least 175 millions (Rs 70 Crores) is drained away every year from India—without a cent's return.

(Quoted in Young India P. 258)

**(N) Sultan Alauddin Khilji's Policy towards Hindus. (P. 234 V. A. Smith, India History)

The Hindus—will never be snbmissive till they are reduced to poverty. (V. Smith.)

*(cf) P. 825—27 — Unhappy India. (L. Rai) 1928. (Home of Stark Want.)

কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইল রাণীগঞ্জ অঞ্চলে (১৭৭৪ খৃঃ)। কয়লা আবিষ্কারক তিন জন সাহেব এস্, জে, হীটলি, জে, সুমনার ও রেড ফার্ণ। ১৮০০ খৃঃ অব্দে দামোদর উপত্যকায় লৌহখনি আবিষ্কার করিল একজন সাহেব — ডেভিড স্মিথ। রাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল হইল কিন্তু এই দুইটি শিল্পই ইংরাজ একচেটিয়া করিল ও এই ব্যবসায়ের মুনাফাও দেশ ছাড়া করিল।

পিটারসন ও কয়লারখনি।

দেশের শিক্ষা ধ্বংস করিয়া সস্তা কেরাণী সৃষ্টি ও সেই সূত্রে শাসন বিভাগে বিস্তর মুনাফা কল্পে মেকলে ১৮৩৭ অব্দে রাঢ় দেশে ইংরাজী শিক্ষা চালু করিল। দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা উপেক্ষিত হইল। বিদেশী ঔষধ আমদানী করিল। কবিরাজ উপবাস শুরু করিল। বিলাতী ডাক্তার, মাষ্টার, পাদ্রী আমদানী হইল। ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তারকে বিদেশী ঔষধ বিক্রয় করিবার দালাল করিল। আজিও তাহাদের সেই দশা। ঔষধ তৈয়ারী করার চাবিকাঠি মেম সাহেবের শাড়ীর আঁচলেই বাঁধা রহিল। 'চাবিকাঠির কথা বলে গেল না।' ধর্ম্মকে কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত করিয়া শিক্ষাকে বৃত্তিশূন্য বিজ্ঞানকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করিল। ১৮০০ খৃঃ অব্দে বৃহত্তর বর্ধমান ভুক্তির দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুরে মিশন ও মিশন (প্রেস) ছাপাখানা স্থাপিত হইল। কেরি সাহেব (১৭৬১—১৮৩৪ খৃঃ) খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার ব্যাপারে বাংলা গদ্য পুস্তক সংকলন ও রচনা করিতে বসিলেন। ইংরাজ বণিক এই সব নতুন ছলা-কলা দেখাইয়া দেশের অর্থ শোষণের কাজ পুরাদমে চালাইতে লাগিল। দেশের লোক হরিশ্চন্দ্রের কটকের ন্যায় স্বীয়-বৃত্তি-শূন্য হইয়া সভ্যান্তর হইতে অসভ্যান্তরে পৌঁছিল। **(ক) শ্রমিক সংঘে

পিটারসনের নীরবতা—

**(ক) P. 319 U. India (L. Rai) (Quoted in) India will not remain and ought not to remain—

পরিণত হইল। বর্ধমান জেলা কেন, সমগ্র ভারত ইংরাজবাজারে পরিণত হইল। রাঢ়ের মুড়ি সেও বাজারে সাহেবী সংস্করণ বিলাতী নাম 'Puffed rice' বলিয়া টিনের কৌটায় বিক্রীত হইতেছে।

১৭৫৭ – ১৮৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত এই যুগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বীরত্বপূর্ণ শাসন-শোষণের যুগ। লালা লজপতি রায়ের কথায় বলি "নীতিধর্ম্ম কি জাতীয়, কি বিজাতীয়, কি অন্তর্জাতীয় সকল ধর্ম্মই সভ্য ইংরাজ বিসর্জ্জন দিল। নাবালক, বৃদ্ধ, বিধবারাও তাহাদের কঠোর কৃপাণে দয়া মায়া পায় নাই। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য লুটতরাজ ও সাম্রাজ্য স্থাপন। ইঙ্গ-ফিরিঙ্গি সকল ধর্ম্মই এই স্বার্থ সুন্দরীর বেদীমূলে বলি দিল।"

(P, 104 Young India)

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহ বনাম দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হইল। (প) টোটায় গো-শূকরের চর্ব্বি দিয়া দাঁতে করিয়া কাটিবার আইন করিল। ইংরাজ হিন্দু-মুসলমানদের জাতি মারিয়া খৃষ্টান করিবে এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একজন বীর সাহসী ব্রাহ্মণসিপাহী সর্ব্বপ্রথম একজন ফিরিঙ্গি সাহেব এ্যাডজুটাণ্ট সেনাপতিকে ব্যারাকপুর (বাংলা) প্যারেড মাঠে হত্যা করিয়া নিজের জীবন দিল।

১৮৫৭ খৃঃ --

তখন বর্ধমান-রাজ পঞ্চমবাহিনীর কার্য্য করিল। ইংরাজদিগকে ধনজন দিয়া সাহায্য করিল। (ইংরাজ ও বর্ধমান রাজ) উভয়েই এই দেশের দুর্গতিতে নিজেদের ভাগ্য ফিরাইয়া লইল। কায়েমী ইংরাজশাসন হস্তান্তরিত হইয়া বণিকদের রাণী ভিক্টোরিয়ার অধীনে গেল।

পিঁটারসন - সিপাহী বিদ্রোহ ও বর্ধমান রাজ বিষয়ে (বর্ধমান ডিঃ গেজেটার।)

---

content to be a hewer of wood and drawer of water for the rest of the Empire. (J. A. Chamberlain)

*(প) May to 1857

At Barrackpore parade ground adjutant of the

ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী হইল বিনা খরচায়। **(N) তাহারা (ইংরাজরা) 'মাছের তেলে মাছ ভাজিল'। — পিটারসন 'লাভের বেলা আমার। লোকসান সে আবার নীরব - তোমার।' * N) রাণী সম্রাজ্ঞী ঘোষণা দিলেন তাহাও মায়া। শোষণ চক্র Home-charges ঘর খরচা, নতুন নাম ধরিয়া ঘন আবর্ত্তে চলিতে লাগিল। ১৮৫৩—৫৪ খৃঃ অব্দে রেলপথ, ডাক, তার বিভাগ প্রচলিত হইল। তাহার ফলে বিদেশী মূলধন দেশে খাটিতে লাগিল। শতবর্ষ শোষণের ফলে দেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ শুরু হইয়া দেশের লোকের দফা সারা করিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'আনন্দমঠ' (১৮৭২ খৃঃ)। এই দুর্ভিক্ষ চিত্রণ করিয়াছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাসে। দেশের লোক নিজ নিজ ধর্ম্মে আস্থা হারাইল।

প্রাচীন বর্ধমানের আর একটি কাহিনী রাঢ়ি-বুলি বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাই। বর্দ্ধমান রাজ ও কৃষ্ণনগর

34th N. I. was cut down by a Brahman Sepoy.

Sepoy Mutiny — India V. A. Smith

*(N) The beauty of the English Conquest of India lies in the fact that from the first to the last not one single penny was spent by the British on the conquest, India was conquered by the British with Indian money and Indian blood. Further almost all kinds of expenses incurred by the British in Asia for the conquest of territories, for the expansion of trade, for research and inquiry were borne by the Indian exchequer. The profits almost always went into pockets of Britishers The expenses and losses were debited to India.

(U. I. - L. Rai P. 342 - 43 1928)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বর্দ্ধমান রাজ

নদীয়ার রাজ বাড়ীর মধ্যে মিত্রতার অভাব ছিল। বর্দ্ধমানরাজলাঞ্ছিত কবি রায়-গুণাকর—ভারত চন্দ্র রায় ১৭১২—৬০ খৃঃ। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে বর্দ্ধমানের নর-নারীর একটি সুন্দর রস কাব্যচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে আজিও 'বিদ্যাসুন্দর সুড়ঙ্গ' বর্ত্তমান।

প্রাচীন যুগে এই রাঢ় দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ও তন্ত্র প্রচলিত ছিল। পণ্ডিত ভট্ট ভবদেবের প্রচেষ্টায় তাহা শাক্ত ধর্ম্ম ও তন্ত্রে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৬ শতকে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে—কাটোয়া কালনা অঞ্চল তথা সমগ্র বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের বন্যা বহিয়া

ধর্ম্ম—

যায়। দেশে ধর্ম্মের অভাব কোন দিন ছিল না। মুসলমান প্রভাবে এ দেশে ইসলাম ধর্ম্ম ও কৃষ্টি মঙ্গলকোট থানাকে কেন্দ্র করিয়া শিকড় গাড়িয়াছে। তবুও সাহেবরা (১৮১৩ খৃঃ হইতে) পাদরী আনাইয়া ধর্ম্মামৃত বিতরণ করিবার জন্য প্রচুর আয়োজন করিল। আসানসোল, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল, মানকর, বর্ধমান, কালনা, শ্রীরামপুর ইত্যাদি স্থানে মিশনারী বসাইয়া 'মথিলিখিত সু-সমাচার' বিলাইল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও অভিনব উপায়ে তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার 'বিষবৃক্ষ' রোপণ করিল। তাহা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা। এই ইংরাজী ভাষা বেশ কিছুটা মিশনারীর কার্য্য চালাইয়াছে এবং আজিও চালাইতেছে। বাঙ্গালীর একদল (ইংরাজীবুলিপ্রিয় দল) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা সত্ত্বেও ইংরাজী ভাষাকে বিশেষ যত্নে বক্ষের স্তন দিয়া লালন-পালন করিতেছে। রিসলে সাহেব তাহার 'পিপ্‌ল অব ইণ্ডিয়া'তে ভাষা সম্বন্ধে যে আশা পোষণ করিতেন তাহা এখনও বর্ত্তমান। (1) এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা

(1) It is possible indeed distant as the prospect now appears—that English may after all stand the best

এ্যানি বেসাণ্ট ভারতের প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী ইংরাজী ভাষাশিক্ষার কুফল সম্বন্ধে ১৯১৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতা অধিবেশনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। *(2 হিন্দি আমাদের সর্ব্ব ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। তবে প্রচার সময় সাপেক্ষ।

---

chance of becoming the national language of India

(Risley—People of India P. 278)

*(2) This stunting of the race begins with the education of the child. The schools differentiate between British and Indian teachers ; the colleges do the same, the students see first-class Indinas superseded by young and third rate foreigners, the Principal of a college should be a foreigner, a foreign history is more important than Indian, to have written on English villages is a qulification for teaching Economics in India ; the whole atmosphere of the school and college emphasises the superiority of the foreigner, even when the professors abstain from open assertion thereof. English instead of Indian ideals are exalted. ....

(P. 335 C. P. addresses—Mrs. Annie Besant's Speech 1917, Pub. Madras Nateson Co.)

বর্ধমানের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

বর্ধমানকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ—

(১) হিন্দু যুগের বর্ধমান ভুক্তি ;

(২) প্রাক্-ইংরাজ ও ইংরাজ যুগের বর্ধমান বিভাগ ; —বা বৃহত্তর বর্ধমান ;

(৩) নয়া বর্দ্ধমান বা (১৮৮৫ খৃঃ অব্দে) ইংরাজসৃষ্ট বর্ধমান জেলা —।

বর্ধমান ভুক্তি-
বিভাগ—
জেলা-জমিদারী।

—বৃহত্তর বর্ধমান বলিতে আমরা বর্ধমান বিভাগ-ই বুঝিব। প্রাচীন যুগের বর্দ্ধমান — আধুনিক বর্দ্ধমান বিভাগ ও মানভূম জেলা (বা সমগ্র রাঢ় প্রদেশ) *(1) আয়তন ৫১৭৪ বর্গ মাইল (১৭৯০ খৃঃ)। 'মানভূম জিলা (১৯৫২ খৃঃ অব্দে) বিহার প্রদেশ ভুক্তি হওয়ায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আছে শুধু বর্দ্ধমান বিভাগ।

(৪) ইহা ছাড়াও বর্দ্ধমান জমিদারী বা রাজ ষ্টেটে একটি রাজস্ব বিভাগ আছে। সেটির মূল্য রাজস্বের ইতিহাসেও কম নহে। এখন আমরা বর্দ্ধমান বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

*(1) Rarh — Ancient name of a portion of Bengal, West of the Bhagirathi river. This was one of the four divisions created by king Ballal Sen, the others being Barendra, between the Mahananda and Karatoa rivers, Bagri — South Bengal, and Banga or East Bengal. Rarh corresponded roughly with the kingdom of

বর্ধমান বিভাগ ঃ—

পৃথিবীর মানচিত্রে বর্ধমান বিভাগ ৮৬’—৩৬’ —
অবস্থান :— ৮৮°—৩০’ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা রেখা ও ২১°—৩৬
— ২৪°—৩৫’ উত্তর অক্ষরেখা মধ্যে অবস্থিত। ইহাই প্রাচীন যুগের খণ্ডরাঢ় ভুমি (1)। এই অঞ্চলের প্রাচীনতম স্থান রূপনারায়ণ নদীতীরে তাম্রলিপ্ত বা আধুনিক তমলুক শহর। সরস্বতী নদীতীরে সপ্তগ্রাম বা সাত-গাঁ। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম এই অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হয়। তমলুক রাজপুত রাজাদের ও সাত-গাঁ মুসলমান নবাবদের রাজধানী ছিল। তমলুক প্রাচীন সমুদ্র বন্দর। এখানে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজকদ্বয়—ফা-হিয়ান ও হুয়াং চুয়াং বাস করেন ও তাঁহাদের বিখ্যাত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। ইহার পর সরস্বতী নদীতীরে সপ্তগ্রাম, ইহা মুসলমান যুগে বাংলার নবাবদের রাজধানী ও বন্দর ছিল। এখানেও বৌদ্ধ বিহার ছিল। ১৬ শতকে পর্ত্তুগীজদের কুঠি ছিল ও পরে হুগলী (পর্ত্তুগীজ শব্দ ‘ও-গুলি’ The Godown *1)। —মানচিত্র সংলগ্ন পরিশিষ্টে।

চতুঃসীমা ঃ—পূর্ব্বে ভাগীরথী নদী ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ ; পশ্চিমে উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর ; উত্তরে সাঁওতাল পরগণা ও মুরশীদাবাদ জেলা ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

পূর্ব্বাঞ্চল গঙ্গা নদীর উপত্যকা ; ও পশ্চিমভাগ ছোটনাগপুর পার্ব্বত্য অঞ্চলের মালভুমি। এই বিভাগে শুশুনিয়া পাহাড় ; হালদা (কল্যাণেশ্বরী) পাহাড়, সমুদ্র উপকূল। এই বিভাগ গঠিত হয় ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে।

Karna-Subarna and with the modern districts of Burdwan-Bankura (west) Murshidabad and Hooghly.

(P. 255 — I. G. India—Bengal)

***1 (V. A. Smith H. I.)**

নয়া বীরভূম-বাঁকুড়া জেলার জন্ম হয় ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ও পুনর্গঠন হয় ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে, হাওড়া-হুগলি হয় ১৮১৯ খৃঃ অব্দে, মেদিনীপুর ১৮৭২ খৃঃ ও হাল বা নয়া বর্ধমান ১৮৮৫ অব্দে। বিভাগীয় কমিশনার এই বিভাগ শাসন করেন।

এখন চুঁচুড়াই আবাসিক শহর (১৮৯৬ খৃঃ হইতে তাঁহার আবাসিক শহর ছিল বর্ধমানে (১৮৫৪-৭১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ও আবার ১৮৮৪-৯৬ খৃঃ তক) ও হুগলিতে (১৮৭১-৭৫ খৃঃ অব্দ তক + ১৮৭৯-৮৪ খৃঃ তক) ও সর্ব্বশেষে চুঁচুড়ায় উঠিয়া যায় ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে।

নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানে এই বিভাগের জেলাগুলির আয়তন, লোক সংখ্যা ও রাজস্ব দেখান হইল।

জেলার নাম	আয়তন ব: মাইল	লোকসংখ্যা (লক্ষ) ১৯৫১ সালে	১৯০১ সালে	রাজস্ব আদায় ১৯০৩—৪ লক্ষ
বর্ধমান	২,৬৮৯	২২	১৬	৩৫·৩৫
বীরভূম	১,৭৫২	১১	৯	১১·৫৮
বাঁকুড়া	২,৬২১	১৩	১১	৫·৭২
মেদিনীপুর	৫,১৮৬	৩৪	২৮	২৮·০২
হুগলি	১,১৯১	১৬	১০	১৫ ৮৭
হাওড়া	৫১০	১৬	৯	
মোট—	১৩,৯৪৯	১১২	৮৩	৯৬·৫৪

অধুনা পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যা ২৪৮ লক্ষ। বর্ধমান বিভাগে পঃ বঙ্গের ৪৯ শতাংশ লোক আছে।

বর্ধমান বিভাগে মৌজা — ২৪,২৯৩, তন্মধ্যে জনহীন মৌজা—২,৪২৬, শহরে অন্তর্ভূক্ত মৌজা — ২৪৮, বসতিপূর্ণ গ্রাম—২১,৬১৯, শহর—৫০ ও থানা—১২৫, নারী— ৫৩ লক্ষ, বসতি ঘনতা—৭৮৬ (প্রতি বর্গ মাইলে), ঐ (পল্লী অঞ্চলে)

৬৮১, ঐ (শহরে) ৯০৮৭, উদ্বাস্তুর সংখ্যা — ২৬৩ হাজার। সেনা-নিবাস (আসানসোল ও চুঁচুড়া) ২ টি।

শিক্ষা (পুরুষ ও নারী) সাক্ষর সংখ্যা ও লোক বৃদ্ধির অনুপাত :—

জেলা		সাক্ষর সংখ্যা প্রতি শতকে			লোক বৃদ্ধির অনুপাতে শতাংশ
		মোট	পুং	নারী	
বর্ধমান	—	২১	৩০	১০	১৪ ৮
বীরভূম	—	১৮	২৮	৮	৬.৫
বাঁকুড়া	—	১৭	২৭	৭	৭.১
মেদিনীপুর	—	২৩	৩৭	৯	৭.৫
হুগলী	—	২৫	৩৫	১৩	২২.২
হাওড়া	—	২৮	৩৮	১৭	৩২.৪
মোট	—				৩৪.৭

ধর্ম্ম — হিন্দু—৯৬. লক্ষ, শিখ — .১, বৌদ্ধ — .০১৫ মুসলমান—১৫., খৃষ্টান — .২১, পার্শী, জৈন, আদিবাসী ও অন্যান্য—.৬৭৫। মোট — ১১২ লক্ষ।

এই বিভাগের নগর ও বিশেষ স্থানের লোক সংখ্যা সহ বিবরণী :—

শহর (ও নগর)	লোক সংখ্যা (১৯৫১ খৃঃ গণনা) (লক্ষ)
হাওড়া (নগর)	৪.৩৪
খড়্গপুর (মেদিনীপুর জিলা) নগর	১ ৩০
শ্রীরামপুর (শ) (হুগলি)	.৭৪
বর্ধমান (শ)	.৭৫
আসানসোল (শ) (বর্ধমান)	.৭৬
হুগলি-চুঁচুড়া (শ)	.৫৭
বাঁকুড়া (শ)	.৪৯
শিউড়ি (শ) (বীরভূম)	.১৮

এই বিভাগে গঙ্গানদী, দামোদর, ত্রিবেণী, তারকেশ্বর, বক্রেশ্বর. কল্যাণেশ্বরী (বরাকর), বেলুড় মঠ, জয়দেব কেন্দুবিল্ব, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি পবিত্র তীর্থস্থান।

বর্ধমান মোগল যুগে ফৌজদারের আবাসিক শহর ছিল। সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম) ও তমলুক (তাম্রলিপ্ত) প্রাচীন যুগের বন্দর ও রাজধানী ছিল। এই বিভাগেই পর্তুগীজ, ইংরাজ ওলন্দাজ ও ফরাসী জাতির বণিকদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। প্রথমে ব্যাণ্ডেল, হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দন-নগর, ও শ্রীরামপুর শহরে। হাওড়া-হুগলি (বৃহত্তর কলিকাতা) এখন শিল্পাঞ্চল ও ইহার বসতি অত্যন্ত ঘন। এই বিভাগের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল বরাকর রাণীগঞ্জ, আসানসোল অঞ্চল লৌহ ও কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া তসরের জন্য প্রসিদ্ধ। কবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন'—এখন বিখ্যাত 'বিশ্ব-ভারতী' বিশ্ব বিদ্যালয় হইয়াছে।

এই বিভাগেই বর্ধমান রাজার অধিকাংশ জমিদারী। এই বিভাগের রাজস্ব পাটনা বিভাগের রাজস্বের চেয়ে অনেক বেশী কিন্তু পাটনার আয়তন বর্ধমানের দ্বিগুণ। এই রাজস্বের ও উপর কিছু বেশী টাকাতেই [১৭৯৩ খৃঃ] কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।

ময়ুরাক্ষী ক্যানেল ও দামোদর ক্যানেল বিখ্যাত জল সেচ ব্যবস্থা। কয়েকটি পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র, কৃষি, মৎস্য ও বন বিভাগ কার্য্যালয় আছে।

এই বিভাগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোক :—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, শ্রীবিবেকানন্দ স্বামিজী, রাজা রামমোহন রায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত, শ্রীসরোজিনী নাইডু, শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল, লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বাঘা যতীন

(যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়), শ্রীযাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিজয় কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারক শ্রীশম্ভূনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী, কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, শ্রীঅনিল বরণ রায়, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

বর্ধমান জমিদারী করদায়ী (করদ-রাজ্য নহে।)

এই [বর্ধমান রাজ] সম্পত্তির আয়তন ৪১৯৪ বর্গ মাইল —১৯টি জেলায় অবস্থিত। তবে বর্দ্ধমান হুগলী, বীরভূম, মানভূমেই বেশী।

এই জমীদার বাড়ীর আরম্ভ ১৬৫৭ খৃঃ। লাহোর জেলা কোটলি গ্রামের কাপুর ক্ষত্রি বংশের আবুবায় বর্ধমানে আসে ও চাকলা বর্ধমানের ফৌজদারের অধীনে শহরের রিকাবী বাজারের চৌধুরী ও কোতোয়াল নিযুক্ত হয়।

১৬৯৬ খৃঃ অব্দে চিতুয়া বর্দার জমীদার শুভাসিং বর্দ্ধমান আক্রমণ করে। বর্দ্ধমান জমীদার নিহত হয় ও তাহার কন্যা সত্যবতীকে বন্দিনী করে কিন্তু শুভাসিংকে বন্দিনী কুমারী হত্যা করে ও নিজে আত্মহত্যা করে। এই বংশের চিত্রসেন রায় ১৭৪১ খৃঃ অব্দে রাজা উপাধি লাভ করে মোগল দরবারে। তবে কীর্ত্তিচাঁদ (১৭০২—৪০ খৃঃ অব্দে) ঘাটালের নিকট বর্দা ও চন্দ্রকোণার জমীদারকে পরাজিত করিয়া ঐ প্রদেশ দখল করে। তিলকচাঁদ (১৭৪৪—৭১ খৃঃ) মহারাজ-অধিরাজ-বাহাদুর উপাধি পায়। এই হইল ইংরাজের করদ রাজ্যের সূত্রপাত।

ভারতের সাতটি পবিত্র ও স্মরণযোগ্য প্রাচীন শহর বা নগর :—

(১) কাশী, (২) মায়া (হরিদ্বার), (৩) কাঞ্চী (কাঞ্জীবরম্), (৪) দ্বারাবতী (দ্বারকা), (৫) মথুরা, (৬) অযোধ্যা, (৭) অবন্তীকা (উজ্জয়িনী)।
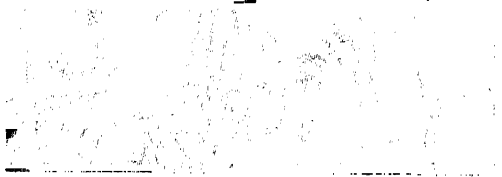
বর্দ্ধমান মহারাজা প্রতিষ্ঠিত
লালজী মন্দির (কালনা)

বর্দ্ধমান জেলার শস্যক্ষেত্র।

বর্দ্ধমানে পীর বাহারামের সমাধি।
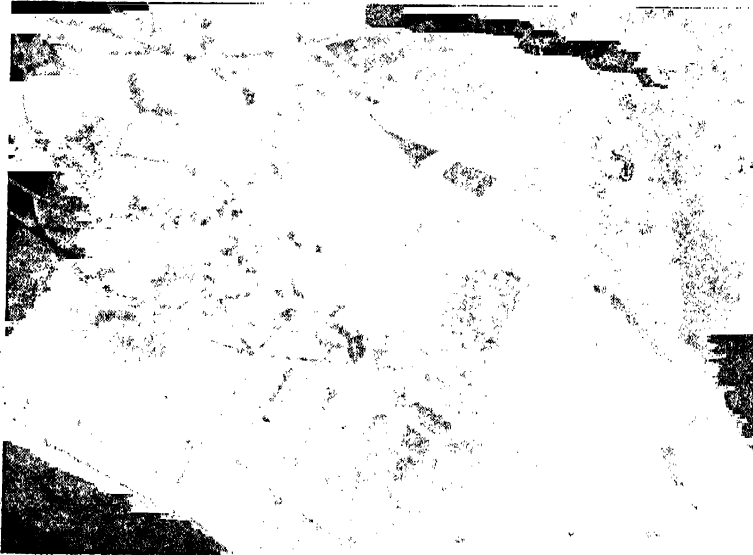
১৮৫৫ খৃঃ মহাতাপচাঁদ (১৮৩২—৭৯ খৃঃ) সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করে ও ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজকে সাহায্য করে। ইহারই ফলে ইংরাজ বর্ধমান রাজকে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনয়ন করে। আফতাব চাঁদের (১৮৮১—৮৫ খৃঃ) মৃত্যুকালে কোন অপত্য না থাকায় বিধবা রাণী বিজয়চাঁদকে পোষ্যপুত্র লয়। ইহার পিতার নাম বনবিহারী কাপুর—রাজবাড়ীর ম্যানেজার। এই সম্পত্তি Court of wards বা সরকার অধীনে যায়। ১৯০৩ খৃঃ বিজয়চাঁদ সাবালক হইয়া জমিদারীর ভার লয় ও ১৯০৬ খৃঃ বিলাত যাত্রা করে।

১৭শ শতকের শেষে—এই জমিদারী ছিল ৬।৭ টি পরগণা লইয়া। কীর্ত্তিচাঁদ ইহাকে ৫৭টি পরগণা করে। আয়তন হয় ৫০০০ বর্গ মাইল। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন রাজস্ব আদায়ের ভার লয় তখন ইহার খাজনা ছিল ৩২ লাখ টাকা। বৃদ্ধি হইয়া ইহা পরে হয় ৪২ লাখ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় ৪৩—৪৪ লাখ টাকায়। ১৭৯৩ খৃঃ খাজনা দিতে না পারায় ইংরাজ বর্ধমান রাজাকে বন্দী করে। এই ঘটনার ফলে ১৮১৯ খৃঃ অব্দে পত্তনি আইন সৃষ্টি হয়, Regulation VIII of 1819. আজিও ইহা 'অষ্টম' আইন বলিয়া খ্যাত। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে রাজা সমস্ত সম্পত্তি পত্তনি বিলি করে। ১৮৯১—৯৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে রাজা অনেক জমি খাস দখল করে। তাহার পরিমাণ ১০৭ বর্গ মাইল। খাজনা ৯৫ হাজার টাকা।

করদায়ী (করদ রাজ্য নহে) জমিদারী।

এই রাজা ভারতের করদ রাজাদের অন্যতম—তবে করদ রাজার সুখ-স্বাধীনতা শূন্য। এক কথায় এই রাজা ভুমি-শূন্য রাজা। রাজার দেয় কর ৩৫ লক্ষ টাকা। এই জন্য বর্ধমানে খাজনার নিরিখ খুব বেশী। এইরূপ ইংরাজী যুগের রাজা-মহারাজা, রায় বাহাদুর-রায় সাহেবের বৃহত্তম সংস্করণ মাত্র।

পূর্ব্ব আয়তন ৫১৭৪ বর্গ মাইল — (বর্ধমান বিভাগের অধিকাংশ মানভূম ইত্যাদি)। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে সেনপাহাড়ি, সেরগড় পরগণা, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর যোগ হয়। ১৮১৯ খৃঃ হুগলি-হাওড়া ভিন্ন জেলা হয়। ১৮৩৩ খৃঃ বাঁকুড়া জিলা গঠিত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ নতুন ও খণ্ডিত বর্ধমান হয়; আয়তন ২৬৮৯—২৭০৫—২৭১৫ বর্গ মাইল মধ্যে। এই সঙ্গে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বর্ধমান জমিদারী ভুক্ত কয়েকটি পরগণার তালিকা দেওয়া হইল। [পরিশিষ্ট অংশে)

নয়া বা হাল বর্ধমান জেলা সৃষ্টি হয় ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে।

নয়া জিলা বর্ধমান :—

বর্দ্ধমান জেলা পশ্চিম বাংলা প্রদেশের বর্দ্ধমান বিভাগের একটি খণ্ড জেলা! ইহা ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে সৃষ্টি হয়। ভারতের ইতিহাসে এই বৎসর একটি চিরস্মরণীয় বৎসর কারণ এই বৎসরেই All India National Congress সর্ব্ব-ভারতীয় জাতীয় মহাসভার জন্ম হয়। ইহার বয়স মাত্র ৭০ বৎসর [১৯৫৪ তক হিসাব]।

চতুঃসীমা-গঠন-নদী-পাহাড়।

ইহা মানচিত্রে ২২°-৫৬′—২৩°-৫৩′ অক্ষরেখা, ৮৬°-৪৮′—৮৮°-২৫′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে! উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভুম ও মুরশিদাবাদ জেলা, অজয় নদী; পূর্ব্বে নদীয়া জেলা ও ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে হুগলী মেদিনীপুর বাঁকুড়া জেলা ও দামোদর নদ; এবং পশ্চিমে মানভুম জেলা।

জেলার অধিকাংশ ভুমি সমতল; ভাগীরথী তীর অঞ্চল সোঁতা ও বিলে পূর্ণ। উত্তর পশ্চিম অংশের ভুমিখণ্ড অসমতল ও কঙ্কর প্রস্তরময়। এই খানেই বিখ্যাত রাণীগঞ্জের কয়লার খনি অবস্থিত। এখন ইহা কয়লা ছাড়া লৌহ, মৃত্তিকা ও অন্যান্য শিল্পের জন্যও বিখ্যাত – এই কারণে ইহা লোকবহুল ও কর্ম্মমুখর।

পাহাড় :— এখানে আছে 'হালদা' নামে একটি ছোট পাহাড় যাহার উপর কল্যাণেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

	নদ-নদী-নদীর নাম	উৎপত্তি	মোহনা
অজয়-সাঁওতাল পরগণা পাহাড়ী ঝর্ণা	কুনুর	ফরিদপুর থানা	উজানী অজয় ভাগীরথী
	খড়ি	বুদবুদ, গলসী থানা	নাদনঘাট ভাগীরথী
	বাঁকা	শীলা, ঐ	চাঁচাইখড়ি
	বাবলা	কেতুগ্রাম	অজয় ঐ
দামোদর	নুনিয়া-বরাকর	বর্ধমান জেলার-উত্তর-পশ্চিম সীমা	দামোদর ভাগীরথী
পালামৌ ছোটনাগপুর	সিঙ্গারণ	রাণীগঞ্জ থানার, মধ্য দিয়া প্রবাহিত	ঐ
পাহাড়ী ঝর্ণা	ধলকিশোর জেলার দক্ষিণ বা দ্বারকেশ্বর-প্রান্তে		ঐ
	ব্রাহ্মণী	দক্ষিণ মঙ্গলকোট	দাঁইহাট ঐ
	ছোট নদী	কানা, তামলা।	

ভূবিজ্ঞানীদের মতে শিলা তিন শ্রেণীর যথা —

ভূপ্রকৃতি সত্যের গঙ্গা দামোদর।

[১] আগ্নেয় শিলা; প্রথমে উত্তপ্ত তরল থাকে, পরে শৈত্যসংযোগে জমাট বাঁধে। এই শিলা হইতে গ্রেনাইট বেসল্ট শিলা হয়।

[২] পাললিক শিলা—নদীবাহিত চূর্ণবস্তু ইহার উপাদান। বালি, পাথর, শেল ইহার উৎপন্ন পদার্থ।

[৩] অর্গানিক [শিলা] :—ইহা আগ্নেয় ও পাললিক শিলার সংযোগে একটি মিশ্র পদার্থ। এই জাতীয় চুণা পাথর হইতে মার্ব্বেল ও শেল হইতে শ্লেট উৎপন্ন হয়।

তাহাদের আরও একটি মত :—

অতি প্রাচীনকালে হিমালয় পর্ব্বত ও উত্তর ভারত সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিল কিন্তু বিন্ধ্য পর্ব্বত ও তৎ প্রদেশ—

দাক্ষিণাত্য মালভুমি—আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ এক নতুন মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নতুন মহাদেশের নাম গণ্ডোয়ানা ভুমি। প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের ফলে হিমালয় ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশ বহু পরে সমুদ্রোত্থিত হয়। *[ক] এই 'গণ্ডোয়ানা' হইতেই আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর সৃষ্টি।

সত্যের গঙ্গা-দামোদর :— নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে 'গোণ্ড' জাতির রাজ্য ছিল। এই রাজ্যই 'গণ্ডোয়ানা।' এই অঞ্চলের ভুমি নানা স্তরের। সেগুলিকে গণ্ডোয়ানা পর্য্যায় বলে। প্রাক্-হিমালয় যুগে বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল তবে একটানা সুরে নয়, একটু বিক্ষিপ্ত ; পূর্ব্ব অঞ্চলে রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল এই অংশ ভুক্ত। ** সুতরাং প্রাকৃতিক লক্ষণ অনুসারে বর্ধমান ও ইহার প্রতিবেশী

---

*.ক) Peninsular India built up of ancient rocks has been permanent land for uncounted millions of years. The planes of Northern India, on the contrary, were formed ages later by the gradual filling up of sea with materials from the high lands of Asia. Although the sea had been filled up long before the appearance of man on earth, the surface of the regions now forming the basins of the Indus and Ganges must have taken thousands of years to become fit for human habitation.

(History of India—V. A. Smith P. 5.)

এই যুক্তিই সমর্থন করে আমাদের প্রচলিত প্রবাদ বাক্য :—

'সত্যের নদ দামোদর'। সেই সুরে একটি ছড়া চলিত আছে—মা, ঠাকুমাদের মুখে মুখে। "সত্যের গঙ্গা দামোদর।
তার সাক্ষী বরাকর ॥"

** অধুনা দুর্গাপুর অঞ্চলে দামোদর উপত্যকায় অতি প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারও এই যুক্তি সমর্থন করে।

জেলা বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণাপথের অংশ। অবশিষ্টাংশ গঙ্গার উপত্যকা বা উত্তর ভারতের অংশ। এই পৃথিবী যখন গাছপালা ও জীবজন্তু শূন্য অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থার নাম আর্কিয়ান্ যুগ। সেই যুগের নাইস (Gneiss) নামক এক প্রকার শিলা বর্ধমানের পাশের জেলা বীরভূম, বাঁকুড়ার পশ্চিম প্রান্তে ও উত্তর পশ্চিমাংশে পাওয়া যায়।

গণ্ডোয়ানা শ্রেণীর পাললিক. শিলাস্তর এই রাণীগঞ্জ অঞ্চল। আসানসোলে গণ্ডোয়ানার দুইটি স্তর :—উর্দ্ধ ও অধঃ। এই নিম্ন স্তরটির আবার তিনটি বিভাগ :— (১) তালচের, (২) দামুদা, (৩) পাচেট (পঞ্চকোট)। আসানসোল অঞ্চল ছাড়া বর্ধমান জেলার অন্যান্য স্থান পলিস্তরে বা পাললিক শিলায় (Sedementary rock) গঠিত।

মৃত্তিকা :— 'রাঢ়ের রাঙ্গামাটি' বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার রাসায়নিক প্রকৃতি বাংলা দেশের অন্য অঞ্চল অপেক্ষা পৃথক। পশ্চিমের সবটা ও পূর্ব্বের বেশীর ভাগ সিংভূম, মানভূম ও ছোটনাগপুর পাহাড়ের ভাঙ্গাচুরা গলনে গড়া। পশ্চিমাংশের অনেক স্থানে বৃষ্টি, তাপ, বায়ু প্রভৃতি ক্ষয়সাধক—প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে সন্নিহিত শিলা হইতে সরাসরি মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বের বেশীর ভাগ ছোটনাগপুর পাহাড়ে উৎপন্ন নদী (যথা অজয় দামোদর) বাহিত মাটি, পাথর গুঁড়া ইত্যাদি পদার্থে গঠিত। হিমানীর ক্রিয়ার সুস্পষ্ট চিহ্ন সম্বলিত মাটীও দেখা যায়। তাহার কতকটা লাল কাঁকর (ল্যাটেরাইট) আর কতকটা বিন্ধ্যাঞ্চলের মোটা লাল বালি। দামোদর ও অজয়ের খাত বা মঙ্গলকোট, ভাতাড়, কেতুগ্রাম ও বর্ধমান থানা পর্য্যন্ত এই বালি দেখা যায়। এই মাটিতে ধান ও আখ বেশ ভাল ফলে। এঁটেল মাটিই এর নাম। জলসিক্ত হইতে না হইতে এমন কাদা হয় যে তাহা পা হইতে ছাড়ানো দায়। আবার রৌদ্র পাইবা মাত্র

(Soil) রাঢ়ের রাঙ্গামাটি

এই মাটি পাথরের মত শক্ত হয়। ইহাতে প্রচুর ফসফরাস লৌহ (Sesqui Oxide of Iron) আছে। গঙ্গার পলি পায় কাটোয়া থানা, কালনা মহকুমার তিনটি থানা ও বর্ধমানের মেমারি থানা। এই জেলায় এঁটেল মাটি ছাড়া মেটেল, বেলে, দো-আঁশ ও পলি মাটি আছে। ইহা ছাড়া বালি, লাল কাঁকর ও পাথর পাওয়া যায়। আবাদী জমিগুলি নিম্নভূমি, তাহা কাদা মাটিতে (Clay) গঠিত। নদীর পলি মাটিতে 'দিয়ারা' জমি হয়। প্রতি বর্ষায় জমিতে পলির প্রলেপ পায়—এই জন্য রবি শস্য শীত ও বসন্ত ঋতুর ফসল); ডাল, যব, গম, তৈলবীজ সরিষা, তিল ও তরি-তরকারী হয়। এই সব জমিই 'দো-আবাদী' বা 'দো' জমি। কৃষকেরা দো ছাড়া নদী খাতের বা নদী তীরের জমি বেশী পছন্দ করে।

উদ্ভিদ :— 'কি অপূর্ব্ব এই দেশ'—দেশের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়াই না কবি গানের বীণা ধরিয়াছিলেন আজও সেই গান শুনা যায় :—

"কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল।
কোন দেশেতে চলতে গেলে
দলতে হয় রে দূর্ব্বা কোমল॥
কোথায় ফলে সোনার ফসল
সোনার কমল ফোটে রে—।
সেই আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরই বাংলা রে॥

সত্যই বাংলার গ্রামগুলি দাবা খেলার ছককাটা মাঠ দিয়ে ঘেরা—দূর হইতে তরুলতাবৃত তপোবনের ন্যায় দেখিতে মনোহর। *(ক) বিশ্বকবিও মুগ্ধ হইয়া একটি গ্রামের রেখাচিত্র

---

*(ক) ব্রাহ্মণের নগ্ন বক্ষে যজ্ঞসূত্রের ন্যায় মাঠের মধ্য দিয়া নগরীর যোগসূত্র, লাল পথ বা ধূসর পথের রেখা চলিয়াছে। কোথাও

করিয়াছেন তাঁহার অমর কাব্যে ঃ—

"মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রাম খানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায়ে ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা, ঝলসে, যায় দেখা
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি
কে জানে কত শত নূতন দেশে॥"

(বধূ — সঞ্চয়িতা)

বসন্ত বর্ষা শরতের মনরাঙানো শোভায় কবির হৃদয়বীণা আপনা আপনি বাজিয়া উঠে। চারিদিকে তরুলতা ও ফসলের ক্ষেতে ঘেরা গ্রাম। মাঝে মাঝে ঘর ও দীঘি। এই গাছগুলি ঘরে বাইরে চোখে পড়ে।

আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, লেবু, তাল, খেজুর, বাঁশ ঝাড়, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, বট, দেবদারু, ঝাউ, ডুমুর, সুপারী, নারিকেল, বাবলা, শিশু, মহুয়া, শাল, শিরিষ, জীয়ল, আঁকড়, আতা, পিপা, কলা, বেল, নিম ইত্যাদি।

লতা ঃ—লাউ, শশা, কুমড়া, ঝিঙ্গা, উচ্ছে ইত্যাদি।

এই লতাগুলি বড়ঘরের চালে, মাঠে, মাচায় দেখা যায়।

ফুল ঃ—অশোক, মল্লিকা, টগোর, বেলী, মালতী, আকন্দ, জবা, চামেলী, গাঁদা, যুঁই, হেনা, শিমুল, কাশ, গুলঞ্চ, করবী, পদ্ম, পলাশ, শালুক, ধুতুরা, সন্ধ্যামণি, কামিনী, দোপাটি, সজিনাধণি, রাধাচূড়া, তরুলতিকা, চাঁপা, শেফালি, বাবলা, অপরাজিতা, কৃষ্ণচূড়া, বনসোনা, শিরিষ, কালিকা মাধবী, যবের শিষ।

বা নদীর বাধা মানা করে পথিককে,—আর সেতু সখীর মত পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

সূর্য্যমুখী, শাল, রজনীগন্ধা, কেতকী, কদম্ব, ভূমিচম্পা, স্থল-পদ্ম, ঘেঁটু, আম্রমুকুল।

এই সব পালিত ফুল ছাড়া অনামা বনফুল আছে ও অনেকের মধ্যে তুলসীমঞ্জরী ঘরের শোভা বৃদ্ধি করে। আয়ুর্ব্বেদের

ঔষধি দেশে আয়ুর্ব্বেদ নিন্দিত *(x) ঔষধ বিলাত হইতে আনা হয় বা জোর করিয়া আনান হয়; ইহা সত্যই বিড়ম্বনা মাত্র। আজও হয় নাই যখন, তখন কবে যাইবে কে জানে! *(গ) এ দেশের রসায়ন বিদ্যা যে কত প্রাচীন ও কত প্রগতিশীল ছিল তাহা আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় হিন্দু রসায়নের ইতিহাস গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন।

ঔষধি ঃ—লতা পাতা মূল ঔষধ করিতে প্রয়োজন হয়। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি আজিও টোটকা হিসাবে প্রয়োগ হয়। চিরতা, অশোক বাসক, শতমূলী, রেড়ি, মসিনা, হরিতকী, বহরা, আমলকী, বেলপাতা, তুলসীপাতা, আদা, আমরুল, কণ্টকারী, কালমেঘ, হিঞ্চা, ধুতুরা, বেল, অশ্বগন্ধা, শুঁঠ, পিপুল, বচ, আনারস, ঘৃতকুমারী, পানিফল, যব, ওল, তিল মুথা, গুলঞ্চ, কুলেখারা, অনন্তমূল, ধনে, মৌরী, শেফালি, যজ্ঞডুম্বর, কাঁটালপাতা, কুচ পাতা, সিমুল, কদলী, তামাকপাতা,

---

(X) মহাত্মা গান্ধী আমাদের বলেন যে ঔষধে ধর্ম্ম নিষিদ্ধ বস্তু থাকে These (European) doctors violate our religious instinct. Most of their medical preparations contain either animal fat or spirituous liquors, both of these are, tabooed by Hindu and Mahommedan.

(India Home-Rule—Gandhi)

অর্থাৎ ঔষধে গো চর্ব্বি ও মদ থাকে। মহাত্মা—

(গ) ······That certain essences and extracts used for medical purposes bear an ascertainable relation to beef.

(P. 269 People of India-Risley)

লেবু, নিম, থুলকুরি, হলুদ, চালমুগরা, সিজমনসা, পান অর্জ্জুন-ছাল, দুর্ব্বা, গাঁদা, অমরশঙ্খ, ডালিম, এরণ্ড মূল, ইত্যাদি।

ধাতুজ ঔষধ :—চূণ, লৌহ ইত্যাদি।

পশু পক্ষী ও প্রাণী

গৃহপালিত পশু :—ঘোড়া, ভেড়া, গরু, মহিষ, ছাগল, গাধা, রাম-ছাগল, কুকুর, বিড়াল, বেজী ইত্যাদি।

বন্য পশু পক্ষী :—শিয়াল, খরগোস, বন-শুয়ার, সাপ, নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, খটাশ, গোসাপ, বনমুরগী, কাঠ-বিড়ালি ইত্যাদি।

পাখী (পোষা) :—হাঁস, মুরগী, ময়ুর, টিয়া, ময়না, পয়রা, রাজহাঁস ইত্যাদি।

সাধারণ পাখী :—কাক, বক, চিল, চকোর, চাতক, মরাল, বালী-হাঁস, ঘুঘু, দোয়েল, শ্যামা, বাবুই, চড়ুই, সবুজ-পয়রা, শকুনি, শালিক, ডাহুক, কোকিল, পাপিয়া, পানকৌড়ি, কাঠ-ঠোকরা, (মাছ-রাঙা) বাজ, পেঁচা, নীলকণ্ঠ, তিতির ইত্যাদি।

সরিসৃপ :—সর্প বহু জাতীয় তন্মধ্যে কয়েকটি :—কেউটিয়া, গোক্ষুরা, ময়াল, চন্দ্রবোড়া, কেলে, চিতি, ডোমনা, লাউডগা ইত্যাদি বিষধর। ঢোরা, ঢেমনা, হলহলে, ইত্যাদি অবিষধর পর্য্যায়ের এবং টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদি।

কীট-পতঙ্গ :—মশা মাছি, পিঁপড়ে, ঝিঁঝিঁ পোকা, ভেক, কেঁচো, বাদুলে পোকা জোনাকি, প্রজাপতি, ফড়িং, মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল ইত্যাদি।

তাপমাত্রা, বারি-পাত, জলবায়ু।

আসানসোল হইতে দক্ষিণের সমস্ত অংশ উষ্ণমণ্ডলে এবং অবশিষ্টাংশ নাতি-শীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। তবে এখানে বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর, এইজন্য গ্রীষ্মের তীব্রতা কিছু কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পও প্রচুর। শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকে, কিন্তু শীত দীর্ঘকাল স্থায়ী

হয় না। এই জেলা উষ্ণ ও আর্দ্র বিধায় স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। শরীরকে দুর্ব্বল করে কর্ম্মশক্তি ও প্রবৃত্তি মন্দা হয়। আসানসোলে সর্ব্বোচ্চ তাপ মাত্রা ১১৭° ও জেলার নিম্নতম তাপ ৪৬°।

এই উত্তাপ গড়—ক্রম মান নিম্নে দেওয়া হইল।

পৌষ-মাঘ —৮০°-৬′ (ডিগ্রী) তাপ
মাঘ মাস —৮৪°-৩′ আশ্বিন তক ৮৮°-৯০°
ফাগুন মাস —৯৩°-৭′ কার্ত্তিক তক ৭৩°৮′
চৈত্র-বৈশাখ—১০২°-৫′ অগ্রহায়ণ ৬২°৯′
পৌষ (প্রথম ভাগ) ৫৫°৮′

বারিপাত উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহে এখানে প্রচুর বারিপাত হয়। আষাঢ়ে ৮″ ইঞ্চি, শ্রাবণে ১৪″ ইঞ্চি, ভাদ্রে ১২·২″ আশ্বিনে ৭·৮″ ও কার্ত্তিকে বারিপাত হয় ৪ ৪′ ইঞ্চি। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিকের মোট ৫২·২৮″— অবশিষ্ট কালের গড় ১″। মেঘ, ঝড়, কুয়াসা, শিশির, বিজলি, কাল-বৈশাখী এই জেলায় খেলা পাতে। আশ্বিন ও ফাল্গুনের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত অতীব মনোরম। বৈশাখের ঝড় (কাল বৈশাখী) ভীষণ ভয়াল তবুও মনচুরি করে। আশ্বিনের ঝড় মৃদুলা-দোলা; ইহাকে কবি বলে:—“এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।” ফাগুণের বনে মনে আগুন জ্বালায়। চাঁদিনী-রাতির মুখে পাপিয়ার তান ও কোয়েলার তান অতীব মনোহর। * (ক)

দৈব দুর্ঘটনা পঞ্জিকা। বন্যা:—অজয় ও দামোদরের কৃপায় আমরা বাস করি। দামোদর আমাদের পরম মিত্র

* (ক) কবিও সেইজন্য গান বলেন—“ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বন মাঝে কি মনো-মাঝে”।

সেইজন্য ছড়া বেঁধে আদর করে বলি :—

"ওরে নদ দামোদর,
তোরে নিয়ে আতান্তর ॥"

আরও একটি প্রচলিত ছড়া আছে সেটিও না বলিয়া থাকা যায় না—

"নদীর ধারে বাস;
ভাবনা বার মাস,
হয় ত ভাল, নয় ত মন্দ,
নয় ত সর্ব্বনাশ।"

দামোদরে দক্ষিণতীরে বাঁধ নাই কিন্তু উত্তরে কিছুটা বাঁধা আছে। কাজেই রায়না-খণ্ডঘোষ থানা দামোদরের কোলে। বর্ষায় সে মহকুমা-হাকিম ও জিলা-শাসককেও শাসন করে। দেশের স্বাস্থ্যহানি করে। রেল ও নদীর বাঁধই বর্দ্ধমান জ্বরের জনক। বন্যা হয় খৃঃ অঃ ১৭৭০, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৩৫, ১৯০৫, ১৯১৩, ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২০, ১৯৩৪, ১৯৪৩। অজয়ের দক্ষিণ দিকেও বাঁধ আছে।

অনাবৃষ্টি :—দেবমাতৃক দেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হয়। কয়েকটি হিসাব পাওয়া যায়। ইং অব্দ ১৯১৮, ১৯৩১, ১৯৩৫, ১৯৪০ খৃঃ।

ঝড় :— কবি বলেন— "শালের বনে থেকে থেকে,
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে।

মোটামুটি বড় ঝড়ের হিসাব পাই খৃঃ ১৮৭৪, ১৯৪১, (মেদিনীপুরের সাইক্লোন ঝড়), ১৯৫০।

ভূমিকম্প :—১৮৯৭ ও ১৯৩৫ খৃঃ অব্দের দুইটি ভূমিকম্প বিখ্যাত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্ধমান-ভুক্তি

প্রাচীন হিন্দু যুগের বর্ধমান অঞ্চল বা বর্দ্ধমান ভুক্তি।

প্রাচীনকালের ইতিহাস সাধারণতঃ প্রাচীন সাহিত্য, (২) শিলালিপি, (৩) তাম্রলিপি, (৪) ভাস্কর্য্য ও চারুকলা, (৫) কিম্বদন্তী প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়। *(ক বর্ধমান অঞ্চলের কয়েকটি প্রত্ন-তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন :—

ভূতত্ত্ব-বিদের মত :—এই অঞ্চলের মৃত্তিকাস্তর গণ্ডোয়ানা স্তরভুক্ত হওয়ায় এই অঞ্চল হিমালয়ের চেয়ে ও বয়সে বড়— অতি প্রাচীন প্রদেশ। বর্ধমান জেলার মেরুদণ্ড 'দামোদর'। ছোটনাগপুরের পালামৌ প্রদেশে ইহার উৎস। এইজন্য ইহা গঙ্গার চেয়েও প্রাচীন। ধর্ম্মকাহিনী ইহাকে আদ্যের গঙ্গা ও সত্যের গঙ্গা বলে।

(খ) প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলকেই 'রাঢ়' (সুহ্ম) বলিত। রাঢ় প্রদেশ বলিতে বুঝায় বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গ (ভাগীরথীর উত্তর পূর্ব্ব অংশ বাদ দিয়া ও বিহারের সিংভূম ও মানভূম জিলা ও উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ রাজ্য। ইংরাজ যুগের বর্ধমান বিভাগ ও এই রাঢ় প্রদেশের কিয়দংশ মাত্র। 'রাষ্ট্র' শব্দের অপভ্রংশ 'রাঢ়'। কাজেই 'রাঢ়' বলিতে বর্ধমান ভুক্তিকেই বুঝায়।

---

* (ক) Six classes of sources of Hindu History :— (1) Inscriptions, (2) Coins, (3) Monuments, (4) Tradition (as in literature), (5) Ancient Historical writing, (6) Foreign testimoney

(Indian History V. A. Smith P XVI)

(২) পুরা-প্রস্তর যুগের তথ্য :—দুর্গাপুর অঞ্চলের প্রত্নতথ্য

খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ দশ সহস্র বৎসরের তথ্য

আবিষ্কার। ইহাকে দামোদর-উপত্যকা সভ্যতা বলা যায়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতত্ত্ব যেমন সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতার অতি প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করে; এই দুর্গাপুরের আবিষ্কার ও তাহারই অনুরূপ। ইহাও প্রাচীনতম।

(গ) নব-প্রস্তর যুগের তথ্য :—(খৃঃ পূর্ব্ব আট সহস্র বৎসর) প্রাচীন বর্ধমান জিলার অন্তর্গত বাঁকুড়া গঙ্গাজলঘাটির বন আসুরিয়া অঞ্চলে 'প্রস্তরের কুঠার' প্রাপ্তি এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করে। (Cf পশ্চিমবঙ্গ ১৩৬১)।

(ঘ) বৈদিক যুগ (খৃঃ পূঃ ৫-৬ সহস্র বর্ষ) — ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ' প্রদেশের উল্লেখ আছে।

বেদের পরিশিষ্ট-যুগ বেদের কর্ম্মকাণ্ড তন্ত্র-সাধনা আজিও অবিকৃত। কারণ অধ্যাত্ম-সাধনা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। * (প)

সূত্র যুগ

সূত্র সাহিত্যকার সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলের মনোবিজ্ঞান জগৎবিখ্যাত। সেই কপিল মুনির আশ্রম বঙ্গোপসাগর সঙ্গমে। আজিও সেখানে প্রতি মাঘ মাসে মেলা হয়। মনু সংহিতায়—বঙ্গ প্রদেশের কথা আছে।

সূত্রযুগের আরও একটি কিম্বদন্তী আছে :—পাতুন

কিংবদন্তী

(মন্তেশ্বর থানা) গ্রামে পতঞ্জলীশ্বর নামক শিব মূর্ত্তি আছে। এই দেবের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি পতঞ্জলি মুনি। ইনি এই মুনিবর) নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া এই গ্রামে উপস্থিত হ'ন ও এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনা করেন।

*(প) কুব্জিকা তন্ত্রে পাওয়া যায় :—তন্ত্রযুগের একান্নটি পীঠস্থানের কয়েকটি পীঠ এই জেলায় আছে। যথা (১) উজানি (মঙ্গলকোট); (২) দক্ষিণডিহি-অট্টহাস (কেতুগ্রাম); (৩) বহুলা (কেতুগ্রাম); (৪) ক্ষীরগ্রাম (মঙ্গলকোট)।

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া পাতঞ্জল-দর্শন (পাতঞ্জল বা যোগ দর্শন) রচনা করেন। এখানে আজিও প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে মহোৎসব হয় ও মেলা বসে।

(ঙ) মহাকাব্যের যুগ (খৃঃ পূঃ ১৩-১১ শতক):—
মহাকাব্যের যুগ ইতিহাসে এই যুগের মানচিত্রে বঙ্গ প্রদেশ দেখা যায়।

রামায়ণ রামায়ণ গ্রন্থে রাজা 'ভগীরথ'—এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া আদি-গঙ্গার শাখা বা খাল আনয়ন করিয়া এই প্রদেশকে শস্যশ্যামলা করিয়াছেন। আজিও সেই নদীর খাল ভাগীরথী বা হুগলী নদী বলিয়া খ্যাত। এই নদীর উপকণ্ঠেই যত সমৃদ্ধিশালী নগর-বন্দর গঠিত। যথা—কাটোয়া, কালনা, অগ্রদ্বীপ, হাওড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর ইত্যাদি। সম্রাট রঘুর দিগ্‌বিজয়ে এই দেশের লোকের কথাও আছে (রঘুবংশ) *। এই যুগের আর একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাদেবী:—লঙ্কার রাজা রাবণের পাতাল-তল বাসী পুত্র মহীরাবণের পূজিতা কালী এবং দেবীর নাম ভদ্রকালী। রামরাবণের যুদ্ধে পিতৃভক্ত পুত্র মহীরাবণ রামলক্ষ্মণকে অপহৃত করে এবং পাতালে বন্দী করে। রামভক্ত হনুমান মহীরাবণকে বধ করিয়া রামলক্ষ্মণকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর ফিরিবার পথে ভক্ত হনুমান দেবীকে ক্ষীরগ্রামে রাখিয়া যা'ন। তদবধি দেবী 'যোগাদ্যা' নামেই পরিচিত হন।

* রঘুবংশং—চতুর্থঃ-সর্গ, ৩৫-৩৬ শ্লোক—

অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্ম সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥ ৩৫
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥ ৩৬

প্রবাদ উপবেদ (বিজ্ঞান চারিটি:—(১) আয়ুর্ব্বেদ, (২) ধনুর্ব্বেদ (৩ গন্ধর্ব্ব-বেদ, (৪ অর্থশাস্ত্র।

মহাভারত — এই জেলার আর একটি গ্রাম পাণ্ডবেশ্বর। কথিত আছে এই গ্রামের নিকট অজয় নদীর তীরে পাণ্ডবেরা 'অজ্ঞাত-বাস' কাল যাপন করেন। সেই সময়ে তাঁহারা ৫ পাঁচটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও শিব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। তৃতীয় পাণ্ডব পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। এই দেশে বিখ্যাত মোঙ্গলয়েড্ জাতি, আর্য্য, দ্রাবিড় ও নিষাদ বা অষ্ট্রিক জাতি বাস করিত। এই জন্য দেবাদিদেব শিব কিরাতবেশে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে দেখা দেন। (তুলনীয় — কিরাতার্জ্জুনীয়ম্-ভারবি)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাক্-জ্যোতিষ (আসাম), অঙ্গ, মগধ, (বিহার), বঙ্গ ইত্যাদির রাজারাও লিপ্ত ছিলেন। বঙ্গদেশ কৌরব দলভুক্ত ছিল। (XXI)

'পুরাণ' শাস্ত্রযুগ খৃঃ পূঃ ১০০-৭ শতক — মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্দ্ধমান অঞ্চলের উল্লেখ আছে। ভবিষ্য ব্রহ্মা খণ্ড একটি পুরাণ শ্রেণীর গ্রন্থে 'বর্দ্ধমান' মণ্ডলের কথা আছে।

— কথিত আছে জৈন ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর 'বর্দ্ধমান'

জৈন ধর্ম্ম — খৃঃ পূর্ব্ব ৬শতক — এই মণ্ডল বা ভুক্তিতে তপস্যা করেন। কাজেই এই প্রদেশের নাম বর্দ্ধমান — 'মহাবীর' স্মৃতি-কল্পে (অনুমিত হয়)। কিন্তু ইতিহাস তাহা সমর্থন করে না।

বরাকর নদী তীরস্থিত প্রাচীন প্রস্তরমন্দিরগুলি বর্দ্ধমানে জৈন-কীর্ত্তির ও মধ্যযুগের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন। জেলার অনেক স্থানেই জৈন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। জৈনদিগের প্রাচীন শাস্ত্র 'আচারাঙ্গ সূত্রে' (আয়রঙ্গ সুত্তে) রাঢ় ও সুহ্ম (প্রাকৃত সুব্ভ) দেশের আচরণের কথা আছে। *(1)

(XXI) 3000 — 2000 B. C. Kurukshetra War. The Kaurava cause was upheld by the forces of Eastern Bihar, Bengal and the Himalayas and the Punjab.

(V. A. Smith—H. I. P. 28)

*(1) Jainism — may be said to anticipate —

(ছ বৌদ্ধধর্ম্ম—(খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দ) ইহার প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব। ইনি হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজসন্তান। তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী। ইনি বিহার অঞ্চলে বুদ্ধগয়ার নিকট নৈরঞ্জনা নদীতীরে অধ্যাত্ম সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এই ধর্ম্মই 'Light of Asia' এশিয়া মহাদেশের আলো বলিয়া বিখ্যাত। **[2]

বর্ধমানে তন্ত্র সাধনার বহু কেন্দ্র আছে। ইহা বৈদিক তন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের সমবায়। তন্ত্র যুগপৎ পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ যুগের। কেহ কেহ বলেন—বশিষ্ঠ মুনি ইহা চীন দেশ

(তন্ত্র) হইতে শিক্ষা করিয়া আসেন। সেই জন্য এই

চৈনিকাচার সাধনার অন্য নাম 'চৈনিকাচার'। তন্ত্র দুই প্রকার [১] মহাযান' ও [২] হীনযান। মহাযানী তন্ত্র হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ধি। হীনযান তন্ত্র খাঁটি বৌদ্ধ, ইহা ও কালক্রমে কদাচার লিপ্ত হওয়ায় এ দেশে মাটিতে তাহার স্থান হয় নাই। মহাযানপন্থী বৌদ্ধরা হিন্দুদের পরবর্ত্তীযুগের 'মূর্ত্তিপূজা' ও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের 'ভক্তি বাদ' গ্রহণ করে। হিন্দুরাও ধর্ম্মকার্য্য ব্যতিরেকে 'অহিংসা' ও 'জীবে দয়া' মত গ্রহণ করে।

"Comte's Religion of humanity". Its essence— Ahinsa ; Jiva in objects in animate even). ......Smith H. I. P 52

**(2) Compare :—

While the original official Buddhism was a dry highly moralised philosophy—much resembling in its practical operation—the Stoic schools of Greece and Rome, the later emotional Buddhism approached closely to Christian doctrine in substance although not in name. In another direction it became almost indistinguishable from Hinduism.

(P. 55 H. India Smith)

বুদ্ধ উপাসকদের মন্ত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'; সংঘং শরণং গচ্ছামি ও ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।' সেই যুগে রাঢ়েও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হয়। এই কারণে রাঢ়ের গ্রামের অধিদেব ধর্ম্ম (ধর্ম্মরাজ বা ধর্ম্ম ঠাকুর); আর অধিদেবী তাঁহার সঙ্গিনী কোথাও কেতকী, আদ্যা, বাসুলী, রুঙ্কিনী, চণ্ডী বা ষষ্ঠিবুড়ি, মনসা, দিদি ঠাকরুণ, ওলাই চণ্ডী, নেকড়াই চণ্ডী নামে সর্ব্বত্র পূজা পাইতেছেন। বর্ধমানের 'সর্ব্বমঙ্গলা' দেবীও আদ্যা, ধর্ম্ম-ঠাকুরাণী। রামাই পণ্ডিতের 'ধর্ম্ম' ও হিন্দুর 'ধর্ম্মরাজ' মিলনে এই দেবী বর্ত্তুলাকার অর্থাৎ বৌদ্ধ-আদ্যা-দেবীর হিন্দু-সংস্করণ। এখন যে স্তূপগুলি পীরের দরগা বলিয়া পরিচিত হয় তাহাও মূলতঃ বৌদ্ধস্তূপ। রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতায় সেই "স্তূপ পদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।" * (১)

বর্ধমানে বৌদ্ধ প্রভাব

বৌদ্ধধর্ম্মের স্তূপ ছাড়া অন্য নিদর্শন যথা—দেউল বা শূন্য-গর্ভ মন্দির, ও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ 'চর্য্যাপদ' 'ধর্ম্মমঙ্গল' ও 'শূন্য পুরাণ' ইত্যাদি।

খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সুদূর প্রতিধ্বনি। (স্বামী বিবেকানন্দ)

"Cf:—I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child and christianity but a distant echo" (বিবেকানন্দ চরিত -সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার)

ভারতের ছয়টি বড়) দর্শন [১] সাংখ্য ২] যোগ বা পাতঞ্জল [৩] ন্যায় [৪] বৈশেষিক [৫] পূর্ব্ব মীমাংসা [৬] উত্তর মীমাংসা (বা বিশ্বজয়ী বেদান্ত)।

নতুন খবর:—ব্যাবিলন দেশের বিবাহ রীতি। বৌ-এর বাজার বসিত। সেখানে বরপক্ষ বৌ পছন্দসই কিনিয়া লইত। (২) সতীদাহ প্রথা—মধ্য এশিয়ায় প্রথম আরম্ভ, ভারতে নয়।

* (১) সে দিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্তশিখা
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে—
স্তূপ-পদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।
(সঞ্চয়িতা) ৩০৪ পৃঃ।

বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের আর্য্য ঋষিগণের প্রতীক মাত্র। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাকে অবতার রূপে গ্রহণ করে। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'সর্ব্বং অনাত্মং নির্ব্বাণং শান্তং' এই বুদ্ধের বাণী। * (২)

প্রাক্ গ্রীক আক্রমণ যুগের ভাস্কর্য্য

এই যুগের ভাস্কর্য্য বাসুদেব মূর্ত্তি ও কঙ্কালী মূর্ত্তি যথাক্রমে রায়না থানার শাঁখারী গ্রামে ও বর্ধমান থানার কাঞ্চননগরে পাওয়া গিয়াছে।

গ্রীক মেগাস্থিনিসের বিবরণ (খৃঃ পূঃ ৪-৩ শতক

গ্রীক সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রদূত পণ্ডিত মেগাস্থিনিস তাঁহার বিখ্যাত (Indica) ইণ্ডিকা গ্রন্থে বর্ধমানকে Portalis পোর্টালিস ও অধিবাসীদের গঙ্গা-রাঢ়ি বলেন ইহাতে তাহাদের বীরত্বের কথাও আছে।

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক যুগ-খৃঃ পূঃ ৪-৩ শতক

এই যুগের মানচিত্রে রাঢ়অঞ্চল ও তাম্রলিপ্ত (তমলুক) বন্দরের কথা আছে। চন্দ্রগুপ্তের (৩২২-২৯৮ খৃঃ পূঃ) রাজ্যগুলির তালিকায় বঙ্গদেশের নাম আছে। Chandragupta's empire Afganistan, Panjab, U. P. (Agra-Oudh), peninsula of Kattiawar in the far West. Probably they also contained Bengal. (V.A. Smith H. 1. P. 74)

সম্রাট অশোক (২৬৯ খৃঃ পূঃ)—তাঁহার একটি বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ মহীশূর প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে যে শিলালিপি আছে, তাহার কথা বলি।

সেই নীতি-উপদেশ আজিও সমস্ত মানবেরই পালনযোগ্য। উপদেশগুলি এই :—যথা

১। পিতামাতাকে ভক্তি করিবে।

---

* (২) ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে তথাগত বুদ্ধের জন্ম হয় ইহা হইতে বুদ্ধাব্দ গণনা করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষ (১৯৫৫ খৃঃ) ২৪৯৮ বুদ্ধাব্দ।

২। জীবে দয়া করিবে।

৩। সত্য কথা বলিবে।

৪। শিক্ষকদিগকে সম্মান করিবে।

৫। আত্মীয়স্বজনকে যথাবিহিত বরণ করিবে।

(এই উপদেশাবলী 'তৈত্তিরীয়' উপনিষদে শিক্ষাবল্লীতেও আছে)

খৃঃ পূঃ ২ শতকের মৃৎ-শিল্প

পোকরনা পলাশডাঙ্গায় (প্রাচীন বর্ধমান-অধুনা বাঁকুড়া জিলা। একটি বেলেমাটির (অনুমানিক ২ খৃঃ পূঃ শতকের) যক্ষিনী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার ভাস্কর্য্য প্রাচীন যুগের।

তমলুকে (প্রাচীন বর্ধমান-অধুনা মেদিনীপুর জিলা) বেলেমাটির (খৃঃ পূঃ ২ শতকের) একটি মানবের মুখাবয়ব ও পাওয়া গিয়াছে।

বিক্রমাদিত্য যুগ [খৃঃ পূঃ ১ম শতক]

খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দ হইতে সমগ্র ভারতে বিক্রমাব্দ প্রচলিত হয়। ইহাও বাংলাদেশে চলিত আছে। বর্ত্তমান বর্ষ ২০১১-১২ বিক্রমাব্দ।

রোমক মহাকবি ভার্জিল (খৃঃ পূঃ ১ম শতক) গাঙ্গ-রাঢ়দের অপূর্ব্ব বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

রোমক প্রাচীন গ্রন্থ

রোমক 'পেরিপ্লিস' বর্ধমান-ভুক্তির বাণিজ্য-সম্পদের কথায় বলেন যে গাঙ্গ বন্দর হইতে বহু দ্রব্য রোমে আমদানী হইত।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান শাস্ত্র চারিটি যথা—

১। আন্বীক্ষিকী দর্শন শাস্ত্র (সাংখ্যদর্শন, লোকদর্শন, লোকায়ত।)

২। ত্রয়ীবেদ (ঋক, যজুঃ, অথর্ব্ব।)

৩। বার্ত্তা (কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি কার্য্যকরী-যুক্তি-মূলক বিদ্যা)

৪। অর্থশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি।

কনিষ্কযুগ হইতে প্রচলিত শকাব্দা (খৃঃ অব্দ ৭৮) আজিও বর্ত্তমান। তাঁহার মুদ্রা বাংলা দেশে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বর্ষ ১৮৭৭ শকাব্দ। প্রায়ই এই অব্দ জাতকের জন্মকোষ্টিতে লিখিত হয়।

কনিষ্ক যুগ
খৃঃ অব্দ
১ম শতক

সমুদ্রগুপ্ত যুগে সুহ্ম দেশের কথা আছে। এই সুহ্মই রাঢ়-অঞ্চল। সেই যুগে একটি রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল পুস্করণ (অধুনা পোখরণা, বাঁকুড়া জিলা)। বর্ধমান জিলা, থানা জামালপুর, মশাগ্রামের নিকট সমুদ্রগুপ্তের পিতা চন্দ্রগুপ্তের অতি দুর্লভ রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়।

সমুদ্রগুপ্ত যুগ
খৃঃ অব্দ
৪র্থ শতক

বিক্রমাদিত্য (৩৭৯—৪১৪ খৃঃ) বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজার সভাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে রঘুর বঙ্গবিজয় উল্লেখ আছে।

খৃঃ অব্দ
৪—৫ শতক

পণ্ডিত ফা-হিয়ান [চীনা পর্য্যটক] ৪১৩ খৃঃ অব্দে তমলুকে কিছুদিন থাকেন ও তাঁহার সুবিখ্যাত বিবরণী লেখেন। ইহাতে ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম চলিত ছিল জানা যায়। বর্দ্ধমান বিভাগের তাম্রলিপ্ত [তমলুক] বন্দর হইতে চীন, যবদ্বীপ ইত্যাদি দেশে বাণিজ্যপোত-শ্রেণী যাত্রা করিত।

চীনা পর্য্যটক-
(ফা-হিয়ান)
৪১৩ খৃঃ
বিবরণী :—

এই যুগে প্রথম বাঙ্গালী সম্রাট শশাঙ্ক গুপ্ত। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণ-সুবর্ণ (অধুনা বর্দ্ধমানের উপকণ্ঠবর্ত্তী কাঞ্চননগর)।

গুপ্ত যুগ
খৃঃ ৬-৭ শতক

বৌদ্ধধর্ম্ম (মিশন) সংঘ :—

ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশ, লঙ্কাদ্বীপ ও সুবর্ণ ভূমিতে (ব্রহ্মদেশে) বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণ (মিশনারী) ধর্ম্মামৃত পরিবেশন করিত।

চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং ৭ম শতক

পণ্ডিত হিউয়েন সাং চীন দেশীয় পর্য্যটক (৭ম শতক) ভারত সম্রাট শ্রীহর্ষবর্ধনের রাজত্ব কালে তাম্রলিপ্ত নগরে তাঁহার বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। **

পাল ও সেন রাজত্ব খৃঃ ১০-১২ শতক বৌদ্ধ প্রভাব ও শাস্ত্র

এই যুগে বর্দ্ধমান ভুক্তিতে বৌদ্ধ প্রভাবের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ'; 'চর্য্যাপদ' কর্ত্তা কাহ্নপাদ ও লুইপাদের সাধন-গাঁথা। লুইপাদ ও কাহ্নপাদ সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। কথায় বলে—'কানু বিনে গীত নাই'— এই কানুই কাহ্নপাদ আদি বাংলাভাষার কবি।

বৌদ্ধ ভিক্ষু অতীশ

এই যুগের উত্তর বঙ্গে পাল রাজত্ব কালে বিক্রমশিলা মঠ হইতে অতীশ (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) বাঙ্গালী ভিক্ষু তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। এই যুগে বেদ চর্চ্চার প্রমাণ ও পাওয়া যায়। দেব পালের যুগে

বেদচর্চ্চা

নারায়ণ পণ্ডিত 'ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট প্রকাশ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ। ইনি উত্তর-রাঢ় বাসী।

পণ্ডিত ভট্টভব দেব (Bhubaneshwar Inscription of Bhatta Bhava Dev) পশ্চিম রাঢ়ের আউসগ্রাম থানার গুস্করা ষ্টেশনের নিকট সিদ্ধল (সোঁধার্ল) গ্রামের অধিবাসী।

ভরত-রত্ন পণ্ডিত ভট্টভবদেব

ইনি হরিবর্ম্মাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। সমগ্র সাম বেদ ও নানাবিধ শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। 'মীমাংসা দর্শন' বিষয়ে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ আছে।

** Sri Harsha 606-47 A. D. Harsha's subjugation of greater part of Bengal completed in 642 A. D.

(V. A. Smith H. I.)

কাগজের টাকার প্রথম চলন চীনদেশে (ইউরোপে নয়)। ভারতের প্রচলন হয়—প্রথম খেয়ালী সুলতান মহম্মদ (বিন্) তুঘলকের রাজত্বে। (১৪ শতক—তথ্য)

যথা—'কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি' ও 'প্রায়শ্চিত্ত বিবেক'—। ইঁনি একাধারে যোদ্ধা ও দিগ্ বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে ইঁনিই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনেন। এই কারণে তিনি রাঢ় বঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের রত্ন।

তাম্র শাসন ও প্রাচীন গ্রন্থ — গঙ্গা ভোজ বর্ম্মার বেলার তাম্র শাসন (Inscriptions of Bengal) ইহাতে রাঢ় নিবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ—রাম দেব শর্ম্মার উল্লেখ আছে। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' (খৃঃ অঃ ১০-১২ শতকে রচিত) একটি ভৌগলিক গ্রন্থ। ইহাতে 'বর্ধমান দেশ' বলিয়া রাঢ়ের বর্ণনা আছে।

ভাস্কার্য্য ১১ শতকের খৃঃ — কাটোয়ার প্রাপ্ত ঋষভ-নাথের একটি শৈল-মুর্ত্তি এই যুগের চারুকলা-নিদর্শন।

সেন যুগ (১১৫৮-৭০ খৃঃ) — বল্লাল সেন (১১৫৮-৭০ খৃঃ অঃ) ও লক্ষ্মণ সেন রাজাদের রাজত্বকাল। বল্লালসেন সমগ্র বঙ্গ দেশকে পূর্ব্ববঙ্গ, (২) বগরী (৩) বারেন্দ্র ও (৪) রাঢ় এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার যুগ হইতেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার যুগে এদেশে বেদ বিদ্যাচর্চ্চার মর্য্যাদা দেওয়া হইত।

লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব' গ্রন্থ রচনা করেন। রাঢ়ীদের বেদ পাঠের পরিচয় আছে। প্রাক্-তুর্কী

কবি জয়দেব — যুগে বাংলা দেশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের (১২০৫ খৃঃ মৃত্যু) সভাপতি ছিলেন সাধক কবি জয়দেব। নিবাস কেন্দু-বিল্ব গ্রামে (প্রাচীন বর্ধমান, অধুনা বীরভূম; অজয়তীর)। তাঁহার অমর শ্লোক—

স্মর-গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লব মুদারম্।

জলদস্যু পর্তুগীজরা 'গোয়া' দখল করে ১৫১০ খৃঃ অব্দে। তখন ভারতের সম্রাট (বাদশাহ) ছিল শাহজাহান। (তথ্য)

অমর গীতি কাব্য "গীত গোবিন্দ" ** (সংস্কৃত রচনা)। 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থে সেন রাজার কথা আছে।

তুর্কী-যুগ (১৩ শতক খৃঃ)

এই যুগে বক্তিয়ার খিল্‌জি ১২০২ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। তুর্কী আক্রমণে অনেক প্রাচীন দেউল, দেহারা, গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত হয়।

রাইগ্রাম, কাইগ্রাম (মন্তেশ্বর থানা।)

তন্মধ্যে মন্তেশ্বর থানা ভুক্ত সাতসৈকা পরগণায় 'রাইগাঁ' একটি বিধ্বস্ত গ্রাম। এখানে 'আদি বরাহ' বিষ্ণু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই ধ্বংস-কণিকা লইয়াই 'কাইগাঁ'তে নব বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

তাম্র পট্ট লিপি ১৩ শতক

তাম্র লিপি—১) গলসী থানার মল্ল-সারুল গ্রাম-অঞ্চলে তাম্র (পট্ট লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে বৌদ্ধ-দেব 'ধর্ম্ম-ঠাকুর' ও আর একটি দেবতা 'বাঁকুড়া রায়' এর বন্দনা আছে। ইহা হইতেই —বাঁকুড়া জেলার নাম করণ হইয়াছে।

মল্ল সারুল (গলসী থানা।)

"বাঁকুড়া" জিলা নামের ইতিহাস

(২) কেতুগ্রাম থানা—নৈহাটি ঝামটপুরে বল্লাল সেন প্রদত্ত 'ভূমিদান পত্র' পাওয়া গিয়াছে।

প্রস্তর-লিপি] ১৫—১৬ (খৃঃ শতক) মঙ্গলকোট (থানা মঙ্গলকোট)

প্রস্তরলিপি :—

থানা মঙ্গলকোট—মঙ্গলকোট গ্রামে হুসেন শাহ (১৪৯৩—১৫১৮ খৃঃ) বাংলার সুলতান নির্ম্মিত মসজিদের দেওয়ালে গাঁথা

** এই মহাবাক্যে সমগ্র মানব জাতি শ্রীরাধা ও মহামানব-মন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া কামরূপ কামনার জগত শ্রীরাধার নিকট শান্তি কামনা করিতেছেন। কবি চণ্ডীদাসও এই সুরে বীণা বাঁধিয়া বলেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

পাঠান যুগে বাংলা দেশ স্বাধীন ছিল। ভারত সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। স্বাধীন ছিল ২৩৬ বৎসর ১৩৩৮ খৃঃ হইতে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। (তথ্য)

একটি প্রস্তরলিপি আছে। ইহাতে নৃপতি চন্দ্র সেনের উল্লেখ আছে।

এই যুগে পাঠান রাজা দাউদ খাঁ বাংলায় স্বাধীন নরপতি ছিলেন। ষোড়শ শতকের ২য়-৩য় দশক হইতে পাঠান যুগ

মোঘল-যুগ।

শেষ ও মোঘল যুগ আরম্ভ। এই যুগের প্রাচীন পুঁথি 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থ (বাংলা) ভক্ত কবি মালাধর বসু বিরচিত। ইঁহার নিবাস কুলীনগ্রাম জামালপুর থানা। ইঁহাকে শ্রীচৈতন্য দেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃঃ) গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। মহাপ্রভু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, কিন্তু রাঢ় দেশের রাঙা মাটিতে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা বৈদিক

১৬ শতক
শ্রীচৈতন্যদেব।

দিনের ঐকান্তিক ধর্ম্ম বা ব্যাস দেবের ভাগবৎ ধর্ম্ম প্রসূত নব্য ধর্ম্ম। সেই কারণে মহাপ্রভু জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে গলদশ্রুলোচন হইতেন। এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ঔপনিষদিক সূক্তি—"সঃ বৈ নৈব রেমে; সঃ দ্বিতীয মৈচ্ছৎ"—। তাই কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"দর্পণাদ্যে হেরি যদি আপন মাধুরী।—
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি॥"

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও আছেঃ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং ইহারই প্রতিধ্বনি পাই বৈষ্ণব কবিতায়ঃ—

নয়ন মুদিয়া থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি,
নয়ন মেলিয়া হেরি শ্যামে।

কাজেই বৌদ্ধ সহজিয়াবাদ হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম-জাত; একথা বলা ঠিক হয় না। তবে পরবর্ত্তী যুগে বৌদ্ধ ভাব সংমিশ্রণ হয় নাই তাহা নয়। কিছু বৌদ্ধ প্রভাব পড়িয়াছে বৈকি।

শ্রীচৈতন্য সহচর কবি গোবিন্দ দাস পীঠ স্মৃতি। (কাঞ্চনমগর

বর্দ্ধমান মহারাজার প্রতিষ্ঠিত ১০৮ শিব মন্দির।

মঙ্গল কাব্য ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম।

এই যুগের 'মনসা-মঙ্গল' ও 'চণ্ডী-মঙ্গল' কাব্য বাংলা সাহিত্যের অমর অবদান। 'মনসা-মঙ্গল' গান মন্দিরা সংযোগে আজিও পল্লীগ্রামের মনসা তলায় শোনা যায়। এই 'বেহুলা গাঁথা' উত্তর প্রদেশেও প্রচলিত। 'মঙ্গল' সাহিত্যের বিখ্যাত কবি, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। তাঁহার 'চণ্ডী-মঙ্গল' কাব্য বা মহাকাব্য একাধারে সাহিত্য ও ইতিহাস। কবির গুজরাট নগর বর্ণনায় নগর বিজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

নব্য-ন্যায় প্রবর্ত্তক রঘুনাথ শিরোমণি ভারত রত্ন।

'ন্যায়ের বিধান দিল শিরোমণি'—ইনিই আমাদের ভারত-রত্ন রঘুনাথ শিরোমণি নব্য-ন্যায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি প্রাচীন আউশগ্রাম থানা কোটা-মানকর গ্রামের অধিবাসী। ইনি বিখ্যাত চৈতন্য দেবের সহধ্যায়ী

শ্রীচৈতন্য সাহিত্য ও কাটোয়া।

শ্রীচৈতন্য দেবকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্ত্তী যুগে বিশাল-বিপুল সাহিত্য বটবৃক্ষের ন্যায় চাড়াইয়া উঠে। এই শ্রীচৈতন্য দেব কাটোয়া বন্দরে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষা লন।

ইঁহারই বিখ্যাত শিষ্যবৃন্দ রূপ-সনাতন, অদ্বৈত, প্রভু নিত্যানন্দ, মুরারি গুপ্ত, রায় রামানন্দ ইত্যাদি। তাঁহারা চৈতন্য দেব প্রবর্ত্তিত নব্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্য ভারতের বহু অঞ্চল পরিক্রমা-পর্য্যটন করেন। তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। তাঁহার ধর্ম্মের সার—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ"।—এই যুগেই দক্ষিণাপথে বল্লভাচার্য্য,—মহারাষ্ট্রে গুরু একনায়ক, (চর্ম্মকার) রুইদাস ও পাঞ্জাবে 'উদাসী সম্প্রদায়ের' প্রবর্ত্তক শ্রীচাঁদ প্রভৃতি সাধু-সন্তগণ নতুন ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

চিতোরের রাণী ভক্ত মীরা-বাঈ পরম বৈষ্ণবী।

এই সঙ্গে চিতোরের রাণী মীরা-বাঈ দেবী পরমা বৈষ্ণবী বৈরাগিণীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার প্রসিদ্ধ বাণী 'বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা'।

শ্রীচৈতন্য দেবের কীর্ত্তি। বৃন্দাবন নগর প্রতিষ্ঠা।

শ্রীচৈতন্য দেবের প্রয়াসে কৃষ্ণপ্রাণা বৃন্দা দূতী বন-আশ্রম 'বৃন্দাবন' আবিষ্কৃত হয় ও তীর্থে পরিণত হয়। মহাকবি চণ্ডীদাসের বাণী 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" এই বাণী-কেই ভিত্তি করিয়াই বাংলার ব্রাহ্ম-কবি (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) গাহিলেন "মানুষ-মানুষে নাহিক তফাৎ, নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।" শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ধর্ম প্রচারক কবীর, নানক ও রামানন্দ হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার সাধন করেন। ইহার (শ্রীচৈতন্য দেবের) মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে প্রধান শিষ্য —যবন হরিদাস। এই নব-ধর্ম্মের স্রোত হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা লইতে বাধা দেয়। হিন্দুস্থানের ভজনের পাশে বর্দ্ধমানের রসকীর্ত্তন। চির প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনের আদি উৎস মনোহরসাহি পরগণা (আউশগ্রাম—মঙ্গলকোট থানা) ও রাণীহাটি (রেনেটি)—কালনা থানা) পরগণা।

১৭ শতক (খৃঃ) স্বাধীন রাজ্য বর্দ্ধমান। রাজা বীর হাম্বীর

এই যুগে বারভুঁইয়াদের মধ্যে একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন—প্রাচীন বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে। তাঁহার নাম 'বীর হাম্বীর'।

কবি কাশীরাম দাস।

কাটোয়ার সিঙ্গিগ্রামের সংস্কৃত মহাভারত বাংলাভাষার ত্রিপদী ছন্দে অনুবাদ করিয়া সারা বাংলা—তথা ভু-ভারতকে শুনাইলেন :

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"

তিনি এই বক্তৃতায় জগৎকে শিক্ষা দিলেন—"যতোধর্ম স্ততো জয়ঃ।"

১৮ শতক খৃঃ
মোগল ইংরাজ যুগ
মোগল যুগের শেষ
কবি রায় গুণাকর
ভারতচন্দ্র।

১৮ শতক মোঘল যুগের শেষ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (খৃঃ ১৭১২—৬০)। ইনি প্রাচীন বর্দ্ধমানের ভুরসুট পরগণা—পেঁড়োগ্রাম নিবাসী। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ "অন্নদা-মঙ্গল"। যে কবি প্রশস্তিটি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনী সাহিত্য সভায় (বর্দ্ধমান গোলাপবাগে—১২ই এপ্রিল ইং ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত) বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়—তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া কবিকে বন্দনা করি।

কবি প্রশস্তি

প্রণামি ভাস্কর কবি রায় গুণাকর।
নশ্বর দোসর নহ রসের সাগর॥
ধাতু পরশনে দ্যুতি আভার বিভাস,
কবি কুঞ্জে সাধো বীণ 'মঙ্গল বিকাশ'।
শবদে শবদে বিরা দিয়া কবিবর,
নব ভাব ফুলশয্যা নাগরী নাগর।
মানসীর মসীচিত্রে মালিনী রসাল,
নানা কলা-ছলা ভাষা যবনী মিশাল॥
যে বলে সে বলে; কবি! কাহিনী 'সুন্দর'
'মঙ্গল' রচনা-দীপ ভাতিবে অন্দর।
রাজার প্রাসাদ হতে কুটীর ছাউনি,
পেয়েছে সমান দাম স্নেহের চাউনি।
আমরা কামনা করি, ধর স্বপ্ন গান,
কলপ-পাদপ তলে জুড়াও পরাণ॥

হায়, পিটারসন!—"কি ভুল তোরে ধরেছিল হতভাগিনী" গ্রাক আক্রমণের বহু পূর্ব্বে বর্দ্ধমান ছিল এবং বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর লোক ছাড়া বহু বরণীয় মনীষি এখানে ছিলেন ও আছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বর্ত্তমানের ইতিহাস

স্বদেশী বা বন্দেমাতরম্ আন্দোলন

The ignoring of history had evil consequences, which pursues us still.—It produced a vagueness of outlook, a divorce from life as it is, a credulity—wooliness of the mind—when fact was concerned......

When we are politically and economically free, will the mind function normally and critically. (D.I. Neheru P, 78)

রাষ্ট্রগুরু ও কর্ণধার মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ সমগ্র কংগ্রেস-সভ্যগণ ৯ই আগষ্ট ১৯৪২ হইতে ২৮ মার্চ্চ ১৯৭৫ পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজার রাজবন্দী ছিলেন। শ্রীনেহেরু (বর্ত্তমানে কংগ্রেস সভাপতি ও সেই সময়ে আহম্মদ নগর দুর্গে বন্দী ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি বন্দিনী ভারত-মাতার মুক্তি চিন্তা বা সাধনায় মগ্ন থাকেন ও তাহারই ফলে কতকগুলি সারগর্ভ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচিত হয় তাহার নাম "ভারতবর্ষের আবিষ্কার"—'Discovery of India' (April to September 1944) প্রথম প্রকাশ ২রা মার্চ্চ ১৯৪৭।

একস্থানে তিনি লেখেন—'To some extent I came to her (India) via West and looked at her as a friendly Westerner might have done'.

(D.I. P. 31)

স্বদেশী গান—

যায় যাবে জীবন চলে।
দেশের কাজে, দশের মাঝে
'বন্দে-মাতরম্' বলে॥
বেত মেরে কি মা ভুলাবি
আমরা কি মার সেই ছেলে।

অন্যত্র—I fear as there is, too much of a volcano—within me, for real detachment...... Some times I would steal an hour or two and forgetting my usual pre-occupations retire into that cloistered chamber of my mind—and live for a while another life. And so in a way these two lives marched together, inseperably tied up with one another and yet apart.

[D. I. P. 47]

ইতিহাস! ইতিহাস না জানা ত বাংলা দেশের একটি সংক্রামক রোগ। কারণ ইংরাজ শিক্ষকেরা—আমাদিগকে ইহা অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দিয়াছে, ও 'নবেলে'র উপাসনা করিতে বলিয়াছে। পণ্ডিত জহরলালও স্বীকার করেন যে তিনি ত বিদেশী বন্ধুর চক্ষে ভারতকে দেখিতেন ও ভারতে আসেন বিলাত হইয়া। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি—তাঁহার 'দুইটি-জীবন' (two lives) বিষয়ে। একটি সাংসারিক ও আর একটি আধ্যাত্মিক জীবন। এই শেষেরটিই সাধনার জীবন। *এই জন্যই পণ্ডিচেরীর মুখর আশ্রমের ঋষির ন্যায় আহ্মদনগর দুর্গের মৌন আশ্রমের এই যোগীর নিবন্ধ যুক্তিধারা আমাকে আকৃষ্ট করে।

এই সমস্ত ভারত-গৌরব ঋষিযোগীদের চরণে শতকোটি প্রণাম করিয়া সাধ্যমত সংবাদ পরিবেশনের—এই অক্ষম প্রয়াস।

অনেকেই মনে করিবেন—'বর্দ্ধমানের ইতিহাস' শুধু জেলার ভিতরেই বদ্ধ থাকিবে—কিন্তু সে ধারণা করা ঠিক হইবে না

বাংলায়—দুটি ইতিহাস বিখ্যাত :—

(১) সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত।

(২) পলাশীর যুদ্ধ—অক্ষয়কুমার মৈত্র।

*মোর কিছু ধন আছে সংসারে

কারণ স্বামীজীর কথা মনে করিয়া বলি—আমি ভারতবাসী—প্রথমে, তাহার পরে আমি রাঢ় বাংলার অধিবাসী ও তাহার পর আমি বর্দ্ধমান বাসী ও সর্ব্বশেষে আমি বিশ্ববাসী। এই ভারতের সহিত বর্দ্ধমানের সম্বন্ধ মায়ের সঙ্গে সন্তানের টান, নাড়ীর টান, প্রাণের টান, মনের টান। কিসের নয় তাহা ঠিক করিতে পারি না। বন্দে মাতরম্। জয়হিন্দ্।

একদিন ছিল—স্বদেশীর কথা বলিলে ব্রিটিশ চরেরা (যদিও তাহারা ভারতীয় ছিল) স্বদেশীদের ধরিয়া জেল দিত, বেত মারিত, কোথাও বা বিনা বিচারে আটক রাখিত, কোথাও বা গুলি চালাইত,—কি না করিত! সে অত্যাচারের কথা মুখে বলা যায় না। তবুও—

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনা হীন।
পঞ্চ নদীর ঘেরি দশতীর
এসেছে সে একদিন॥"

এইরূপে দিনের পর দিন স্বদেশী আন্দোলনের বান ডাকিত। দেশী সংবাদপত্রে এই তরঙ্গ সাদাপাতায় কালির আখর যেন শিবের বুকে নৃত্যকালীর নৃত্যের মত মাতৃসাধক-

---

* মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
(প্রচ্ছন্ন—উৎসর্গ) রবি কবি।

Sri Aurobindo's Message to Philosophy :—
—O Philosopher :—
Make thy daily life
a pilgrimage.
(Advent—Aug. 1954—P 35)

সন্তানদের নতুন প্রাণ আনিয়া দিত। কবির কথায়—

'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ, করি দিবে দান,
তারই লাগি তাড়াতাড়ি।'

*[সঞ্চয়িতা P. 322]

আর ইংরাজরা চীৎকার করিয়া বলিত "এরা যে রক্ত বীজের ঝাড়—থামে না যে; আবার আসছে, দলে দলে আসছে।"

Still they come! In prisons the political prisoner has been subjected to horrible treatment, one committed suicide and another lost his senses in the Andamans. Many a tale of misery and wretchedness, of torture and of insult comes from the prisons in India but still the movement is far from being crushed.

(Young India—L. Rai P. 163)

দলে দলে, কাতারে কাতারে লোক যোগ দিল—জেল ভরিয়া গেল, জেলে অমানুষিক বর্ব্বরতা ও অকথ্য অত্যাচার সভ্য ইংরাজরাজ চালাইল। রাজনীতির গতির মোড় তবুও ফিরিল না। ইংরাজ বিপদ গণিল ও বে-আইনী আইনের সুর চড়াইল।

The spiritual note of the present Nationalist movement in India is entierly derived from this Vedantic thought.

(P. 203, Y. I.-L. R.)

Sri Aurobindo :— (Mind, Higher mind, Illumined mind, Over mind, Super mind —)

বৈদান্তিক ভাবধারাতে রাজনীতি ভিৎ গাড়িল। দয়ানন্দ সরস্বতী ও স্বামীজীর বৈদিক ও বৈদান্তিক জয়ধ্বজা আবার উড়িল।

অন্যত্র :—

To these two classes, the Mother-worshippers and the Vedantists belonged the great bulk of the Bengal Nationalists. They were neither 'Nihlists' nor 'Anarchists. They were patriots whe had raised their patriotism to the pitch of a religion. (Y, I. L, Rai P, 204]

বাংলার স্বদেশীদলের মতে ধর্ম্ম ও রাজনীতি অভিন্ন হইল ও স্বদেশী ব্রত হইল। মন্ত্র হইল—বন্দেমাতরম্।

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি
করে পরিহাস অট্টহাস্যরবে।
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের
নিস্ফল প্রয়াস এই জানে সবে॥

বিদেশী স্মিথ (ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী) ১৯১৮—১৯ খৃঃ অব্দে প্রচার করিল ইহা (স্বদেশী আন্দোলন) তস্করের নিস্ফল প্রয়াস।

If you earnestly say to the Divine — "I want only thee, the divine will arrange the circumtances in such a way that you are compelled to be sincere." Mother

(Quoted in Advent—Aug 1955)

Cf রবীন্দ্রনাথ :— চাই গো আমি তোমারে চাই।
তোমায় আমি চাই।
রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে
আলোর প্রার্থনাই॥
তেমনি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
'গীতাঞ্জলি।'

Anarchist conspiracy (H. 1. 780—V. A Smith)

The termination in August 1905 of the Russo-Japanese war in favour of Japan produced a wave of intense excitement throughout Asia. The significance of defeat of an apparently mighty European Empire by a small Asiatic state could not be mistaken and India did not fail to note it.

The outbreak of atrocious political crime which marked Lord Minto's term of office and was at its height in 1909 undoubtedly was stimulated by the meditations of dis-contented young men upon the Japanese success. The agitation concerning the Universities Act 1904, the partition of Bengal 1905, and other local grievances arising out of administrative measures became merged in dangerous revolutionary and anarchist conspiracy diverted in India from Bengal and Poona and supported by foreign organizations in Europe and America. That conspiracy which could not be regarded as extinct in 1918 was partially countered in 1910.

বিদেশীরা ইহাকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেয়।

স্বদেশী (স্বরাজ) আন্দোলনের গোঁড়ার কথা 'আশা রঙ্গিং কোগতাঃ ।'

কোন (নেটিভ) কবি [দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন কারণ পূর্ব্ব রাজপুরুষ ইংরাজ তাঁহাদের স্নেহের প্রদীপ জ্বালিয়া ছবিরাজা মহারাজা রায়—বাহাদুরের দেশবাসীকে

'নেটিভ' বলিয়া আদর করিতেন ও এই দেশীয় ভাষাকে (Vernacular = Language of the slaves.) ক্রীতদাসের ভাষা বলিতেন।] উদাসীন সুরে গাহিতেন—

বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে
ধর্মে মহান হবে
কর্ম্মে মহান হবে।
নব দিনমণি উদিবে আবার,
পূরাতন এ পূরবে ॥
(কবি-অতুল প্রসাদ সেন) *১

স্মরণ রাখিবেন আজি (১৫ই আগষ্ট ১৯৫৪) শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত (ভারতবর্ষ) জগৎ সভায় সভাপতি (President United Nations General Assembly)।

ধন্য সাধক ও কবি "আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্" (*২) ধন্য তোমার ধ্যান দৃষ্টি! তোমাকে প্রণাম করি। শ্রীগীতার শ্রীঅর্জ্জুনের মন্ত্রে (কথায়) প্রণাম করি 'নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতস্থে'

---

*১ অরবিন্দ ও বাণী দেন ১৯৫৪ খৃঃ অব্দে—

India if it chooses, can guide the world.

(P. 220 Young India — [Rai]

University wrangling does far harm than good even to the successful. F. A. Wards P. 104 Applied sociology

*(২ : see 8105 সাহিত্যের স্বরূপ (শশী ভূষণ দাসগুপ্ত)।

*(২) 'কবি-নৃ-চক্ষা অভিবীমচষ্ট' (ঋকৃবেদ) সূর্য্যদেব যেমন আকাশে অবস্থান করিয়া বিশ্ব সৃষ্টিকে দর্শন করেন; কবিকেও তেমনই এই সংসারের ঘুর্ণিপাক হইতে আত্মস্বরূপে একটু উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিতে হয়।

—শত কোটি বার প্রণাম করি আজ সত্যই, তোমার কথা, তোমার বাণী—দৈববাণী।

শুনিতাম হিমালয়ে ও অনেক সন্ন্যাসী সাধক ও সাধুসন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তপস্যা করিতেছেন। স্বামী সত্যানন্দ যেদিন ঋষিকবি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনীর আলেখ্য পটে দেখা দিল ও সমগ্র বঙ্গতথা ভারতকে সন্ন্যাসী মন্ত্রে দীক্ষা দিল সেদিন নয়া ঋকের মন্ত্র হইল 'বন্দেমাতরম্'। আর দেশে দেশে নগরে নগরে, সাগরে সাগরে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গিরিতে গিরিতে, গুহায় গুহায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, সেই মন্ত্রঝঙ্কার সুররবি রশ্মির ন্যায় বিকীরিত, মুখরিত বিচ্ছুরিত উদ্ভাসিত প্রকাশিত হইল। ভারত ঘুমন্ত সিংহ লম্ফ দিয়া জাগ্রত হইল। ধর্মযুদ্ধে আহ্বান করিল; দলে দলে সন্তানদলের মত প্রাণ দিল। আবার বল সেই মন্ত্র 'বন্দে-মাতরম্'—আমিও বলি বন্দেমাতরম্। ঋষি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' সেই অমরকামনা 'ভবাণী মন্দিরে' 'মা আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না।' সে দিন মা শুনিতে পান নাই, পরে মা শুনিয়াছেন—কাতর কণ্ঠের আকুতি। দিক আলো হইয়াছে, মায়ের মুখের হাসিতে, দেশমাতৃকাকে প্রণাম করি ও বলি!

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

আনন্দমঠের সত্যানন্দকে যুদ্ধশেষে এক মহাপুরুষ আসিয়া হিমাচলে লইয়া গেলেন; যে হিমাচল "অভীঃ" মন্ত্র সাধনার কেন্দ্রস্থান। সেই সন্ন্যাসীসঙ্ঘের গঙ্গোত্রী উৎস কোথা হইতে ঝর্ণা ধারায় নামিতেছে তাহা জানিবার সাধ হয় না কি?

হয় বৈ কি। মানবমনের কৌতুহলীবৃত্তি 'অঘটন ঘটন-পটিয়সী'।

"চল দেবি কন্নানে খোল গুহা দ্বার
দেখাও নয়ন ভরি পথ সাধনার ॥"

রামায়ণ-মহাভারতের দেশ এই ভারতভূমি বেদব্যাস বশিষ্ঠ মুনিরা রাজমন্ত্রী ; রাজত্ব ও রাজার উপরে স্থান ধর্ম ও সন্ন্যাসী সন্তদের। ভারতের প্রাণ ধর্ম। স্বামীজী বলেন "মার আর ধর, পথের ভিখারী কর ক্ষতি নাই, তবে ধর্মে হাত দিয়েছ ত নিস্তার নাই।"

গীতার উক্তি ও আছে "স্বধর্মে নিধনো শ্রেয়ঃ—পরধর্মো ভয়াবহঃ। রাজার উপরে ধর্ম, ইহা সনাতন রীতি" রাজাকে মান্য করিবে, ইহা সত্য ; কিন্তু অন্যথা আচরণে—তাহাকে দূর করিয়া দিবে ইহাও সত্য।

"In spite of the sanctity and prestige attaching to the sovereign, it was laid down that the obedience ceased to be binding, if the king ceased to be faithful executioner of the Dharma. (P. 372-3 Foundations of Indian Culture—Sri Aurobindo, see-Advent Aug. 54)

গীতায় আছে—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তুবঃ
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আমাদের (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মীদের) চতুরাশ্রমীদের অন্যতম—আশ্রমবাসী। —ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ যেমন আশ্রম, এ ও সেই রকম। এই সন্ন্যাস আশ্রমও হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গত। আমাদের ইংরাজী কায়দায় শিক্ষা ও রুচি প্রভাবে আমরা এই সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা উপহাস করিতে শিখিয়াছি। ইংরাজী ইতিহাসের পাঠকগণ "ক্রুসেডার"

(দস্যু সর্দ্দার) ক্লাইবের মৃত্যু হয় আত্মহত্যায়। (১৭৭৪ খৃঃ)

কথাটির সহিত পরিচিত আছেন। মুসলমানী শিক্ষায় জেহাদ কথাটিও পাইয়াছেন। তবে এই সনাতন ধর্ম্মের অহিংসা-ব্রতী 'মুক্তি-সাধকদের' থাকার অসঙ্গতি কেন থাকিবে বুঝি না। ইংরাজী শিক্ষায় ভাল আছে, ভাল বিচার করিয়া লও—কিন্তু মন্দ নাই এ কথা কে বলিল? একজন রায়-সাহেব (নেটিভ) ইংরাজী শিক্ষায় দৃপ্ত হইয়া বই লিখিলেন "Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal" (*N) কালস্য কুটিলা গতি'।

(N) The Sannyasis—(Quoted from Hasting's letter —March 9—1773—V. A. Smith's History P. 515-6) The history of this people is curious. They inhabit or rather possess the country lying south of the hills of Tibet from Kabul to China. They go mostly naked. They have neither towers,—houses nor families—but move continually from place to place,—recruiting their numbers with the healthiest children they can steal from countries through which they pass. * Thus they are the stoutest and most active men in India. Many are merchants. They are all pilgrims,—and held, by all classes of Gentoos (Hindus), in great veneration. This situation prevents our obtaining any intelligence of their motions or aid from the country against them, notwithstanding very rigid orders which have been published for these purposes, in so much as they appear in the heart of the province as if they dropped from heaven. They are hardy, bold, and enthusiasting to a degree surprising credit, such are the gipsies of Hindostan.

(also see Imperial Gazette of India 1907 - Vol—IV—Ch VIII.)

* সাধু হেষ্টিংসের মতে হিন্দুস্থানে সন্ন্যাসীরা 'ছেলেধরা' ও হিন্দু

কালের রহস্যময় গতি। মনে মনে রাগ রাঙা হইল; আবার ভাবিলাম রাগ অন্যায়, রাগ অধর্ম্ম। শিবাজীকে দস্যু বলিয়া যে ইতিহাস প্রচলিত আছে *.P) তাহা যখন ছেলেবেলায় শিখিলাম—ও বড়বেলায় ভুলিলাম, তখন ইহা জানিতে দোষ কি। 'যাবৎ বাঁচি—তাবৎ শিখি' কথাতেই আছে। কুরুচির পাশে সুরুচি, দীপের তলদেশেই ছায়া, এই বস্তু ও ছায়া নিয়েই ত জগৎ।

"ঔষধার্থে সুরাপানং— স্বাধীনতার বীজ কোথায়?—ধর্ম্ম আন্দোলন ও যে বৃহত্তর রাজনীতি পর্য্যায় ভুক্ত। তাই মঠে—মন্দিরে ঘুরি, দেখি কি হয়।

হিন্দু-যুগ
৮ম শতক খৃঃ অব্দ
শঙ্কর মঠ

খৃঃ অষ্টম শতকের হিন্দুযুগে হিন্দুধর্ম্মের নেতা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত বেদান্তের ভাষ্যে ও বেদোজ্জ্বলা পাণ্ডিত্যে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের তলানি ঘোলানি জল কর্দ্দম লিপ্ত ক্লেদের কথা ভারতবাসীকে নতুন করিয়া কম্বু-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া ঘুমন্ত

---

*P "History and sword go together" ইতিহাস ও তরবারী একত্রে চলে।

* সাধু হেষ্টিংসের মতে হিন্দু-স্থানের সন্ন্যাসীরা 'ছেলেধরা' ও হিন্দু যাযাবর-জাতি; কাজেই অবজ্ঞার পাত্র।

সত্য ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে—"ছেলেধরা" বিষয়ে:—

আমরা শিশুগণকে যে ছেলে-ধরার ভয় দেখাই, দাস-সংগ্রাহকগণ সেই ছেলেধরা। ইউরোপীয় বণিকগণের প্রত্যেক আড্ডায় চন্দননগরে হুগলীতে, চুঁচুড়ায়, শ্রীরামপুরে, কলিকাতায় দাসের আড়ত ছিল, দাসের হাট বসিত।

P. 821 বাং ভাঃ অভিধান 'ছোকরা' বাচ্চা শব্দ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে দাস ক্রীতদাসের অভিধা ছিল।

P. 822 Ibid

ভারতকে জাগাইয়া তুলিলেন সে এক মহাদিন! স্মরণীয় দিন! নেপালে যেদিন বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের ভুল ভাঙ্গিলেন; তর্কে পরাজিত করিলেন, সেই দিন আবার হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড়িল; দিকে দিকে সাড়া পড়িল। বৌদ্ধদের সহিত নতুন মিত্রতা স্থাপিত হইল: বৌদ্ধরা দলে দলে হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিল। তবুও কেহ কেহ তাঁহাকে ছদ্মবেশী বৌদ্ধ (Disguised Buddhist) বলে। এই দিগ্বিজয়ের চারিটি কীর্ত্তি-স্তম্ভ মঠ স্থাপন করেন। সে চারিটি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী। মঠগুলি নাম:—
১। শৃঙ্গেরি মঠ ২। জ্যোর্তিস্ময় মঠ ৩। সারদা মঠ ৪। গোবর্দ্ধন মঠ।

শঙ্কর মঠ ও তাহাদের অবস্থান। প্রথমটি (শৃঙ্গেরি মঠ) ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে মহীশূর রাজ্যের তুঙ্গভদ্রা জেলায়—

দ্বিতীয়—(জ্যোর্তিমঠ) ভারতের উত্তর প্রান্তে; উত্তর প্রদেশ ঘাড়োয়াল জেলার বদরিনাথের নিকটে; ইহার অপর নাম যোশি মঠ; হিমালয়ের মধ্যে।

তৃতীয়:—সারদা মঠ, বোম্বাই প্রদেশে কাথিয়াবার, দ্বারকার নিকট; ভারতের পশ্চিম প্রান্তে। *

চতুর্থ:—উড়িষ্যা প্রদেশে পুরীর নিকট গোবর্দ্ধন মঠ; পূর্ব্ব প্রান্তে। শ্রীশঙ্করের দশজন প্রধান শিষ্য ছিল তাহাদের নাম

D. T. Nehru 156

* He (Sri Sankar) bulit up for the first time within the Brahmanical fold ten religious orders and of these, four are very active today. He established four great maths or monasteries locating them far from each other almost at the four corners of India. One of

পূরী, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, বান, অরণ্য, তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী ও ভারতী। ইহাদের নামেই দশনামী সম্প্রদায় বা শৈব সম্প্রদায়। ইঁহারা বা ইঁহাদের শিষ্যগণ মঠগুলির পরিচালনা করিয়া থাকেন। রামায়ণ মহাভারতের দেশের হিন্দু-রাজারা এই মঠগুলির জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাহার আয়ে ও মধুকরী বৃত্তিতে-ভিক্ষালব্ধ অর্থে এই মঠগুলির নিত্যকীর্ত্তি রক্ষা হয়। রাজমিত্রতা থাকায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায় রাজার বিপদে প্রাণ দিয়া রাজাকে তথা হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতেন। এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন:— (যোশিমঠ বা জ্যোতির্মঠ শ্রেণী সম্বন্ধে)। Ukhi Math was originally granted to the order (Kedarnath order of Sankaracharya) subject to military service by old kings of Garhwal of the same line as the present family and very fine reading are copies of deed which have been made from time to time. The present Raoul (Mohanta) is over hundred and twenty-fifth in succession.

(Northern Thirthas-Sister Nivedita)

these was in the South at Sringery in Mysore, another at Puri on the east coast, the third at Dvarka in Kathiawar on the west coast, and the fourth at Badri-Nath in the heart of the Himalayas. At the age of thirty-two, this Brahmin from the tropical South (Malaber in the far south of India) died at Kedarnath n the upper snow-covered reaches of the Himalayas.

D. I Neheru P. 156

১৩—১৬ শতক (খৃঃ) পাঠান-মোঘল যুগ :—

মুসলমান যুগে ফকিরদের রাজ সুযোগ থাকায় অহিংসা ব্রতী হিন্দু সন্ত-সন্ন্যাসীদের (মুসলমান) ফকিরেরা আক্রমণ করিয়া নিহত করিত। ইহার ফলে—সন্ন্যাসীদের নেতা পণ্ডিত-প্রবর মধুসূদন সরস্বতী (**ক) সম্রাট আকবরের নিকট এ বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করেন ও সন্ন্যাসীদের আত্মরক্ষার বিধি-ব্যবস্থা চাহেন। সম্রাট সমস্যায় পড়িলে তাঁহার সভা-সদস্য রাজা বীরবল ইহার সমাধান করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ সাধু-সন্ন্যাসীগণকে রক্ষা করিবার জন্য অব্রাহ্মণ চেলা বা শিষ্য-সন্ন্যাসী রাখিতে পারিবেন। এই শিষ্যেরা গুরুকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেন। এরূপ কার্য্য সরকারের আদালতে বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে না। ইহাই হইল সন্ন্যাস আশ্রম-বাসীদের রক্ষার সে-যুগের রাজ-সনদ। ইহা ও অ-হিন্দু যুগের

হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার রাজ সনদ— (মুসলমান যুগে—)

**(ক) — তাঁহার মতবাদ :— গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে জ্ঞান-ভক্তি ও কর্ম্মের জন্য সমভাবে ছয়টি করিয়া অধ্যায় নিযুক্ত আছে। এইরূপ গোঁড়ামিহীন সমন্বয় দৃষ্টিই গীতার পরম বিশেষত্ব। 'হিন্দুধর্ম্ম' নামক প্রতিষ্ঠানটীর এ স্থলেই দোষ এবং গুণ উভয়। এ দেশে ব্যক্তিগত দীক্ষা ব্যতীত ধর্ম্ম নাই ; দীক্ষিত হিন্দু মাত্রেই স্বীকারতঃ অদ্বৈতবাদী নৈষ্টিক। অথচ, শত সহস্র প্রকারের মূর্ত্তিপূজা ও 'কাম্য' লাভ উদ্দেশ্যে উপাসনা-অর্চ্চনা প্রভৃতিকেও 'অধিকার' আদর্শে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী জানেন, 'বিজ্ঞান মূলা' সৃষ্টি বলিয়া, ইন্দ্রিয়ার্থের বিভাবনা মূলক জগৎ বলিয়া বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম্ম এবং পূজা-অর্চ্চনা ন্যূনাধিক 'মানসী গতি' এবং জ্ঞান-ধর্ম্মতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" এ আদর্শের বশবর্ত্তী বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম কোন ধর্ম্মকেই বা উন্নত কর্ম্মসাধনাকেই হিংসা করে না; পরধর্ম্মকেও আক্রমণ করে না। মানুষ নাস্তিক বা আস্তিক যাহাই হউক, উন্নত কর্ম্মাবলম্বী হইলেই তাহার 'ধর্মগতি' অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহা অধ্যাত্মবাদী

ধর্ম্মের সনদ ও স্বাধীনতা স্পৃহা।

বিধান। ভারতে গ্রীক আক্রমণ যুগে যেমন গঙ্গারাঢ়িগণ গ্রীক সৈন্যদের বাধা দেয়—সেরূপ ঘটনা ইতিহাসের পাতায় বহু উল্লেখ আছে। বাঙ্গালী সম্রাট শশাঙ্ক গুপ্তকে কে না জানে? ঈশ্বরী ঘোষ (ইছাই ঘোষ) একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, সেনপাহাড়ীতে -বর্ধমান জেলার একটি পরগণায়। মোঘল যুগেও বাংলার বার ভুঁইয়াগণ স্বাধীন ছিলেন। প্রাচীন বর্ধমান জেলা-অধুনা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে কে না জানে? শ্রীচৈতন্য কাজীর আদেশের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সহস্র সহস্র মৃদঙ্গবাদ্য সহকারে ধর্ম্ম প্রচার ও আন্দোলন করেন।

ইংরাজ যুগ :— ১৭৫৭খৃঃ অঃ শক্তি-চাতুরির যুগ— "বগল মে ছুরী মুহমে রাম রাম।"

"El Dorado Indios! সোনার ভারত ভূমি!" 'বণিকের মানদণ্ড দেখা গেল রাজদণ্ড রূপে—পোহালে শর্ব্বরী।'

—'বিশ্ব কবি—সঞ্চয়িতা'

কলিকাতা অধিবাসীরা বণিক ইংরাজকে ডাকিয়া আনিল মুসলমান রাজ অত্যাচার ও জুলুমবাজীকে জব্দ করিবার জন্য; কিন্তু শেষে ইংরাজের চাতুরির নিকট নিজেরাই ডিগবাজী দিল—যেমন সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্ত্তুগীজ (জলদস্যুদের) দমন করিবার জন্য ইংরাজদের আসায় সম্মতি দিয়া ভুল (খ) করিয়া-

---

Mystic মাত্রেরই বিশ্বাস। তাহার মতে জগৎপ্রবৃর্ত্ত ঋত, সত্য বা ধর্ম্মের অপর নামই ঈশ্বর বা ভগবান ঐ সমস্তই জগতে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা। (P. 331 বাণী মন্দির) শশাঙ্কমোহন সেন।

(খ) (In 1615' when William Edwards from Surat arrived at court bearing a letter from King James I.) —Although he was not received by Jahangir, who perceived that the English could now be used to counterpoise the Portugeese.

(P. 381—H. I.— V. A. Smith)

ছিল। এই ভুল ত্রু নম্বরের। মুসলমানদের অত্যাচার হইতে এড়াইবার জন্য ইংরাজ-কূটচক্রীদের সাহায্য তখন যেন বিধি নির্দ্দেশে প্রয়োজন ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ সালে বর্ধমান জিলায় কাটোয়ার সন্নিকট পলাশীতে মায়াযুদ্ধ হইল ইংরাজ ও নবাবের মধ্যে। মীরজাফর বিশ্বাস-ঘাতকতা করায় নবাবের পরাজয় হইল।

পলাশীর মায়া-যুদ্ধ।

১৭৬০ খৃঃ অব্দে বর্গী ও নাগা সন্ন্যাসীরা ইংরাজ কবলিত বধমান আক্রমণ করে, কারণ নবাবের নিকট এই বৎসরেই ইংরাজ কোম্পানী বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হয়।

বর্গী ও নাগা সন্ন্যাসীদের আক্রমণ।

১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশেমের পরাজয় হয় ও তাহার পর বৎসরই ইংরাজ (১৭৬৫ খৃঃ) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশত্রয়ের দেওয়ানী লাভ করে। এখন হইতেই ইংরাজের লোভ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। "লালচ্ বুরী বলা হৈ।" নবাব দিগকে পরাস্ত করিয়া "দিনে-তারা-দেখা" ক্লাইভ বাংলা লুট করিল। গঙ্গা হইতে টেমস-নদীতীরে সমস্ত ধন-সম্পত্তি লইয়া গেল। সোনার বাংলা ধূলার বাংলা হইল।

বক্সার যুদ্ধ ইংরাজের দেওয়ানী লাভ—

১৭৬৯ খৃঃ অব্দে বাংলার অবস্থা মিঃ রিচার্ড রেকারের কথায় শুনুন। Bengal under Clive and Verelst :—

Richard Becher, a servant of the company, wrote to the Secret Committee of the company of Directors on the 24th May, 1769 :— "It must

---

ঋষি সংস্কারক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী (বা ব্যক্তিত্বে সংঘবাদী) হইলেও, অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক বিকাশই তাহার পরম লক্ষ্য। (বাণী মন্দির P. 330-331.) শশাঙ্ক সেন।

give pain to an Englishman to have reason to think that since the accession of the Company to the Diwani, the condition of the people of this country has been worse than it was before ; yet I am afraid the fact is undoubted............The fine country, which flourished under the most despotic and arbitrary government is verging towards ruin."

(Page 675—Advanced History of India,
by Shri R. C. Majumdar, & 2 Others.)

১৭৭০ সাল (খৃঃ), বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হইল। দেশে হাহাকার উঠিল। তবুও ইংরাজদের খাজনার হাত হইতে প্রজারা রক্ষা পাইল না। "লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়। পশু পক্ষী মাছ আদি কে কোথা এড়ায় ॥" দ্বৈতশাসনের সন্ন্যাসী সন্তদের (ইংরাজ-মুসলমান) ফলে দেশের তিন ভাগের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এক ভাগ প্রজা মরিয়া গেল। এই যুগেও সন্ন্যাসীরা মুসলমানদের আক্রমণ করে কিন্তু পরাজিত হয়।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজ অযোধ্যা কাড়িয়া লয়। নবাব শাহ আলমকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। এই ত চাতুরি (ক)-ইহারা আইন নিজ হাতে লইল।

(ক) সভ্যতার ক্রমবিকাশে দেখা যায় তিনটী স্তর;—দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের যুগ, (২) মধ্যযুগ-চাতুরির বা মানসিক শক্তির যুগ. (৩) অন্ত্য যুগ— —বোধির যুগ। ঋষি শ্রীঅরবিন্দও এই অনুমান সমর্থন করেন।

Factors of Civilisation :—

Factors of equalisation of men :—(1) Physical Strength (2) Cunning, (3) Intalligence............Thus the claim that the superior intelligence of certain members of society justifies social inequalities that make up most of the

১৭৫৭ খৃঃ অব্দ থেকেই কোম্পানীর লোকেরা বিনা শুল্কে পুরাদমে বাণিজ্য করিত। এখন ত আর কথাই নাই। ফলে দেশের বয়ন-শিল্প বিনষ্ট হইল। বিলাত হইতে আইনও চালান আসিতে সুরু হইল—সেটির নাম রেগুলেটিং অ্যাক্ট। ইং ১৭৭৪ সালেই সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়।

সন্ন্যাসী নিগ্রহ।

১৭৭৫ খৃঃ এই অব্দে ইংরাজ-আইন হইল : সন্ন্যাসীরা বাংলায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। এ বৎসরেও তাহারা স্বাধীনতা অভিযান চালায়। ১৭৭৫ খৃঃ ৫ই আগষ্ট মহারাজ নন্দকুমারকে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করা হয়—

৫ই আগষ্ট মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী (বা ব্রাহ্মণ হত্যা)

কারণ ক্লাইভ উৎকোচ লইয়া অবিবাদে লুট-তরাজও অত্যাচার করিতেছিল বলিয়া নন্দ-কুমার অভিযোগ করেন। দেশের আইন না মানিয়া বিলাত হইতে আমদানী আইনে তাহার বিচার করান হইল ও তাঁহার ফাঁসী হইল। ঐতিহাসিকেরা ইহাকে Judicial murder *(1) বলেন। এই অভিনব ব্যাপারে (ব্রাহ্মণ হত্যায়) দেশের লোক বিরক্ত হইল। অনেকে ইংরাজ-রাজ্যে থাকিব না বলিয়া কলিকাতা ছাড়িল। বিদেশী

misery of the world, does not differ in any respect from the claim of the physically strongest men in a barbaric race, to seize and possess the handsomest women and the finest oxen. With the progress of Civilisation society interfered in this policy and set-up in its place what is known as civil, legal or political justice, which is the law of reversal of law of nature and a wholly artificial institution. (F A. Ward.—Applied Sociology P. 23.)

*(1) cf P. 786 — of Advanced History India by R. C. Majumder & Others.

অরাজকতার বিষবৃক্ষ রোপিত হইল। When on the 5th August, 1775, Nanda Kumar paid the extreme penalty of law and was actually hanged, it came as a rude shock to Bengal to find a Brahmin so scurvily used; many immediately left Calcutta and swam to the other side of the Ganges as they would no more live in British territory where, they said, the rights of the Brahmins were not at all respected. Nothing could better illustrate the disparity that existed in those days in legal procedure between the two countries, England and India.

(P. R. Sen's—Western Influence in
Bengali Literature—P. 86.)

১৭৮৩—৮৫ খৃঃ। ১৭৮৩ খৃঃ পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট বিলাতে পাস হইল। এদিকে ইংরাজ মারাঠা ও মহীশূর-রাজ্য-কাড়িতে (বা এ্যাক্‌টের এ্যাক্‌শন) সুরু করিল। লাট, ছোটলাট, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়া বিচার আদালত বসিল নামে মাত্র।

১৭৮৪ খৃঃ:— ১৫ই জানুয়ারী 'এসিয়াটিক সোসাইটির' জন্ম হয়। শ্রীউইলিয়ম জোন্স ইহার সভাপতি হ'ন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ৮ই আগষ্ট (১৭৮৬ খৃঃ) সন্ন্যাসীরা আবার স্বদেশী সংগ্রাম সুরু করে।

১৭৯১—৯২ খৃঃ:— সন্ন্যাসীরা পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে অভিযান চালায়।

১৭৯৩ খৃঃ—দেশের নিয়মে ভূমি নিলাম হইত না কিন্তু ইংরাজ জমিদারীকে ও পণ্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করিল। [illegible]

১৭৯৩-১৮১৩ খৃঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ভারত না ইংরাজের তোপখানা।

বন্দোবস্ত হইল ! ইংরাজ-রাজত্ব কায়েমী হইল, কিন্তু দেশের লোকের সর্ব্বনাশের বীজ রোপিত হইল । দেশের লোকেরা মাসিক এক হাজার টাকা বেতনের কাজ পাইবে না, এই আইন হইল। (**) থানা, পুলিশ, দারোগা, ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি বসিল। ভারত ইংরাজের তোপখানা হইল।

ভারতীয়দের নৌ-শিল্প ও নৌ-বাণিজ্য বন্ধ হইল। ইংরাজের অধীনতা মূলক মিত্রতা— ইংরাজ দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট।

১৭৯৮ খৃঃ—ভারতীয় নৌ-শিল্প ও বাণিজ্য বে-আইনী আইনে ইংরাজ বন্ধ করিল। ভারতীয় নাবিকগণ আর সমুদ্র যাত্রা করিয়া অন্য দেশে যাইতে পারিবে না। ইংরাজ মারাঠা-মহীশূর দেশ আবার আক্রমণ করিল। সিন্ধিয়া, ভোঁসলা হোলকার ও আক্রান্ত হইল। ভারতবর্ষ লড়াইয়ের মাঠ হইল ইংরাজ এই সময়ে অধীনতা-মূলক মিত্রতা আমদানী করিয়া দেশের স্বাধীন রাজাদের আয়ত্তে আনিল ও দিগ্‌বিজয়ী একচ্ছত্র সম্রাট সাজিল।

বেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ (প্রথম)।

১৮০৬ খৃঃ—ইতিমধ্যে বেলোরে (মান্দ্রাজ) প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ হয়; সিপাহীদের (ভারতীয় শিখদের) ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করার ফলে।

1806 A. D. The only event during Barlow's term of office which requires notice is the sepoy mutiny at Vellore in the Carnatic.

(P 610—Smith-History)

(**) cf P. 855—A. H. India.

None but covenanted servants of the company could hold any office with salary of more than £800/- a year.

১৮১৩ খৃঃ চার্টার এ্যাক্ট।

১৮১৩ খৃঃ— চার্টার এ্যাক্ট আইন আসিল, জাহাজে চড়িয়া পণ্য দ্রব্যের মত বিলাত হইতে।

১৮১৪—৫৬ খৃঃ প্রাক্ সিপাহী-বিদ্রোহ যুগ।

এই যুগে ইংরাজের ধ্বংসমূলক কার্য্যগুলির তালিকায় পাই; ১৮০৭ খৃঃ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-যবদ্বীপ-মালাকা-বিজয় ইত্যাদি; ১৮১৬ খৃঃ-নেপাল যুদ্ধ; ১৮১৮ খৃঃ পিণ্ডারী যুদ্ধ; ১৮১৯ খৃঃ তৃতীয় বা শেষ মারাঠা যুদ্ধ, ১৮২৪-২৬ খৃঃ—ব্রহ্মযুদ্ধ। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমে সিন্ধুদেশ ও শিখরাজ্য, পূর্ব্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ ও উত্তরে নেপাল, ভুটান ও সিকিম স্বাধীন রহিল।

Presages of the munity—

The rapid expansion of the British dominion in India, attended as it was by changes in the administrative system and modes of existence to which the people had been accustomed through long ages, disturbed the placid currents of Indian life and produced commotions in different parts of the country. Mention may be made, in this connection, of the Bareilly rising of A. D. 1816; the Cole out-break of 1831--32, and other minor risings in Chota-Nagpur and Palamu; the muslim movements like the Ferazee distrubances at Barasat (Bengal) in 1831 under the leadership of Syed Ahmed and his disciple, Mir Niser Ali or Titto Meer, and later in 1847 at Faridpur under the guidance of Deedoo Meer; the Moplah out-breaks in 1849, 1851, 1852 and 1855; and the Santal

insurrection of 1855-56. Those risings testify to the general ferment in the British empire in India, last and the most severe being the mutiny in 1857—59, which shook its mighty fabric to its very foundations. (Page 772—Advanced History of India, by Shri R. C. Majumdar & 2 Others)

অন্যান্য রাজগণ সামন্ত রাজা হইল। তাহাদের রাজ্য করদ রাজ্যে পরিণত হইল। বয়নশিল্পের লোপসাধন হইল। পরে ব্রহ্মদেশ (১৮২৪-১৮৫২ খৃঃ) আফগানিস্তান (১৮৩৬ খৃঃ) ও সিন্ধুদেশ (১৮৪৩ খৃঃ) ইংরাজ আক্রমণ করিল। বাজেয়াপ্তনীতি গ্রহণ করিয়া অনেক অপুত্রক মিত্ররাজার রাজ্য গ্রাস করিতে লাগিল। দেশের বয়ন ও অন্যান্য শিল্প লোপ হওয়ার করুণ কাহিনী আজিও মর্ম্মস্পর্শ করে। দেশ গেল! শিল্প গেল!— ইংরাজ বণিক ভারতের বাজারও দখল করিল।

ভারত না ইংরাজ রাজার

Trade and Industry (1757-1857

The trade of the country passed into the hands of the Europeans, who gradually built up their own system of commerce and banking in which people of the soil had little share. In a word, we find here the genesis of the entire economic system which prevails to-day in Bengal.

The broad fact remains that during the first half of the nine-teenth century, India lost the proud position of supremacy in the trade and

industry of the world, which she had been occupying for well-neigh two thousand years and was gradually transformed into a plantation for the production of raw materials and a dumping ground for the cheap manufactured goods from the west. All the while the Government responsible for the welfare of its teeming millions looked on and did not take adequate steps to avert the calamity. (Page 811—Advanced History of India by Shri R. C. Majumdar & 2 Others.)

এই সময়ের মধ্যে ১৮৪২ খৃঃ অব্দে চীনে ভারতীয় আফিং চালান বন্ধ হওয়ায় ইংরাজ চীন দেশ আক্রমণ করিয়া লড়াই শুরু করিল। ফলে চীন দেশের সমুদ্র-উপকূলে অনেক বন্দর দখল করিল। *(P)

ইংরাজের চীন-আক্রমণ (১৮৪২ খৃঃ)

১৮২৩ খৃঃ অব্দে রাজা রামমোহন রায় এই দেশের ইংরাজ রাজ কর্তৃক শিক্ষার উন্নতি অবরোধ কল্পে বড়লাটকে খোলা চিঠি দেন—He (R. M. Roy) wrote to the Governor Genaral emphasising the need for education in Mathematics, Natural philosophy, Chemistry and other useful Sciences. (D. I.—Nehru P. 271)

১৮২৩ খৃঃ বড়লাটকে খোলা চিঠি

রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি

*(P) There cannot be any freedom in parts of the world, where the white men govern coloured population.

(P 182-Sceptical Essays—B. Russell—Pub-1935.)

Sanskrit System of Education and Raja Ram Mohan's remarks, (Page 817—Advanced History of India by Sri R. C. Majumdar & 2 others Published in 1953:—The Sanskrit system of education "continues the document, "would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of British legislature. But as the improvement of native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosopy, chemistry and anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus".

পাদরী-পুষ্প ও নবধর্ম্ম ব্রহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা বনাম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাদ

১৮১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি হয় ও পরে মিশনারী পাদরীগণের হিন্দুধর্মের নিন্দা প্রচারের ফলে হিন্দুরা দলে দলে খৃষ্টান হইতে লাগিল। এই কারণে ১৮২৮ খৃঃ অব্দে রাজা রাম মোহন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্যই শ্রীনেহেরু রাজা রাম মোহন রায় (১৭৭৪-১৮২৮ খৃঃ) সম্বন্ধে বলেন Perhaps the earnest minded investigator of the science of comparative Religion that the world has produced.

ইতিহাসও বলে :—Ram Mohan Ray laid the foundation of all the principal movements for the elevation of the Indians.

His English Biographer truely remarks that the Raja "presents a most instructive and inspiring study for the new India of which he is the type and pioneer. He embodies the new spirit......its freedom of enqiry, its thirst for science, its pure and sifted ethics, along with its reverent but not uncritical regard for the past and prudent disinclination towards revolt. (Page-815 Advanced History of India by Shri R. C. Majumdar)

দ্বিতীয় সিপাই বিদ্রোহ
ভারতে ক্রীতদাস প্রথা লোপ

১৮১৮ খৃঃ অব্দে বিনা বিচারে বন্দী রাখা কুখ্যাত আইন বিধি বদ্ধ হয়। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে ব্যারাকপুরে (পঃ বঙ্গ কলিঃ) আবার সিপাই-দের অসন্তোষ বৃদ্ধি হওয়ায় বিদ্রোহ হয়।

১৮৪৩ খঃ অব্দে ভারতে ক্রীতদাস ব্যবসায় লোপ আইন হয়। Supperission of Slavery (Act 1843)। *

---

* বাতিজ্মর :—(বাপ্তিস্মা—Baptize জল-সংস্কার দ্বারা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করণ।)

—শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গী-শুচরিতেষু— লিখিতং শ্রীআত্মারাম বাগ্দী কস্য ছোকরা বিক্রয় পত্র মিদং কার্য্যঞ্চান্ আগে আমার বেটা নাম শ্রীশ্যামা বাগ্দী ছোকরা, বত্রশ আট বৎসর বর্ণ কালা, ইহার কিম্মত মাল্দ্রাজী ৭৲ সাত তঙ্কা পাইয়া আমি সেৎছাপূর্ব্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলান, তুমি ইহারে বাতিজ্মর ক্রিস্তাও করিয়া খোরাক-পোষাক দিয়া আপন খেদমতে রা‍খহ,— এই ছোকরার দান বিক্রয়ের সত্তাধিকার

ইহা আপাতঃ মধুর—কারণ সমগ্র ভারতকে বহু পূর্ব্বে ক্রীত-দাস করা হইয়াছিল। এই জন্য (১৮৪৩ খৃঃ) এই অব্দেই

স্বদেশী ভারত সভা। ভারত-সভা (India Society) স্থাপিত হয়, ভারতীয়দের নিগ্রহ-লাঞ্ছনা নিবারণকল্পে।

নীলকরলাঞ্ছনা— এই সময়েই নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বৃদ্ধি পায় প্রতি জেলায়। 'ইংরাজী-হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর-কীর্ত্তি প্রচার করিলেন। হরিশচন্দ্র ৩৯বৎসর বয়সে ১৮৬১ অব্দে পরলোকে যা'ন। লোকে গান বাঁধিল—

অসময়ে হরিশ মোলো, লং এর হোল কারাগার।
দেশে আর মানুষ কোথা! কে ঘুচাবে হাহাকার?)

(P, 81 W, L,—P, Sen)

তোমার, আমার সহিত এবং আমার ওয়ারীসের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা নাই—এই করারে ছোকরা বিক্রয় করিলাম—ইতি সন ১১৪২ (খৃঃ ২৭ মে ১৭৩৫ অব্দ) এগার শত ব্যাল্লিশ সাল তারিখ ১৭ সতরএৗ জ্যৈষ্ঠ মাহ — —দাসখত —।

"প্রবর্ত্তক ফাল্গুন—১৩২৮।"

গ্রীক দেশের সভ্যতার ধ্বংসের মূলে "দাস-ব্যবসায়"।

The Greeks :—

Among the Greeks, all that people had to do, they did themselves. They met constantly in public assembly. They lived in a mild climate They were not greedy. Slaves did all the necessary work. The people's main concern was with liberty. Not having same advantages, how can you preserve the same rights? Harder climatic conditions mean that your needs will be greater (1).

(1) To adopt in cold countries the luxury and soft ways of the life of the East, is deliberately to count the fate of the Eastern slave. In fact, such submission would in our case, be even more necessary than in theirs.

(Page 374—Social contract by J. J. Rousseau.)

১৮৫০ খৃঃ—ধর্ম্ম সংস্কার বিধি। A law passed in 1832, supplemented by another in 1850, removed all disabilities due to change of religion, and instructions were issued by the President of the Board of Control in 1833 that Government should cease to show any special favour or respect to Indian religious-ceremonies. These instructions, including others requiring the abolition of the pilgrims tax and Official Control of temple endowments, were enforced by Lord Auckland. (Page—321— Advanced History of India by Shri R. C. Majumdar.)

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সভা গঠিত হয়। এই সভা ১৮৪৩ খৃঃ রাজনীতিক দলের ভারত সভা ও ১৮৩৯ খৃঃ ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া-সভার সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান।

প্রথম আই, সি, এস, ম্যাজিষ্ট্রেট—(অ-ভারতীয়)।

১৮৫৩ খৃঃ সর্ব্ব প্রথম আই, সি, এস, Indian Civil Service—কম্‌পিটিশন পরীক্ষায় পাশ করা সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট দেখা দিল। এতদিন প্রায় অশিক্ষিতদের হাতে ভারত-শাসন ভার ছিল। এই আই, সি, এস, (I. C. S.) এর একটি সুন্দর রসাল—ব্যাখ্যা দিয়াছেন শ্রীনেহেরু তাঁহার জীবনীতে :— "আই" ইণ্ডিয়ান ; (ভারতীয়), কিন্তু এই চাকুরিয়ারা কেহই ভারতবাসী নয় ; সিভিল (ভদ্র নাগরিক) ; কেহই ভদ্র নাগরিক নহে, বরং মিলিটারী (যোদ্ধা) ; সার্ভিস-(সেবক)—সেবক নয়, রাজা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তিনি ইংরাজ চরিত্র ব্যাখ্যা করেন আর একটি মহাবাক্যে ; "English words seem to

change their meanings when they cross Suez Channel"—১৮৫৮ খৃঃ অব্দে আই, সি, এস, এ ভারতীয়দের প্রথম-প্রবেশ অধিকার-লাভ।

১৮৫৩ খৃঃ রেলপথ ডাক-তার বিভাগ বিস্তার।

রেলপথ ডাক-তার বিভাগ সৃষ্টি হয় দ্রুত দমন শাসন শোষণকল্পে, বিদ্রোহ দমন ও বিলাতী মূলধন খাটাইবার জন্য ও দেশী কাঁচামাল রপ্তানি ও ইংরাজী তৈরী মাল আমদানীর জন্য। ডাক ও তার বিভাগের ব্যবস্থায় 'সেন্সর' বসানো হয়, রাজ্য-চালনা কায়েমী করার জন্য।

ভারত আইন কমিশন।

১৮৩৫ খৃঃ ভারত আইন কমিশন (Indian Law Commission) বসে, ভারত আইনের সমতা রক্ষার জন্য ; কিন্তু ১৮৫৬ খৃঃ অব্দ অবধি এই কাজ আকাশে গ্রহের ন্যায় মন্দ-গতিতে চলে।

সাহিত্যে দেশ-প্রেম।

সাহিত্যে দেশ-বাৎসল্য — "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাংলা দেশের দেশ-বাৎসল্যের প্রথম 'প্রধান' বলা যাইতে পারে। * কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯ খৃঃ) দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ

---

* Forms resisting denationalisation :—

(1) English Education in Schools and Colleges established by the British and Christian missions.

(2) British teachers inspired their pupils with ideas of freedom and nationalism.

(3) The over-zeal of the missionaries in their attacks upon Indian religions and Indian thoughts suggested to Indian minds — a closer and deeper study of their own religion and thought.

পূর্ব্বগামী। গুপ্তের দেশ-বাৎসল্য—তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়া ও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্নে কবির কয়েক ছত্র পদ্য ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন :—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখি দেশ-বাসীগণে,
প্রেম-পূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি—দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়—'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্তের 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকা (১৮৪৩ খৃঃ) জ্ঞান-প্রচারে নিযুক্ত ছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ যেমনই প্রগতি-পন্থীরা গ্রহণ করিতে লাগিল ; তেমনই প্রাচীন-পন্থীরাও ১৮৩০ খৃঃ ধর্ম্মসভা ও ১৮৩৩ খৃঃ হিন্দু থিওজফিক্যাল সমিতি—

(4) In this they were materially helped by the awakening of Europeans to the thought of the East. The labours of European servants and their appreciation of Indians thought kindled a fresh fire in the bosom of Hindus and Mahommedans.

(5) The writings of Ram Mahon Roy, Debendra Nath Tagore, Rajendra Lal Mitra in Bengal ; those of Ranade, Vishnu Pandit, and others in Mahrastra ; of Swami Dayananda and Sir Syed Ahmed in upper India, of Madame Blavatsky and the other Theo-Sophists in Madras brought about a new awakening which after wards — received an even stronger impetus from the writings and speeches of Mrs Anne Besant and Swami Vivekananda. This was on the religious and Social side mainly but its national character was unmistakable.

(P. 12—Y. I.—L Rai.)

স্থাপন করিলেন। ইহা ডিরেজিওর হিন্দু-ধর্ম আক্রমণকে প্রতি-

“দারুভূতো—
মুরারিঃ।”
ধর্ম্মের দেউলে
চুণকাম বনাম
সমাজ-সংস্কার।

রোধ করে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও কেশব সেন (ব্রিটিশ পন্থী) সমাজের ভাঙ্গা দেউল-চুণকাম-কার্য্যে মন দিলেন। শিশু-হত্যা নিবারণ (১৭৯৫ খৃঃ), সতীদাহ (১৮২৯ খৃঃ) (যাহা মোটেই ভারতীয় নয়), হিন্দু অস্পৃশ্যতা নিবারণ (১৮৫৬ খৃঃ), বিধবা বিবাহ (১৮৫৬ খৃঃ)। (খৃষ্টানী প্রথা যাহা আজিও চলিত হয় নাই), কুলীনদের শিশু-বিবাহ ও বহু-বিবাহ (১৮৭২ খৃঃ) নিবারণ, (যাহা দেশের দৈন্যে প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল) ইত্যাদি নব-বিধানের দ্বারা সমাজ সংস্কার হইল।

অর্থনৈতিক সমস্যা যে কত জটিল—তাহা ইহাদের মাথায় গজায় নাই, তাই শিক্ষা সমাজ সংস্কারে মন দিলেন। কথায় আছে—“পেটে ভাত নাই কিসে (অনঙ্গে ?) ঠেলায়।” ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার—ইহা কচ্ছপ-গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক সমিতি, ১৮১৪ খৃঃ অব্দে স্কুল-গঠন সমিতি, ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সাধারণ জ্ঞান-বিস্তার সমিতি ও বাংলা সাহিত্য সমিতির এই যুগে, গঠন হয়। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে জেলায় জেলায় সরকারী শিক্ষা-বিভাগের করণ (Office) খোলা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়—তখনও দেশে দেখা দেয় নাই। সংবাদপত্র মাসিকপত্র ইত্যাদি দ্বারা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন হয়।

১৮৫৭—৫৮ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের

১৮৫৭—৫৮ খৃঃ
অব্দে ভারতের
রাহুর দশা—

অবসান হইল। ইংলণ্ডেশ্বরী ভারত সম্রাজ্ঞী হইলেন. এ যেন দশান্তর; ভারতের মঙ্গলের দশা শেষ হইল — রাহুর দশা পড়িল শুধু দশা নয়,—অন্তর্দ্দশা ও রাহুর, সর্ব্ব-গ্রাস-গ্রহণ।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। অনেকের মতে

ইহাই ভারতের প্রকাশ্য স্বাধীনতা সংগ্রাম। ইংরাজী ইতিহাসে এই বিদ্রোহের কারণ বর্ণিত হইয়াছে যথা — ডালহৌসীর সিপাহী-বিদ্রোহ। বাজেয়াপ্ত নীতি বা স্বাধীন-রাজ্য গ্রাস; (২) শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার নীতি বনাম ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ; (৩) অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অস্বীকার; (৪) আফগান দেশ আক্রমণ ও পরাজয় বনাম ইংরাজদের পরস্বাপহরণ চেষ্টায় ভারতের ঘৃণা; [৫] ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে নতুন চর্ব্বি-মাখানো রাইফেল টোটার প্রচলন—[বা তাহাদেরও ধর্ম্মনাশের চেষ্টা), *(z)

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে নিছক গায়ের জোরে ইংরাজেরা অযোধ্যা করদ রাজ্য অধিকার করে। এ বিষয়ে শ্রীনেহেরু একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন — The Great Revolt of 1857 — Racialism—. (D. I, P, 278]

(*z) Causes of the Mutiny.

The mutiny was out-come of the changing condition of the time; and its causes may be conveniently summed up under four heads—political, economic and social, religious and military.

1. Political :—The political causes had their origins in Dalhousi's policy of annexation, the doctrine of lapse or escheat and the projected removal of decendants of the Great Mughal from their ancestral place to the Qutb near Delhi. All this naturally gave rise to considerable uneasiness in the minds of the old ruling princes of Muslim as well as Hindu...............

2. Economic :—The expropriation of some landlords by the British Government, and the growing unemployment among the followers and retainers of the dispossessed princes, gave rise to acute economic grievances and social unrest in different parts of the country......

As early as 1817, Sir T. Munro writing to the Governor General Lord Hastings, after pointing out the advantage of British Rule and said "But these advantages are dearly bought. They are purchased by the sacrifice of independence; of national character, and whatever renders a people respectable. ....The consequences, therefore of the conquest of India by the British arms would be, in place of raising, to debase a whole people. There is perhaps no example of conquest in which the Nations have been so completely excluded from all share of Government of their country as in British India."

---

3. Religious :—A large section of the population were alarmed by the rapid spread of Western Civilisation in India during the closing years of the eighteenth century and the first half of the ninenteenth. The conservative sections of the Indian people saw in inventions like the railway and the telegraph, in the extension of Western education, in the abolition of practices like Sati and infanticide, in the protection of civil rights of converts from Hinduism by the Religious disabilities Act of 1856, in the legislation of widow re-marriage by the Hindu Widow Remarriage Act of 1855, and in the unwarranted aggressive spirit of some Christian missionaries, attempts on the part of Government to destroy their social polity, to westernise their land at the cost of their time-honoured customs and practice and to convert

Munro was pleading for the employment of Indians in the administration. A year later he wrote again — "Foreign conquerors have treated the nation with violence and often with great cruelty but none has treated them with so much scorn as we; none have stigmatized the whole people, as unworthy of trust, as incapable of honesty, as fit to be employed only where we can not do without them. It seems to be not only ungenerous, but impolitic to debase the character of a people fallen under our dominion."

অর্থাৎ— মুনরো হেষ্টিংসকে বলেন (১৮১৭ খৃঃ) দেশীয় লোকেদের দেশ-শাসনে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া হয় নাই, উপরন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদের উপর যে পরিমাণ

India to Christianity. The activities of the Wahhabi sect must have contributed to inflame the feelings of the Muslims.

4. Military :—England was then engaged in several extra-Indian wars like the Crimean war, the Persian war and the Chinese war, which surely taxed her resources. ....The introduction of the Enfield rifle, the cartridges for which were greased with animal fat, was indeed an ill considered measure...........“On this inflamable material”, writes Atchison, “the too true story of the cartridges fell as a spark on dry timber” and the whole country from the Sutlez to the Narmada was ablaze. (Page 774-75—Advanced History of India. by Shri R. C. Majumdar & 2 Others.)

ইংরাজের দৃঢ় বৈদেশিক ভাব 'দালমে কুছ কাল। হৈ।'

ঘৃণা লাঞ্ছনা নিগ্রহ নিপীড়ন বর্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন এইরূপ নিষ্ঠুর শাসনতন্ত্রের অধীনে থাকা সত্যই সমগ্র জাতির উপর দেবতার অভিশাপ। ইহা ব্রিটিশের অনুদারতা ও রাজনীতি-জ্ঞান-হীনতার পরিচায়ক। *(II) — cf "Something is rotten in the state of Denmark 'Hamlet'.

প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া ১৮৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত, নেটিভ ও সাহেব আইনের চক্ষেও (1) কোন দিন সমান ছিল না বরং ঘৃণ্যই ছিল ; তবুও কেশব সেন (১৮৩৮—৮৪ খৃঃ) ও বিদ্যাসগর [১৮২০ —৯০ খৃঃ] মহাশয়গণ শিখাইতেন "খেতে, বসতে, শুতে, বেড়াতে সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ।" [পুরাতন প্রসঙ্গ ৫০ পৃঃ] কি আদর্শ! কি বিধি বিড়ম্বনা! সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজ বহু অসহায় নির্দ্দোষ ভারতীয়দের উপর সেই শ্রেষ্ঠত্ব বা কৃপা দেখাইয়া তাহাদিগকে ভব পারে পাঠাইল। অস্ত্রহীনদের হত্যা কি বীরত্ব!

ইংরাজের প্রতিহিংসা অনল। ঝকমারীর মাশুল।

*(II) Mutiny the progenitor of too much hatred and ill-feeling between the two races.

Russell, the Times correspondent in India, rightly observed in his Diary that—"the mutinies have produced too much hatred and ill-feeling between the two races to render any mere change of the rulers—a remedy for the evils which affect India, of which those angry Sentiments are the most serious exposition — — many years must elapse ere the evil passions excited by these disturbances expire, perhaps confidence will never be restored ; and, if so, our reign in India will be maintained at the cost

সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ে অনেক পুস্তকের মধ্যে এই কয়খানি উল্লেখযোগ্য :—

1. History of Mutiny (Kay & Malleson)
2. Rise and Fulfilment of British Rule in India. (Thompson and Garret)

৩। সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস—রজনী কান্তগুপ্ত। *

ইংরাজ ঐতিহাসিকের মত :— An ill considered regulation directed the sepoys to bite the end of cartriges to be greased with cow's and pig's fat for tho express purpose of destroying their caste and making them Christians..........Misoionery activity was largely increased and openly

---

of suffering which it is fearful to contemplate.

(Page 782-3.—Advanced History of India by Shri R. C. Majumdor.)

*(1) Reg : Social System (Law)

"However unequal they may be in bodily strength or in intellectual gifts they become equal in the eye of Law.

Under a bad Government such equality is apparent and illusory. It serves only to keep the poor man confined within the limits of poverty, and to maintain the rich in their usurption.

In fact, laws are always beneficial to the 'haves" and injurious to the 'have-nots'. Whence it follows that life in a social community can thrive only when all its citizens have some thing and none have too much."

(Page 268—'Social Contract' by J. J. Rousseau.)

favoured by powerful officials specially in the Punjab, (Sepoy mutiny — P. 714 V. A. Smith — India History.

রাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত।

কোম্পানীর ইংরাজরা এই সুযোগে বর্ব্বরের ন্যায় অত্যাচার করিল। বহু নরনারী শিশু বৃদ্ধ নরবলি দিল। এই রক্তদানে কোম্পানীর রাজ্যের কায়া পরিবর্ত্তন হইল মাত্র। ১৮৫৮ খৃঃ নভেম্বর মাসে কুইন ভিক্টোরিয়া ঘোষণার মায়া দেখাইয়া বুদ্ধিমানের মত রাজ্যের লাগাম ধরিলেন কিন্তু কোম্পানীর রাজ্যের ভারতবাসীরা তাহাদের এই বিশাল রাজত্বের বিনিময়ে কী পাইল, শুধু দেনা ও 'সুগার কোটেড' (চিনি মাখানো) ঘৃণা।

বিশ্ব বিদ্যালয় (শতবর্ষ পরে)।

এই বৎসরেরই কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই যুগেই কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭ খৃঃ) গাহিলেন তাঁহার অমর কাব্য বাঁশরীর সুরে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে"; স্বদেশী নেতা যোগেন্দ্র নাথ বসু "সোম প্রকাশ" পত্র বাহির করিলেন, ও অন্যান্য নেতা মণীষী বিপিন চন্দ্র পাল, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতির অভ্যুদয় হয়।

(১৮৫৯ খৃঃ)

১৮৫৯-৮৫ খৃঃ — এই-যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা পঞ্জী।

গুপ্ত কবি

১৮৫৯ খৃঃ দেশপ্রাণ কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের পরলোক প্রয়াণ। ইনিই চৈত্র মেলা স্বদেশী মেলা)র প্রবর্ত্তক ও আধুনিক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরু।

সূক্তি :—They (Govt.) may sell protection in return for percentage of man's earning. This is called 'income tax'.

(Power — Burtrand Russell)

১৮৬০ খৃঃ
নীলদর্পণ
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

'নীলদর্পণ' (শ্রীদীনবন্ধু মিত্র ১৮২৯-৭৩ খৃঃ) নীলকর সাহেবদের ইংরাজ-রাজ-সহায় অবলম্বনে প্রজাপীড়নের কাহিনী আমেরিকায় নিগ্রোদের পীড়নের মতই দেশে এক অপূর্ব্ব আন্দোলনের দোলা দিল। অন্যায়ের আগুন ছাই-চাপা রহিল না। এই গ্রন্থটি আমেরিকার (গ্রন্থ) Uncle Tom's Cabin, রাশিয়ার Yama, the Pit, ইংলণ্ডের David Copperfield ও ফ্রান্সের Social Contract এর মতই সমাজের দোষসংস্কারক গ্রন্থ। অবশ্য ঋষি বঙ্কিমের গ্রন্থ 'আনন্দমঠ' ইহাকে অদ্বিতীয় হইতে দেয় নাই।

'আনন্দমঠ'।

'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্ম। (*)

১৮৬১ খৃঃ
বিশ্ব কবি

স্বামী বিবেকানন্দের এই বৎসরে জন্ম হয়। নব্য যুগের শঙ্কর, উপনিষদের 'রহস্যস্য-রহস্যম্' ইনিই বিশ্ববিশ্রুত "The Cyclonic Monk of India."

১৮৬২--৬৩ খৃঃ
স্বামীজী।

(*) Tagorism is becoming a cult and he is at the present movement one of the most popular and most widely read and widely admired literary man of world.

While Rabindra Nath Tagore is to some degree losing in estimation and affection of his own countrymen by some-what sacrificing Nationalism to art, he is gaining in World reputation.

(2) মনে মনে কর :— Canute like they (British) may command the waves, but the waves will not listen to them. The wave of Indian Nationalism is on and no amount of tinkering with Indian administration or sweet

১৮৬৫ খৃঃ — ভারত ও ইউরোপ টেলিগ্রাফের জন্ম।

১৮৬৭ খৃঃ — চৈত্র মেলার নব কলেবর — প্রথম 'হিন্দু মেলা'।

গান্ধীজী। ১৮৬৯ খৃঃ — মহাত্মা গান্ধীর জন্ম। ইনি স্বয়ংপ্রকাশ ভারতরবি। ত্যাগে মহীয়ান দধিচী মুনির মত। তাঁহাকে নবীন সংস্করণের বুদ্ধ দেব বলা হয়। (p)

১৮৭২ খৃঃ — বঙ্গ-দর্শন (বঙ্কিমচন্দ্র) স্বাধীনতার শুক-তারা বাংলার আকাশে দেখা দিল। হিন্দু মেলায় মনমোহন বসু গান বাঁধিলেন :—

"ছুচ সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশালাই কাটি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

---

phrases or promises can check it. মনে কর :— ইংরাজরা বলিত—Government established by law and order. "One is inclined to ask "By what law ?" and who made the law ?" —মনে মনে কর—"Curzons, Macdonnels, Sydenhams responsible for Bombs & Revolvers.

(P. 251 Y. I. L. Rai)

Defects in Tagore's thought :—What is great about the Brahmins is that they do not apply the conception of God which had its rise in the popular religion to the primal cause of being but Tagore does so without feeling the need of justifying himself on this score. Just as if he were not the descendant of Brahmins, he mixes up belief and thought just as Europeans did for so long. (P. 244 — Indian Thoughts and its Development by Albert Schwitzer, German).

*(P) Gandhi & Buddha alike :— So in Gandhi's spirit modern Indian ethical world and life affirmation

ঋষি অরবিন্দ। ১৮৭২ খৃঃ — ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

আন্দামানে লর্ড মেয়ো বড়লাট হত্যা।

১৮৭২ খৃঃ — ২৪শে জানুয়ারী নীল চাষীদের বিদ্রোহ হয় ওহাবি আন্দোলন। এই আন্দোলনের দায়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত আসামী শের খাঁ বড়লাট লর্ড মেয়োকে আন্দামানে হত্যা করে।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে শিশু-বিবাহ, বহু-বিবাহ নিবারণ আইন ও বিধবা-বিবাহ আইন হয় ও আন্তর্জাতীয় বিবাহ প্রচলন আইন হয়।

আর্য্য সমাজ দয়ানন্দ সরস্বতী

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে—আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪—৮২ খৃঃ)। দয়ানন্দ স্মৃতি তর্পণে শ্রীঅরবিন্দ বলেন :— But Dayananda goes further, he affirms that the truths of modern physical science are discoverable in the hymns............There is then nothing fant astic in Dayananda Saraswatis idea that Veda contains the truth of science as well as truth of religion. I will even add my own convication that Veda contains other truths of a science, the modern world does not at all possess and in that case Dayananda has rather under-stated than over-stated the depth and range of the Vedic wisdom. (Bankim — Dayananda—Tilak — Sri Aurobinda.)

এই অব্দেই মহাত্মা রাণাডে সন্ত নামদেব, তুকারাম ও

and a world and life negation which goes back to the Buddha dwell side by side. (P. 238 — Ibid)

রামদাসের মহারাষ্ট্র দেশে সার্ব্বজনীন 'প্রার্থনা সভা' (II) স্থাপন মহাত্মা রাণাডে করিয়া দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন। এই বৎসরেই জাতির পিতা (আই, সি, এস,) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকুরী যায়।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে — ভারত-সভা (Indian Association) রাজনীতি আলোচনার জন্য ভারত-সভা সৃষ্টি হয়।

১৮৭৭ খৃঃ সিভিল সার্ভিস আন্দোলন শ্রীলাল মোহন ঘোষের বিলাত বক্তৃতা। (c)

(II) "The true reformer has not to write on a clear state. His work is more often to complete the half written sentence. Mahadev Govinda Ranade—(Page 882 — Advanced History of India by Shri R. C. Majumdar).

To Ranade religion was as inseperable from Social Reform as love to man is inseparable from love to God."

(Page — 882 — Ibid.)

(C) The Civil Service Agitation :—Mr. Lal Mohan Ghosh (1877)—Instead of sending the memorial by post, Mr. Lal Mohan Ghosh—a well known Bengali Barister in Calcutta was sent to England to present it in person as the representative of the Indian association. Mr. Ghosh was an eloquent speaker and made a deep impression upon the British audience about the pressing grivance of India. Mr. S. N. Banerjee thus describes his compaign :—"A great Meeting was held under the Presidancy of John Bright. Mr Ghosh spoke with a power and eloquence that excited the admiration of all and evoked the warmest tribute from the President. The effect of the meeting was instantaneous. Within twenty

১৮৭৮—৭৯ খৃঃ অব্দ — 'জীবন সন্ধ্যা ও জীবন প্রভাত" রচনা করেন — শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৫৮ - ১৯০৯ খৃঃ)। রমেশ দত্ত। শ্রী দত্তের অমর অবদান তাঁহার (ইং) অর্থনীতি ও ইতিহাস রচনাবলী। এইগুলি ভারতকে সচেতন করে।

---

four hours of it, there was laid on the table of the House of Commons the rules creating what was subsequently known as the Statutary Civil Service. Thus the deputation of an Indian to England voicing India's grievance was attended with an unexpected measure of success and the experiment was in future years tried again and again".

The Civil Service agitation was soon followed up by similar agitations against the Arms Act and the Vernacular Press Act of Lord Lytton which sought to limit the possession of arms and control the vernacular press. All these measures were regarded as part of a policy to hamper the growth of a National India and show the reactionary character of the regime of Lord Salisbury as Secretary of State for India.

History teaches us that "re-actionary rulers are often the creators of great public movements". So it proved in India the agitation against these unpopular measures shaped the political life of India and made it conscious of its strength and potentialities. Soon it ceased to be a mere question of repealing these obnoxious measures. There was a steady development of national aspirations and a higher ideal dazzled the vision of political India. It was not thought enough that Indians should have their full share of the higher offices. They must eventually bring the entire administration under popular control and therefore make a definite demand for representative institutions. (Page 891 — Advanced History of India by Sri R. C. Majumdar & 2 others Published in 1953).

১৮৮১ খৃঃ— ইলবার্ট বিল আন্দোলন। ভারতের ইংরাজগণ কালা-আদমী বিচারকের আমলে আসিবে না। এই ঘটনায় দেশের লোকের চেতনা উদ্বুদ্ধ হইল।

১৮৮২ খৃঃ — আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠাকারী দয়ানন্দ সরস্বতীর মহাপ্রয়াণ।

১৮৮৩ খৃঃ — যুগান্তরকারী 'আনন্দমঠ' (সন্ন্যাসী বিদ্রোহ) প্রচার করিলেন ঋষি বঙ্কিম (১৮৩৮—৯৩ খৃঃ) 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র দ্রষ্টা।

১৮৮৩ খৃঃ — ফেমিন কোড পাশ হয়।

সর্ব্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও হিউম দেশপ্রেমিক; নয়া বর্ধমান চাকুলা (জেলা)।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দ — সর্ব্বভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস-মহাসভার বীজ উপ্ত হইল। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল প্রজাদের দুঃখ দৈন্য বিষয়ে দৃষ্টি ও আবেদন-নিবেদন নীতি। প্রথম সভাপতি হইলেন বিচারক শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৎসরেই নয়া বর্ধমান জেলার সৃষ্টি।

কংগ্রেসের জন্ম বৃত্তান্ত :—ইতিহাস বলে :—মিঃ এ্যালান হিউম বড়লাট ডাফ্রিন্‌কে (১৮৮৪—৮৮ খৃঃ) বলেন :— 'We are absoluteley incompetent without the co-operation of the people to mould our administration in accordance with the real requirements of the country and this was one of the 'raison d'etre'—of the Congress movement.' তাঁহার চেষ্টাতেই দেশের কল্যাণের জন্য দেশের নেতাদের সভা স্থাপিত হয়। (A)

(A) Mr. Allan Octavian Hume—(a retired Civilian).. During the same year (in 1883 of Ilbert Bill) a retired Civilian Allan Octavian Hume, addressed an open letter to the graduates of Calcutta University, urging them to organise an association for the mental, moral, social and

এই ভদ্র সাহেবটির আরও কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি সকলের সহিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

"Do You", he said in an impassioned appeal to his countrymen, "at all realise the dull misery of these count-less myriads ? From their births to deaths, how many rays of sunshine, think you, chequer their gloom-shrouded paths ? Toil, toil, toil, hunger, hunger, hunger ; sickness, suffering, sorrow ; these alas ! alas

---

political regeneration of the people of India. He enlisted official favour in support of such an organisation. The Governor General Lord Dufferin, told him "that he found the greatest difficulty of ascertaining the real wishes of the people and that it would be a public benefit if there existed some responsible organisation through which the Government might be kept informed regarding the best Indian public opinion".

Mr. Hume, with the support of some prominent Indian, succeeded in giving effect to his plan and the first Indian National Congress met in Bombay during the Christmas week of 1885 under the presidency of a Bengali Barrister, Mr. W. C. Banerjee...............

It is a striking testimony to the growth of a feeling of national unity that without any difficulty the Indian National Conference (of Calcutta founded and headed by Sri Surendra Nath Banerjee in 1883) merged itself into the Indian National Congress. (Page 892 — Advanced History of India. by Sri R. C. Majumdar & 2 Others Published in 1953).

are the keynotes of their short and sad existences."—অর্থাৎ—এই দেশের (ভারতের) লোকেদের দুর্দ্দশা চরম হইয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি এই ভারতীয়গণ সুখের মুখ কয় দিন দেখে! তাহাদের ভাগ্যে লেখা আছে কেবল দুঃখ দৈন্য, শ্রান্তি, অবসাদ, রোগ আর জরা! জীবন ভোরই হায় হায়! করিতে করিতে তাহাদের স্বল্পস্থায়ী জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়।

... ...At the very beginning the Government looked upon the Congress movement with favour..............But the official world soon changed its view. Lord Dufferin... ... ...described the educated community as a "Microscopic minority." The higher officials took their cue from him and gradually the Government officers kept aloof from the Congress movement.

Reply to Govt. attitude towards the Indian National Congress as a "microspopic minority :—by Sir Ramesh Chandra Mitra in his speech—Chairman, Congress Committee. The educated community represented the brain and conscience of the country, and were the legitimate spokesmen of the illiterate masses, the natural custodians of their interests. To hold otherwise would be to pre-suppose that a foreign administrator in the service of the Govt. knows more about the wants of the masses than their educated countrymen. It is true in all ages that those who think must govern those who toil; and could it be that the natural order of things was reversed in this unfortunate country". (Page 894 — Advanced History of India. by Sri R. C. Majumdar & 2 Others Published in 1953).

এই উদারচেতা ভদ্রলোক ১৯১২ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট পর-
মিঃ হিউম্। লোক গমন করিলে, দেশের লোক তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই শোক-সভায় ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন কলিকাতা টাউন হল ঘরে।

এই বৎসরে (১৮৮৫-৮৬) পাব্লিক সার্ভিস (সিভিল) কমিশন [Public Service (Civil) Commission] গঠিত হয়। এই সময়ে B C S. প্রবর্ত্তনও হয়। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট (Reform and expansion of the Legislative Councils) পাশ হয়।

১৮৯২—১৮৯৪ খৃঃ টাকার মান হয়—১শি ২পে। *(ক)

১৮৮৬—১৯০৫ খৃঃ রামকৃষ্ণ দেব — ১৮৮৬ খৃঃ—স্বামী বিবেকানন্দের গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের তিরোধান।

এই যুগে প্রতি বৎসর কংগ্রেস সভা হয়—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শহরে। তন্মধ্যে ভারত কংগ্রেসে নিম্নলিখিত বাঙ্গালী মনীষীগণ সভাপতি হন :—

১৮৯৫ খৃঃ—পুণা— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৯৮ খৃঃ— মাদ্রাজ— শ্রীআনন্দমোহন বসু।

১৮৯৯ খৃঃ—লক্ষ্ণৌ—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

১৯০২ খৃঃ—আমেদাবাদ— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৩ খৃঃ—মাদ্রাজ—শ্রীলালমোহন ঘোষ।

১৮৯৫ খৃঃ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জন্ম।

১৮৯৯ খৃঃ —} বর্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভা
ও ১৯০৪ খৃঃ—} হয়।

১৮৯৫ খৃঃ—স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ী চিকাগো (আমেরিকা) বক্তৃতা।

*(ক) এই টাকার দাম ছিল ১৮৭১ খৃঃ তক—২ শিং, ১৮৯২ খৃঃ অব্দে হয় ১ শিং ৯ পে। ক্ষতির পরিমাণ টাকা প্রতি ১০ পেনি বা শতকরা চল্লিশ টাকার উপর।

১৮৯৭—(মে)—স্বামীজী 'রামকৃষ্ণ মিশন' সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৮ খৃঃ—ভগিনী নিবেদিতার স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ।

১৯০২ খৃঃ—স্বামী বিবেকানন্দের (Cyclonic monk of India) তিরোধান।

১৮৯৩ খৃঃ— ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান।

১৮৯৪ খৃঃ — শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অমর প্রবন্ধ 'সামাজিক প্রবন্ধ'। *(I)

*(I) সামাজিক প্রবন্ধ বাঙ্গালীর সাহেবিয়ানার 'বড়ি চমক দাবাই' ইউরোপীয়দের মূল প্রকৃতি :—

(cf) Indian thought East vs West compared :— In the first place, European thought represents a world and life affirmation which is wanting in depth because it has not yet come to a thorough understanding of its position in relation to world and life negation and to ethics. In Indian thought, after a long struggle against world and life negation ethical world and life affirmation prevails. The problem with which we are concerned is here unfolded like a scroll from the opposite end. (P. 17 — Indian Thought and its Development — by Albert Schweitzer (German)).

উহাদের শাস্ত্রের আদেশ—পৃথিবীর সকল লোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত কর, কিন্তু উহারা ধনলাভ করিবে বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করে। পূর্ব্ব-পুরুষদের জলদস্যুতা এখন বাণিজ্য-পরায়ণতা দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছে মাত্র। ইহাদের মূল প্রকৃতি ধৃষ্টতা ও সুখলালসা। (z)

(পৃঃ ৫০ সামাজিক প্রবন্ধ)

(cf) Tagore condemns Europeans :— Similarly, however, he condemns the European who has lost inwardness and whose activity in the world no longer

১৮৯৭ খৃঃ—জয়হিন্দ মন্ত্র দ্রষ্টা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম।

১৯০৫ খৃঃ — লর্ড কার্জনের কূট দৃষ্টি। বঙ্গ-ভঙ্গ-প্রস্তাব ও আন্দোলন কলিকাতা ইউনিভারসিটি কনভোকেশনে সমগ্র জাতির নিন্দা ও দেশের লোকের প্রতিবাদ।

ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ এই আপত্তি সভায় সভাপতির ভাষণ দেন। ইংরাজ নিজের আইন অমান্য করিয়াই বিদ্রোহের বীজ বপন করে। লর্ড লিটন (নং ১) এর উক্তিতে তাহাই প্রমাণিত হয়। (H)

---

results from spiritual self-surrender to God. (P. 234—Indian thoughts and its development by Albert Schwitzer, German).

For in European thought, although by its very nature it is in danger of not sufficiently keeping them on the path of inwardness, and has altogether too much neglected this aspect of life, there may yet be discerned profound and heart-felt world and life affirmation. (P. 240—I bid).

অন্যত্র :—ইচ্ছা শক্তি ও পরকালবাদী খৃষ্ট ধর্ম্মী ইউরোপীয় অশান্ত স্বৈরাচার, উদ্যমশীল ও ভোগ-সুখ-লিপ্সু। (পৃঃ ৫২ সামাজিক প্রবন্ধ)

(H) Charter Act of 1813 (definitely laid it down that) :— "It is the duty of this country to promote the interest and happiness of the native of the British Dominions of India".

This was not only corroborated but even further elucidated by the Parliamentary Committee of 1833 when it laid down.

"The indispensible principle that the interests of the native subjects are to be consulted in preference to those of Europeans whenever the two come in competition".

১৯০৫ খৃঃ অব্দে — ৭ই আগষ্ট বিদেশী-বর্জ্জন সংকল্প গ্রহণ ও ১৬ই অক্টোবর রাখী-বন্ধন দিবস।

১৯০৬ খৃঃ
বঙ্গে অরবিন্দ
বন্দেমাতরম্
পত্রিকা।

১৯০৬ খৃঃ — শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গে আগমন ও 'বন্দেমাতরম্' (ইং) পত্রিকার জন্ম। জেলায় জেলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপন। ঐ ৭ই আগষ্ট প্রকাশ্য বিদ্রোহ।

১৯০৬—১৪ খৃঃ — মহাত্মা আনন্দমোহন বসু ও শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। এই বৎসরে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের দোলা দেয়—এই বৎসর হইতে। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"—তরুণ ব্রত হয়।

Finally came the Queen's Proclamation of 1858 in which she declared that :—

"We hold ourselves bound to the natives of our Indian Territories by the same obligations of duty which bind us to all our other subjects".

A definite pledge was given by the Charter Act 1833 that no Indian "shall by reason only of his religion, place of brith, descent, colour, any of them be disabled from holding any office or employment under the company". This was reiterated in Queen's Proclamation 1858 and the I. C. S. Act 1861. Inspite of these promises there was plainly visible a growing reluctance on the part of the British Government to admit Indians in large numbers to the Civil Service. The failure to fulfil the pledges so repeatedly given is admitted by British Statesmen themselves.

Lord Houghton observed that the declaration which stated that the Government of India would be conducted without references of race was magnificent but had hitherto been futile", that the Government did not

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ ইহার অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। ইনি মারাঠা সন্ন্যাসী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের শিষ্য। শ্রীপ্রমথ নাথ মিত্র অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন ও নবীন ও কাঁচাদের ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য ব্যবস্থা করেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ
অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতি।

শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ (অধুনা দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক) 'যুগান্তর সমিতি' স্থাপনা করেন। 'ডন সোসাইটি' স্থাপনা করেন স্বামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ডন সোসাইটি।

'যুগান্তর (১৯০৬ মার্চ্চ) পত্রিকা বাহির হয় ইহার সম্পাদনা করেন ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত। 'বন্দে-মাতরম্' (ইং) সংবাদ পত্র — বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮—১৯৩২ খৃঃ) ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যুগ্ম সম্পাদক। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা (৭ই আগষ্ট ১৯০৬ খৃঃ.) সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 'নবশক্তি' পত্রিকা সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

স্বদেশী পত্রিকা বন্দেমাতরম্-যুগান্তর।
সন্ধ্যা নবশক্তির যুগ।

এই বৎসরে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হন। তিনি এই সভায় একটি বিজ্ঞ ভাষণ

---

choose to carry out the policy is admitted by no less an authority than Lord Lytton I, the Governor General.

In a confidential despatch on this subject, he stated that all means were taken of breaking to heart the word of the promise they had uttered to the ear" (P. 888—9 Advanced History of India by Sri R. C. Majumdar & 2 others Pub. in 1953).

"ন মদিদং জগদিত্যবধারয়।"

দেন। স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্র হয় "বন্দে মাতরম"—সংকল্প বাক্য 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, অসহযোগ, বিদেশী-দ্রব্য বর্জ্জন, সরকারী-বিদ্যালয় বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ।'

বর্দ্ধমানের কর্জ্জন গেট ও ফ্রেজার হাসপাতাল।

বর্ধমান-রাজ এই বৎসরেই কুখ্যাত কর্জ্জন ও ফ্রেজারের স্মৃতি রক্ষার জন্য কর্জ্জন-গেট ও ফ্রেজার হাসপাতাল করে বর্ধমান শহরে।

১৯০৭—৯ খৃঃ অব্দ ভারত ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

১৯০৭—৯ খৃঃ অব্দে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলিপুর (মাণিকতলা) বোমার মামলা। ১৯০৭ মে পাঞ্জাব কেশরী লালা লজপত রায়ের দ্বীপান্তর।

আলিপুর বোমার মামলা (স্বদেশী মোকর্দ্দমা।)

১৯০৮ খৃঃ—(১১ই আগষ্ট) ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয় মজফ্ফরপুর জেলে।

১৯০৮ (১০ই নভেম্বর) কানাইয়ের ফাঁসী হয়। ১৯০৮ (২১শে নভেম্বর) সত্যেনের ফাঁসী হয়।

১৯০৯ খৃঃ—(৬ই মে) আলিপুর বোমার মামলার রায় বাহির হয়। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস [পরে দেশবন্ধু] এই মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিয়া জয়লাভ করেন। সেই জন্যই তিনি দেশবন্ধু। এই অন্ধকার অভিনয়ের অদৃশ্য নেতা শ্রীঅরবিন্দ জন-বাঞ্ছিত মুক্তি লাভ করেন। *(ক) ইনিই বিখ্যাত জবান-বন্দীতে বলেন :— "স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা যদি পাপ হয় তা হলে আমিই অপরাধী।"

মনে রাখা :— He (Curzon) had invited European Missionaries to the secret Educational Conference at Simla but not a single Indian Hindu or Mahommadan. He could not trust them (Indians) with his ideas. Hence the need of Secrecy. (P. 185 Y. I. L. Rai)

*(ক) তখন দেশের আকাশে ভাবনার মেঘ দেখা দিল :— "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।"

এই সময়ে পাঞ্জাবে হরদয়াল ও উত্তর প্রদেশে বিনায়ক দামোদর সবারকার গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেন। (ক)

শ্রীঅরবিন্দ যুগের কথায় Advent বলেন :— You will have observed that all the modern leaders of thought and action in India during the last two hundred years or so, however profoundly they might have been impressed by the West, however deeply they might have studied Western thought,—when they began work in India and thought of speaking to the masses, thought of speaking to the commons Indian, they had to fall back upon rich heritage, this trend towards

---

(ক) He (Savarkar) was caught because he was reckless ; he never cared about his personal safety ; he had a dash of the old warrior who always put himself in the post of danger.

Hardayal kept himself in the background and avoided danger. Aurobindo stood mid way between the two. (P. 222—Y. I. L. Rai)

অন্যত্র :—What was done in Bengal found its echo in the rest of the country so far the Nationalist party was united. (P. 189—Y. I. L. Rai)

Political agitation (1906—38) :— The Political agitation which followed upon partition of Bengal of Lord Curzon generally assumed a revoultionary character. Apart from the growth of radical section in the Congress and the movement of boycotting foreign goods by way of protest against the parties, several societies grew up in various parts of India with the avowed object of collecting arms and manufacturing bombs to do away with

spirituality (1) this love of sacrifice, of service, of the inner truth and every one of them right from Raja Ram Mohan Roy a long series of big people that we have had to line up, whatever the influence on their minds of Western thought they had ultimately to come to the upanishads, the Bhagbat Gita, or whatever other book it might be and that has happened to Sri Aurobindo in the highest degree".

(P. 40-41—Advent—Feb., 54)

১৯০৯ খৃঃ — (২৪,৫২ বুদ্ধাব্দ) :— মর্লে মিন্টো * ভারত শাসন সংস্কার ঐ অব্দ (৩০শে নভেম্বর) শ্রীরমেশ চন্দ্র

certain type of officials, and if possible to orgainse an armed insurrection. There was a "general state of serious unrest" not only in Bengal but even in distant provinces like the Punjab and Madras, and Government adopted strong measures. Laws were passed which put severe rsetrictions on popular movements as well as on the Press and public meetings. Some of the leading figures were deported without trial, others were hanged or transported for life, and a large numbers including notable leaders like Tilak, were sentenced to various terms of imprisonment. But even these measures could not check the murders and outrages and ultimately the Government decided to modify Lord Curzon's measure.

(Page 928 — Advanced History of India by Sri R. C. Majumdar & 2 Others Published in 1953).

(I) cf :—"All justice is from God. He is only the source." (Page 286 — Rousseau's Social Contract).

* বড়লাট মিন্টোর উপর বোমা নিক্ষেপ ব্যর্থ।

দত্তের পরলোক প্রাপ্তি। ইহার মৃত্যুতে শ্রীঅরবিন্দ (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯০৯ খৃঃ) কর্ম্ম-যোগিন (ইং) পত্রিকায় তাঁহার (শ্রী দত্তের) স্মৃতি উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধে লেখেন :—

"Without the Economic History and its damning story of England's Commercial and Fiscal dealings with India, we doubt whether the public mind would have been ready for the boycott. In this one instance, it may be said of him that he not only wrote history but created it." বিদেশী দ্রব্য বয়কট (বর্জ্জন) সম্ভবপরই হইত না —যদি না শ্রী দত্তের এই সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থে দেশের শিক্ষিত জনের মানস ভূমির ভিত্তি তৈয়ারী করিতেন।

দিল্লী ভারতের রাজধানী। ১৯১১ খৃঃ — রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। বঙ্গ-ভঙ্গ (Settled fact unsettled) বাতিল হয়।

১৯১২ খৃঃ — সরকার বঙ্গ প্রদেশ হইতে বিহার-উড়িষ্যা কে পৃথক প্রদেশ গঠন করে।

এই বৎসরে ভগিনী নিবেদিতার তিরোধান হয়। ভগিনী প্রসঙ্গে ডাঃ ঘোষ ও বিশ্ব কবির উক্তি উদ্ধৃত হইল। (১)

---

*(I) If our Sister fell under the spell of India,—we in our turn, it is no exaggeration to say fell under her spell... ... .

Death has struck our sister — before her mission could be accomplished. That, we all know, is the common fate of all ministers of good things, who as Hooker says, are like torches, a light to others, waste and destruction to themselves. (Dr. Ghosh's speech Cal. Town Hall — 23-3-1912)

বিশ্বকবি ('পরিচয় নিবন্ধে) ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষার ধারণা সম্বন্ধে বলেন :—'নিবেদিতা' — তুমি কন্যাকে কি শিক্ষা দিতে চাও ?

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ।

১৯১২ খৃঃ (ডিসেম্বর) লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও বোমা নিক্ষেপ।

১৯১৩ খৃঃ — বিশ্ব কবির নোবল প্রাইজ লাভ।

গান্ধীজী

১৯১৪ খৃঃ—মহাত্মা গান্ধীর আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন। ইনিই ভারতের নাগা ফকির—Naked Fakir of India! Does Gandhi stand alone? Are others unable to stand the glare of the dynamic truth, which are given to him to utter? Must he be left to blaze the trial alone? (Gandhi makes you think? Dorothy—Hogg P. 39)

১৯১৪—১৯ খৃঃ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

এ্যানী বেসান্ট।

১৯১৭ খৃঃ—শ্রীএ্যানী বেসান্ট—কংগ্রেস সভাপতি। ইহার স্বদেশী বিষয়ে শ্রীনেহেরু বলেন—Mrs. Annie Besant was a powerful influence in adding to the confidence of the Hindu middle classes in the spiritual and national heritage...... There was a spiritual and religious element about all this and yet there was a strong political back-ground to it. (P. 295—D. I. Nehru)(P)

কবি — ইংরাজী? নিবেদিতা বাহির হইতে কোন একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিষটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটা চাপা দেওয়া আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।

(বিশ্বকবি পরিচয় — পৃঃ ৯৫)

(P) "The Indian work is, first of all the revival, strengthening, and uplifting of the ancient religion. This has-

মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড সংস্কার ভুয়া

১৯১৯ খৃঃ মণ্টেগু চেমস্ ফোর্ড ভারত শাসন সংস্কার রাওলাত আইন পাস। জেনেরাল ডায়ার কর্তৃক পাঞ্জাবে জালিওয়ানা-বাগে বীভৎস হত্যাকাণ্ড। অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন সুরু।

নেতা লোকমান্য তিলক।

১৯২০ খৃঃ—লোকমান্য তিলকের মহা-প্রয়াণ। লোকমান্য বাল-গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬ —১৯২০ খৃঃ) বিষয়ে—শ্রীঅরবিন্দ বলেন (১৯১৮ খৃঃ অব্দে)

Indeed the presence of three such personalities as Mr. Tilak, Mrs. Besant and Mr. Gandhi—at the head—and in the heart of the present movement, should itself be a sure gurantee of success.

Mr. Tilaks name stands already for history as a nation builder......a name to be remembered gratefully, so long as the country has pride in the past and hope for its future.

—(P. 37—Bankim Dayananda Tilak.)

নেতা গান্ধীজী।

(১৯২০ খৃঃ) ১লা আগষ্ট—লোক-মান্য তিলক প্রদত্ত নেতৃত্বে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন—চৌরি-চৌরা ঘটনা।

১৯২১—২৫ খৃঃ অব্দ

১৯২২ খৃঃ—জনগণ নায়ক—মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্তৃক স্বরাজ্য-পার্টি স্থাপন। ১৯২৫ খৃঃ ৬ই আগষ্ট—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান।

---

brought with it a self-respect, a pride in the past, belief in the future, and as an inevitable result, a great wave of patriotic life, the beginning of the re-building of a nation." (Mr. Annie Besant—The Theosophical Society Est. in 1869). [P 886—A. H.]

১৯২৭—৩০ খৃঃ—সাইমন কমিশন, (১৯২৮খৃঃ) আইন অমান্য আন্দোলন ; ডাণ্ডী লবণ-আইন ভঙ্গ অভিযান (১৯৩০খৃঃ) ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কর্ত্তৃক স্বাধীনতা দিবস পালন।

১৯৩০-৩১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গোল টেবিল বৈঠক—গান্ধী আরউইন চুক্তি। আইন ভঙ্গ হেতু ১০৩জন নিহত, ৪২০ জন আহত ও ৬০ হাজার লোকের কারাবরণ।

১৯৩২ খৃঃ—১লক্ষ ২০ হাজার বন্দী।

১৯৩৩ খৃঃ পুণা প্যাক্ট—অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক সভায় আসন বিধি।

১৯৩৫ খৃঃ-ভারত শাসন আইন পাশ। বিহারে ভূমিকম্প।

১৯৩৮ খৃঃ-নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু—কংগ্রেস সভাপতি।

১৯৩৯ খৃঃ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ।

১৯৩৫ খৃঃ মে—নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন।

১৯৪০খৃঃ ব্যক্তিগত আইন অমান্য চালু—পাকিস্থান স্কীম।

১৯৪১ খৃঃ জানুয়ারী জয়হিন্দ মন্ত্র স্রষ্টা নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বিশ্ব কবির তিরোধান।

জয়হিন্দ মন্ত্র

১৯৪২ খৃঃ ৯ই আগষ্ট ভারত ছাড় প্রস্তাব (Quit India Resolution); ক্রিপস মিশন। আগষ্ট আন্দোলনে ৬০ হাজার বন্দী, ১৮ হাজার নজর-বন্দী, ৯৪০ জন হত ও ১,৬৩০ আহত।

১৯৪৩ খৃঃ—নেতাজী চালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

১৯৪৪ খৃঃ—গান্ধীজীর কারামুক্তি।

১৯৪৫ খৃঃ—সিমলা সম্মেলন। (V. E. Day8th may 1945 (Victory in Europe day)

১৯৪৬ খৃঃ—কেবিনেট কমিশন অধিনায়ক স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ কমিশন। ক্রিপস্। ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের বিদ্রোহ। ঐ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। ঐ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর—শ্রীনেহেরু কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৭ খৃঃ—জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইন।

ঐ ১৪ই আগষ্ট রাত্রি ১২টা। ব্রিটিশ শাসন বনাম শোষণ অভিনয় মঞ্চে ('ড্রপ্ সীন্') যবনিকা পতন ও পরিসমাপ্তি। শেষ ইংরাজ বড়লাট মাউন্ট-ব্যাটেন। প্রথম ভারতীয় বড়লাট শ্রি রাজা গোপালাচারী ও পাকিস্থানের বড়লাট কায়েদ-ই-আজাম জিন্না। ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট—স্বাধীনতার জন্ম দিবস। (ঐ) খণ্ডিত ভারত-স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন ও পকিস্থানের আবির্ভাব।

১৬ই ভাদ্র
২৪৯১ বুদ্ধাব্দ
স্বাধীন ভারত
ও পাকিস্থান।

এই স্বাধীনতা দিবস শ্রীঅরবিন্দের জন্ম দিবসের অমর স্মৃতি বৈজয়ন্তী। ইঁহার জীবনই নব-বেদ। কারণ সাধু জীবনই আদর্শ, মতবাদ আদর্শ নহে। (x1) ভারতে শাসন সম্বন্ধে বিশ্বকবি ও শ্রীজহরলাল নেহেরুর ভবিষ্যদ্বাণী। বিশ্ব কবির বাণী:—

What kind of India will they leave behind, what stark misery? When the stream of their centuries administration runs dry at last, what a waste of mud and filth they will leave behind them? (Neheru—D. 1— P 441)

শ্রীনেহেরু ঐ প্রসঙ্গে ১৯৪৪ খৃঃ অব্দে বলেন—The British will certainly leave India and their Indian Empire will become a memory but what will

---

(x 1) Social Mechanism does not rest finally upon opinions but almost wholly upon character. (F. A. Ward—Applied Sociology P. 41)

they leave when they have to go, what human degradation and accumulated sorrow ?

(D. I.—Nehru—P. 441]

১৯৫০ খৃঃ — ভারতীয় সংবিধান। (*I)

১৯৩৮ খৃঃ অব্দে নেতাজী সুভাষ বসু কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন।

(*I) (B) Fundamental Rights :—(Constitution of India).

2. The constitution guarantees to all citizens freedom of speech and expression, the right to assemble peaceably, and freedom of conscience and worship, subject to general consideration of public security and morality.

3. All citizens irrespective of religion, race, caste, sex and place of birth, shall enjoy equality before the law and no disability shall be imposed on them in any respect. 'Untouchability' is abolished and its practice in any form is forbidden. (Page — 1006 — Advanced History of India by Shri R. C. Majumdar.)

স্থক্তি :— চীনা সাধু কন্-ফু-সিয়াসের বাণী :—By nature we resemble one another, condition separates us very far. (Wards—Applied Sociology — P. 272).

(z) "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী।"

---

* হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।

কোন কথা কভু হারাওনি তুমি সব তুমি তুলে লও।

কথা কও, কথা কও।

তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া,

পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া

যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই

তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই।

বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।

ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।

(উৎসর্গ)

চতুর্থ অধ্যায়

বর্ধমানের ইতিহাস

(৭-ক) বৃহত্তর জাতীয়তা আন্দোলন বনাম মানব-ধর্ম্ম আন্দোলন ঃ— (K) ভারতে ধর্ম্মের সেবক রাজা, ইউরোপের মত রাজার সেবক ধর্ম নয়।

The obedience owed by the people was due to the law, the Dharma and to the edicts of the King in Council only as an administrative means for the service and maintenance of the Dharma (Spirit & Form of Indian Polity — Shri Aurobindo — P. 47)

A priestly theocracy, like that of Tibet, or the rule of a landed and military aristocracy that prevailed for centuries in France and England

---

(K) The passage from the state of nature to the Civil state produces a truly remarkble change in the individual. It substitutes justice for instinct in his behaviour, and gives to his actions a moral basis which formerly was lacking. Only when the voice of duty replaces physical impulse and when right replaces the cravings of appetite does the man who, till then, was solely concerned with himself, realizes that he is under compulsion to obey quite different principles, and that he must now consult his reason and not merely respond to the prompting of desires. Although he may find himself deprived of many advantages which were his in a state of nature, he will recognize that he has gained others which are of far greater value. By dint of being exercised, his faculties

and other European Countries or a merchantile oligarchy, as in Carthage and Venice, were forms of Government foreign to the Indian spirit. (Ibid — P. 43)

The ideal they supported like everything else in Indian life with a spiritual and religious sanction, set up as its outward symbol, the Ashwamedha and Raj Suas Sacrifices and made it the Dharma of a powerful king, his royal and religious duty, to attempt the fulfilment of the ideal. He was not allowed by the Dharma, to destroy the liberties of the peoples who came under his sway nor to dethrone or annihilate their royal houses or replace their archons by his officials and governors, (Ibid — P. 77)

এই ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতের দেশ। গীতা এই দেশকে 'ধর্ম্মরাজ্য' বলিয়াছেন। ইহার মূল ধর্ম্ম।

will develop, his ideas take on a wider scope, his sentiments become ennobled, and his whole soul be so elevated that but for the fact that misuse of the new conditions still, at times, degrades him to a point below that from which he has emerged, he would unceasingly bless the day which freed him for ever from his ancient state, and turned him from a limited and stupid animal into an intelligent being and a man". (Page 262 — The Social Contract by J. J. Rouseau. Oxford Classics).

"All men have a natural right to what is necessary to them". (Page 264 — Ibid)

মুক্তি :— আঁখি তুই দেখনা চেয়ে, তোর প্রাণের মেয়ে,
যাচ্ছে বেয়ে কিসের নেশায়।" —বাংলা গান

রামায়ণের 'চারণ' আজিও গান করিতেছে—

জয় সীতাপতি সুন্দর তনু প্রজারঞ্জনকারী।
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু রাবণ-দর্পহারী ॥ (II)

এ দেশে ধর্ম্ম আগে তাহার পর রাজা। মৌর্য্যযুগের চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত অশোক, মারাঠাযুগের রামদাস শিবাজী, পাঞ্জাবের গুরুনানক ও শিখ (শিষ্য) জাতির কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মুসলমান যুগেও রাজা ধর্ম গুরু ছিল। ইংরেজের যুগ বৈশ্যযুগ। ইংরাজেরা তাহাদের বৈদেশিক ভাব ও বৃথা-গৌরব (*১) রক্ষার চেষ্টায় প্রচুর শক্তি ক্ষয় করে: ইহারা যে গুণে ভারতের মনোজয় করিয়াছিল সেটি যেদিন তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিল, তখনই বিরোধ আরম্ভ। ইংরাজ মিশনারী আনিল ১৭৮২ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরে। দেশকে

(II) ভারতের রাজা প্রজারঞ্জনকারী—শোষণকারী নয়:—
'Bana' regards the theory of King's divinity as a delusion.

"Though subject to mortal conditions kings look on themselves as having alighted on earth as divine kings with a superhuman destiny; they employ a pomp in their undertakings only fit for Gods and win the contempt of all mankind. They welcome this deception of themselves by their followers. From the delusion of their own divinity established in their minds, they are overthrown by false ideas."

The ideal ruler is he who "possesses an inner soul pervaded by the inclination for the acquittance of debts and obligations and is occupied with the welfare of all mankind". (Page — 192 — Advanced History of India by Shri R. C. Majumdar.)

*(1)The acrobat should be the ideal of those who believe in physical culture and hold that a nation's manhood depends upon its athletics, which is the prevalent view in the British Governing class. (P. 90 — Sceptical Essays. Published in 1935 — B. Russell.)

খৃষ্টান সাহেব বানাইবার চেষ্টা করিল, আর যায় কোথা "Pride goes before fall". 'অত্যুচ্ছ্রায়ং পতন-হেতুঃ।' "ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কিছুতেই ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ....এদেশের প্রাণ—ধর্ম্ম, ভাষা—ধর্ম্ম, ভাব—ধর্ম্ম, আর তোমার রাজনীতি সমাজ-নীতি, রাস্তা-ঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব কিছুকাল এদেশে যা হয়েছে. তাই হবে অর্থাৎ ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে হয়ত হবে। (প্রাচ্য-পাশ্চাত্য —স্বামীজী)

The puritan imagines that his moral standard is the moral standard ; he does not realise that other ages and other countries and even other groups in his own country, have moral standards different from his, to which they have as good a right as he has to his. Unfortunately, the love of power which is the natural * outcome of Puritan self-denial makes the Puritan more executive than other people, and makes it difficult for others to resist him. Let us hope that a broader education and a wider knowledge of mankind may gradually weaken the ardour of our too virtuous masters. (P. 120 — Ibid.) cf: Indian thought

War :—But once the true conception of world-view is abandoned, there arises the danger that tenets which are no longer world-view at all nevertheless make their appearance as such. This is happening in the European thought of our own time Opinions and convictions which have arisen from no kind of reflection about man in the universe, but which are concerned with man and human society, are given out as world-view and accepted as such, in the same way as we are content to call the

এ বিষয়ে Savant রুষোর মত শুনুন (II)। খৃঃ ১৯ শতকের প্রথমেই রাম মোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিশ্বকবি, শ্রীঅরবিন্দ, রমেশ চন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলক, গোখলে, লজপত রায়, শ্রীএ্যানী বেসান্ট, গান্ধাজী, দেশবন্ধু নেতাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এঁরা সেই "সন্ন্যাসী" বিদ্রোহের নেতা— ভবানী মন্দিরের 'সত্যানন্দ ও সন্তান-দল' ; নতুন যুগে বিগত দুই শতকের 'আনন্দমঠের' নয়া পূজারীগণ। তাঁহারা পুরাতন ধর্ম্ম-প্রদীপ হইতে নতুন ভাবের প্রদীপ জ্বালাইয়া নতুন আলোকে পথ দেখাইয়া বলিলেন :—"অভীঃ" (ইং যুগের 'V', Victory-মন্ত্রজপাৎ সিদ্ধি' সকলের স্মরণ আছে)।

---

history of the miserable man waged on our little earth Universal History. Nothing is so characteristic of the want of thought of our times—as that we have lost the consciousness of what world-view really is.

(P. 19—Indian Thought and its Development—
by Albert Schweitzer (German))

II The English people :—The English people think that they are free, but in this belief they are profoundly wrong. They are free only when they are electing members of Parliament. Once the election has been completed, they revert to a condition of slavery : they are nothing. (Page 373 — Social Contract.)

(II) "Since no man has natural authority over his fellows, since Might can produce no Right, the only foundation left for legitimate authority in human societies is Agreement". (Page 246 — The Social Contract by J. J. Rouseau. World Classics Oxford University Press Vol. 511.)

এই মন্ত্রের সাধনার উত্তর সাধক ও নবীন ভাবের সন্ন্যাসীদল দীনবন্ধু, হেম, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধীজী। নেতাজীর জীবনীতে পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মভাবের প্রাবল্যই দেখা যায়। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভ হইতে 'Old lamp for the new'. 'নতুন প্রদীপ পালটাইয়া ধর্ম্মের (1) পুরাতন প্রদীপ' ক্রমশই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিল ও করিতেছে এবং বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-চক্র লাঞ্ছিত—ত্রিবর্ণ পতাকা ; মহাভারত যশোবৈজয়ন্তী চিরদিন উড্ডীন থাকিবে ও অন্তর্জাতিক জগতে শান্তি স্থাপনা করিবে। দেশ যখন সাহেবিয়ানার বন্যায় ডুবি-ডুবি তখন আসিলেন 'কেশবধৃত-মীনশরীরঃ' ; সেভাণ্ট (Savant) শ্রীঅরবিন্দ, কুল-দীপক বিবেকানন্দের অসম্পূর্ণ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য (১৯০৪—১৯০৯ খৃঃ)। তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) যখন পঁণ্ডিচেরী যোগাশ্রমে, মহাত্মা গান্ধীর রথ-চক্র ঘর্ঘর ধ্বনি করিল—"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ; এবং তাঁহার সত্য ও অহিংসা 'পাঞ্চজন্য-দেবদত্ত' শঙ্খ-ধ্বনি করিল। (ক) কিন্তু তিনিও প্রবীণ—পূর্ব্ব-সূরী রাজনীতিক পণ্ডিতকে স্মরণ করিলেন। বিশ্বকবি ইতিপূর্ব্বে এই ঋষি অরবিন্দের প্রতি অর্ঘ্য দান করেন। একটি বিখ্যাত

এশিয়ার ধর্ম্মগুরু
শ্রীঅরবিন্দ

"Man is born free and everywhere he is in chains.

Many a man believes himself to be the master of others who is no less than they, a slave". (Page 240 – Ibid).

(1) While religions emanating from India have been predominantly philosophic". Education and its Social Character. P. 103.—B. Russell.

(ক)"All the scenes of the earth-play have been like a drama arranged and planned and staged by her with Cosmic gods, her assistants and her self as a veiled actor." 'Mother' — Aurobindo.

কবিতাতেই তিনি (কবি) অমর হইয়াছিলেন। কবিতার নামই—কবিতার প্রথম ছত্র "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। তিনি ও ১৯২৮ খৃঃ অব্দে যোগী অরবিন্দ দর্শন মানসে পাঁণ্ডিচেরী আসেন। ১৯২৬ খৃঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার আশ্রমে আসিয়া যোগীকে অর্ঘ্য-নিবেদন করেন।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯২৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার যোগ সাধনার সিদ্ধি লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এক সময় বলিয়াছিলেন—"যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত বিবেকানন্দ কি করিয়াছে।" কিন্তু কালে অনেক যুগের ভবিষ্যদ্বাণী। বিবেকানন্দ জন্মিবে।" তিনি আর একটি অমূল্য ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন "ভারত ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে স্বাধীন হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দ ও ১৯২৬ খৃঃ সালে বলেন—"ভারত স্বাধীন হইবে। ইহা ভগবানের নির্দ্দেশ (A thing decreed.) তবে এখন ও সে সময় আসে নাই।"

কি ভাবে ভারত স্বাধীন হইবে? প্রশ্ন করিলে পাঁণ্ডিচেরী আশ্রম মাতা 'শ্রীশ্রীমা' উত্তর দেন "ঘটনা চক্রে এমন দাঁড়াইবে যে ইংরাজ অতি শীঘ্র ভারত ছাড়িয়া যাইবে।" শ্রীঅরবিন্দ খৃঃ ১৯১০ সালের "ধর্ম্ম" ও "ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন।

পাঁণ্ডিচেরী আশ্রম মাতার পরিচয়:—ইঁনি বিদেশিনী ফরাসী পণ্ডিচেরী আশ্রম ভদ্র মহিলা; ইঁহার নাম মাদাম্ মীরা রিসার—মাতা মীরা দেবী। ফরাসী মণীষী পল্ রিসারের ধর্ম্মপত্নী। ইঁনি

'You must keep the temple clean if you wish to instal there the living Presence". Page—ibid.

জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশানধারী,
পথ চেয়ে যা'র কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী।
'গান্ধিজী'—সত্যেন্দ্রনাথ

(পল রিসার) পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া বলেন (১৯২৪ খৃঃ)—"পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমি সাধু সন্ন্যাসীর অন্বেষণে ঘুরিয়াছি। কিন্তু পণ্ডিচেরীতে গিয়া আমি প্রকৃত সাধু দর্শন করিলাম। এই সাধুর নাম শ্রীঅরবিন্দ। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য এবং দিব্যজীবনের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে শুধু ভারতের নয় সমগ্র এশিয়ার তিনি ধর্ম্মগুরু।" ফ্রান্সে থাকিতেই মীরা রিসার (ভাবী আশ্রম মাতা) শ্রীঅরবিন্দের ছবি দেখিয়া বলিলেন "দশ বৎসর বয়সে আমি স্বপ্নে এই মুর্ত্তি দেখিয়াছিলাম এবং ইঁনিই যে পৃথিবীর পরিত্রাতা, তাহা তখনই অনুমান করিয়াছিলাম।" এ উপকথা নয়; সাধু ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবেই। আজি (১৯৫৪ খৃঃ) 'শ্রীঅরবিন্দ' যোগ 'ও দর্শন' পৃথিবী ছড়াইয়াছে *(P)—এই জন্য কবি ও বলেন :—

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়।
বাঙ্গালীর ছেলে, বাঘে ও বলদে ঘটাবে সমন্বয়।"

এই বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট—সন্ন্যাসীদ্বয়ের মুনি-ঋষিত্ব প্রাপ্তি আধুনিক যুগের চমৎকৃতি ও বিস্ময়। সত্যই জগজ্জনমনোহর। এই সেদিনের কথা।

এক্ষণে তৃতীয় ভারতীয় মহাপুরুষ 'মহাত্মা'র কথা :—

And then Gandhi came. ... ...The greatest gift for an individual or a nation, so we had been told in our ancient books was "abhay" fearlessness, not merely bodily courage but the absence of fear from the mind. Janaka

*(P) দিয়াছ মানবে জগৎ জননী দর্শন উপনিষদে দীক্ষা।
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্পে কর্ম্ম, ভক্তি, ধর্ম্ম-শিক্ষা॥
কবি—ডি-এল, রায়।

and Yajnavalkya had said, at the dawn of our history, that it was the function of the leaders of a people to make them fearless. But the dominant impulse in India under British rule was that of fear, pervasive, oppressing strangling fear; fear of the army, the police, the wide-spread secret service; fear of the official class; fear of laws meant to suppress and of prison; fear of the landlord's agent, fear of the money-lender, fear of unemployment and starvation, which were always on the threshold.

(P. 311—D. I. Neheru)

'ভয়ের ভুমিতে— অভয় বাণী'র পতাকা বহন করিয়া দেশকে ইংরাজ আতঙ্ক হইতে রক্ষার জন্য গান্ধীজী আসিলেন ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতে। (খ)

Realizing that the main prop of British rule were fear, prestige, the co-operation willing and unwilling, of the people, and certain classes whose vested interests were centred in the British rule, Gandhi attacked these foundations. Titles were to be given up and though the title-holders responded to this only in small measure, the popular respect for these British-given titles disappeard and became symbols of degradation. (P313—Ibid)

(খ) আত্মার বলে কে পশুবলের মগজে ডাকায় ঝিঁ ঝিঁ ?
কে রে ও খর্ব্ব, সর্ব্বপূজ্য, গান্ধিজী। গান্ধিজী! গান্ধিজী।
—কবি সত্যেন্দ্রনাথ।

পণ্ডিত নেহেরুজীও এই শ্রেণীর ব্রিটিশ-ভক্ত রাজ-চিহ্নিত উপাধিধারী রাজাবাহাদুরদের 'Quisling' বা 'বিভীষণ বাহিনী' ও বলিয়াছেন। (ডি, আই,—পি, ২৮৪)

* গান্ধীজীর 'ধর্ম্ম' ধারণা —

Gandhi told the Federation of International Fellow-ships in January, 1928 that "After long study and experience, I have come to these conclusions that all religions are true ; (2) all religions have some error in them ; (3) all religions are almost dear to me as my own Hinduism. My veneration for other faiths is the same as for my own faith. Consequently the thought of conversion is impossible...... ...... Our prayer for others ought never to be—'God ! Give them the light thou hast given to me !" But "Give them all the light and truth they need for their highest development."(P. 315—Ibid)

'বাইবেলের সংশোধন পত্র' — স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতার প্রতিধ্বনি বা নবকলেবর মাত্র। জয় হিন্দ্!

(গ) Cf. Indian Thought : Mahatma Gandhi :—He fought for the abolition of abuses on the indigo plantation in northern India. (P. 226—Indian Thought & its Development—by Albert Schweitzer. [German])

He has devoted himself to the question of the social and ethical education of the people. In the forefront of the reforms that must be achieved, he places the removal of the existing prejudices against members of the lowest castes, the so-called untouchables, who

এই প্রসঙ্গে বিলাতী ধর্ম্ম-ধারণা বিচার্য্য। ইউরোপীয় Moral Science শুধু মাত্র Social অর্থাৎ মনুষ্যসমাজের মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু ভারতীয় মতে সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি রাগ-দ্বেষ মুক্ত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত প্রাণীসমাজই আমাদের সমাজ, কেবল মনুষ্য-সমাজই নহে; এই জন্য মোক্ষকামীরা সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অহিংসা আচরণ করিতে বাধ্য। (cf • ভারতীয় দর্শনের ভুমিকা (১৭৬ পৃঃ)—সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।)

এক্ষণে "জয়হিন্দ" মন্ত্রদ্রষ্টা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনীতে (১৮৯৭—১৯৪৬ খৃঃ) দেখা যায় ইনিও স্বামী বিবেকানন্দের মানস শিষ্য। পাঠ্যাবস্থায় স্বামীজীর বীর চরিত্র তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৩৮—৩৯ খৃঃ অব্দে তিনি ভারতীয় কংগ্রেস সভার অধিনায়ক ছিলেন। 'আজাদ-হিন্দ' ফৌজ গঠন করিয়া ভারতমাতার মুক্তির জন্য বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, সংগ্রাম করেন ও

number some fifty millions; the abolition of child marriage, the recognition of the principle that women should have equal rights with men; and the the complete control of alcohol and poisionous drugs.

...But he and in this, his thought is just like that of a modern European wants to change the economic condition that were at the root of poverty. (P. 227—Indian Thought & its Development—by Albert Schweitzer (German).

Gandhi's proposed Reforms :— His programme of village reform also includes the provision of better dwelling and better hygienic conditions, and the rational methods of farming. (P. 228—Ibid.)

নেতাজী।   শহীদ হ'ন। সেইজন্য তাঁহাকে দেশে বিদেশে সকলে নেতাজী বলেন। এস সকলে মিলিয়া আবার বলি—'জয়হিন্দ্'। নেতাজী সুভাষের ৬।৩।৩৬ (খৃঃ) তারিখের পত্রে দেখা যায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রিত :—"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব।" (উদ্বোধন—পৃঃ ৪৫৯, আশ্বিন ১৩৫৪)

জাতীয় ভাবধারার নদী বিগত শতক থেকে এই শতকের মধ্য ভাগ অবধি আ-হিমাচল কুমারিকা।ফল্গু খরস্রোতার ন্যায় গান্ধীজী।   তাহার আলুলায়িত-কুন্তল-সলিলে দেশকে প্লাবিত করিয়া আজি মহাসমুদ্রে মহাশান্তির ক্রোড়ে বিশ্ব জননীর কোলে; যেন ভারত দুহিতা খল খল হাঁসিতেছে। ঐ মহা-প্লাবনের অবদান 'পলিমাটি'—'গান্ধীদর্শন' হইতে আবার সোণার ফুল-ফসলে ভারত ভূমি শোভা-বিমণ্ডিত হইবে। বিশ্ববাসী ও বলিতেছে এই শুন—'Gandhi makes you think'.! *(N) (এই প্রসঙ্গে শ্রীরাসেলের উক্তি শুনুন।)

*(N) War :—If the "civilised portion of mankind" could be induced to desire their own happiness more than another's pain, if they could be induced to work constructively for improvements which they would share with all the world rather than destructively to prevent other classes or nations from stealing a march on them, the whole system by which the worlds' work is done might be reformed root and branch within a generation. (Roads to Freedom—B. Russell — P. 195.)

We may assure that there would no longer be unproductive labour spent on armaments, national defence, advertisements, costly luxurious for the very rich, or any of the other futilities incidental to our competitive system. (Roads to Freedom—B. Russell—P. 211.)

সেই চিন্তার সামগ্রী গুলি কি, তাহা জানিবার আকাঙ্খা শুধু ভারতবাসীর কেন জগৎবাসীরও হইবে। সেগুলি এই—

(১) ভগবানরূপ অনন্ত চৈতন্য-শক্তিই দিশারি।

(২) আত্মিক শক্তিই এই মতের ভিৎ।

(৩) ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর।

(৪) সরল জীবন যাপন ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ।

(৫) হস্ত পরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা কুটীর-শিল্পের প্রচলন ও বেকার সমস্যার সমাধান।

(৬) যথোপযুক্ত শ্রমে সন্তোষ লাভ।

(৭) পরের শ্রম শোষণ না করিয়া স্বকীয় শ্রমে নির্ভর করা।

(৮) উৎপাদন গ্রামকে স্বয়ং সম্পূর্ণ রাখিবে; রাষ্ট্রের আয়ত্তের প্রয়োজন হইবে না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-শক্তি

ইহাকে রক্ষা ও সাহায্য করিবে।

(৯) রাজনৈতিক শক্তি বিকেন্দ্রী করণের ফলে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ স্থাপনাই প্রকৃত গণতন্ত্র।

(১০) বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইলে, প্রত্যেকটি স্বাধীন কেন্দ্র বিপুল বিক্রমে তাহাকে রোধ করিবে।

[১১] রাজনৈতিক শক্তির কবল হইতে অর্থনৈতিক শক্তিকে মুক্ত করিতে হইবে।

[১২] গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশের সাধারণ লোকের দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালনা বিধেয়। ইহাই ব্যক্তি স্বাধীনতা পরিচালিত প্রকৃত গণতন্ত্র।

[১৩] সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত কুটীর শিল্প ও কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত জনগণের গার্হস্থ্য জীবনের সুন্দর আবহাওয়া সংহতি জীবন যাপনের ভিতর দিয়া মানব জীবনের

(*) Udbodhan — Ashar — 1354.

উদ্দেশ্যে পৌঁছিবার সমস্ত সুযোগ আছে।

[১৪] প্রতিযোগিতার সুযোগ নাই, সুতরাং অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণী সংগ্রাম ও যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা কম।

[১৫] আদর্শ শিক্ষার বলেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথা সম্ভব সামাজিক-নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে হইবে।

[১৬] বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতির অসাম্যই জড় জগতের সৃষ্টির কারণ। সুতরাং জড় জগতের সাম্যবাদ অর্থহীন। একমাত্র খাঁটি সন্ন্যাসী — যিনি নিজ আত্মার সঙ্গে বিশ্বের সকল আত্মার অভিন্নরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম, তিনিই কেবল সাম্যবাদী।

[১৭] ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম কর।

[১৮] অহিংসা নীতিই বিশ্ব-শান্তির সোপান।

এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের 'মহামানব মহাত্মা গান্ধীজীর মহা প্রয়াণে' কবিতাটি উদ্ধৃতি করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য নিবেদন করি।

'মহা-প্রয়াণে'

হায়! হায়! কি করিলি রে মূর্খ পথিক।
ফুৎকারে নিবাইলি মঙ্গল প্রদীপ॥
মুক্তি গঙ্গার ভারত
সাধনার ভগীরথ,
বহাল যে স্বপ্ন দিয়ে ধিক শত ধিক॥ ১

হে ভারত মাতা তব স্নেহের বাছারে।
দিলে ছাড়ি কোল হতে, শোকের পাথারে॥
ডুবাইলে দেশবাসী;
রাহু শশী নিল গ্রাসি,
রুদ্ধ বেদনায় বুক নিরাশ আঁধারে॥ ২

কাঁদে হাহাকার করি, লোক পথে পথে,।
মহান্ মানব আজি গিয়াছে স্বরগে ॥
তোমাদের সুখে দুখে
আর বাঁধিবে না বুকে,
অনশনে ম্লান-মুখে ধূলির মরতে ॥ ৩

ভূ-ভারত শোক-ডুবি, টুটে গেছে স্বপ্ন।
ফিরিবে না শান্তি মাগি দেশে দেশে নগ্ন ॥
ছিলে মানবের পুঁজি,
অর্থ বুঝি — নাহি বুঝি,
মনোরথ ধূলি-তলে হ'ল আজি মগ্ন ॥ ৪

প্রচারিলে ধরা মাঝে জীবনের বেদ।
মানুষে মানুষে কভু আছে কিগো ভেদ ॥
মন্ত্রে হয় সিদ্ধি লাভ,
তুচ্ছ কামনার যাগ,
মরণে বরণ করি শিখালে নির্বেদ ॥ ৫

আজি তাঁর কথা লয়ে গাথা আলোচনা।
বল ভাল মন্দ যত নিছক কল্পনা ॥
আর আসিবে না ফিরে,
আশ্রয় দিবে না নীড়ে,
দধিচীর তনুত্যাগে সম্পূর্ণ সাধনা ॥ ৬

এস, মুক্ত নভ-তলে ভারত মন্দিরে।
ফেলি অশ্রু নীরবেতে স্মরি এ সন্ধিরে ॥
হেরি তিনি দিব্যলোকে,
মুক্ত সুখ-দুখ-শোকে ;
করিছেন নেত্রপাত ; উদ্দেশে বন্দিরে ॥ ৭

পেয়েছ যে দান তার তুলনা কোথায়।
ভাবিনি এমন ভাবে দিব গো বিদায় ॥

এ ত মাত্র রূপান্তর,
কেন তবে ভাবান্তর ?
আমাদেরই মাঝে তিনি নব প্রেরণায় ॥ ৮
লো যমুনে ! রাখ ছলা, দাও ফিরাইয়ে ।
অবতারে রেখেছিলে কোলে লুকাইয়ে ॥
হাসিতেছ ছল ছল,
ভাষিতেছ কল কল,
করিতেছ উপহাস, ভেঙ্গে যায় হিয়ে ॥ ৯
কল্পনার পাখা বেয়ে ধাই অলকায় ।
কি বিরাট আয়োজন বরিতে তাঁহায় ॥
বাজিছে দুন্দুভি শঙ্খ,
আসে বীর নিঃশঙ্ক,
নবীন মোহন চাঁদ মন্দার মালায় ॥ ১০

(প্রথম প্রকাশ ১৮ই মাঘ, ১৩৫৪ সাল ।)

আর একটি কথা ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার বাসনা ছিল, সেই কারণে তিনি প্রার্থনা সভায় একটি দোঁহা গাহিতেন—

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম ।
পতিত পাবন সীতারাম ॥
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম ।
সবকো সুমতি দে ভগবান ॥"

আর একটি বৈদান্তিক ও স্বরাজ-কামীর উচ্চাঙ্গের দর্শনের কথা বলিয়া এই অধ্যায় সম্পূর্ণ করি । ইহার নাম 'শ্রীঅরবিন্দ দর্শন' :—কথায় আছে History is a practical philosophy (ইতিহাস দর্শন শাস্ত্রের ব্যবহারিক শাখা, যেমন বেদান্ত বেদের ।) প্রারম্ভে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী জানা অনাবশ্যক হইবে না ।

১৮৭২ খৃঃ অব্দ :—১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ (ডাক্তার সাহেব, I. M. S.) পিতৃভূমি কোন্নগর, প্রাচীন বর্দ্ধমান জেলা (বর্ধমান বিভাগ) ইনি পুণ্যাত্মা রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। ১১।১২ বৎসর বয়সে বিলাতে অধ্যয়ন আরম্ভ; লণ্ডনের সেণ্টপল হাই স্কুলে পাঠ সমাপন; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ও বৃত্তিলাভ।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ট্রাইপস্ Tripos (উপাধি) পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যে (Classics) সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার ও বৃত্তিলাভ (ক)। লণ্ডন কেন্দ্রে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (আই, সি, এস্) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও প্রাচীন সাহিত্য পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান। ছাত্রজীবনেই রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ। 'ভারতীয় মজলিসে' যোগদান হরি সিং, গৌর, কে, জি, দেশপাণ্ডে প্রমুখ ছাত্রদের সহিত 'ভারত উদ্ধার' ব্রতগ্রহণ। *।

(P) এই সময়ে সাহাজী রাও গাইকোয়ার (বরোদার মহারাজা) লণ্ডনে ছিলেন। তিনিই (বরোদার মহারাজা) শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার রাজ্যে সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত করেন ও পরে কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগ ও উপাধ্যক্ষ পদে উন্নীত করেন।

১৮৯৩—১৯০৬ খৃঃ বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ।

---

*(1) Shri Aurobindo & His Ashram :— Mazzini of India — (A. B. Patrika 15. 8. 54) (R. C. R.) Like Mazzini of the liberation movement of Italy, he (Aurobindo) was the prophet inspirer and guide of the liberation movement in India."—

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঈশান স্কলার"—ইহারই অনুরূপ।

(P) শ্রী কে, এম্ মুন্সী উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল গভর্ণর অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দের ছাত্র।

কলেজের কার্য্যকালে তিনি (অরবিন্দ) ভারতীয় কৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা ও ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। মধ্যে মধ্যে বোম্বাই এর 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকার রাজনীতি বিষয়ক কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন কংগ্রেস নরম পন্থীদের 'আবেদন নিবেদন নীতি'কে কটাক্ষ করিয়া রাজনীতি ও সাহিত্য-চর্চ্চা ছাড়া 'যোগ-বিদ্যা'ও হাতে-কলমে অভ্যাস করিতেন। কখনও কখনও বাংলা দেশে বেড়াইতে আসিতেন ও রাজনীতির গতিবিধি লক্ষ্য রাখিতেন। ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া ছয়টি জেলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপন করান।

১৯০২ খৃঃ অব্দে :—স্বামীজীর লোকান্তর ঘটনায় তিনি বাংলায় আসার সংকল্প করেন।

১৯০৬ খৃঃ—বরোদার কলেজের উপাধ্যক্ষের পদত্যাগ, ভারত উদ্ধার কর্ম্মে আত্ম সমর্পণ ও বাংলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজের অধ্যক্ষের পদগ্রহণ। ইংরাজী 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনা। এই পত্রিকা ঝড়ের উড়ো-পাতার মত ভারতের প্রতি ঘর ছাওয়াইয়া দিল। দাসত্বের ধূলিতে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হইল।

বন্দেমাতরম্ ইং পত্রিকার সম্পাদনায় শ্রীঅরবিন্দ।

১৯০৮—৯ খৃঃ — আলিপুর মাণিকতলা বোমার মামলায় অপরাধী সন্দেহে শ্রীঅরবিন্দের কারাবরণ হয় ও বিচারান্তে মুক্তি লাভ হয়। তাঁহার উত্তরপাড়া বক্তৃতায় যোগ সাধনার আভাষ ও পাওয়া যায়। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে আলিপুর মোকর্দ্দমার আদালতের তাঁহার নির্ভীক জবানবন্দী উল্লেখযোগ্য বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :— "স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা যদি পাপ হয় তাহা হইলে আমিই প্রথম অপরাধী ব্যক্তি"। (II)

(II) Sri Aravindo Ghose (born 1872) like Tagore, attempts to explain Brahmanic mysticism in the sense

উত্তরপাড়ার বক্তৃতার পরই তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) বলেন— "এখন সময় এসেছে—ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরার,—ভারতের প্রকৃত আত্মাকে সকল কর্ম্ম তারই অনুরূপ করা চাই !" তখনও তিনি 'কর্ম্মযোগিন্' ও 'ধর্ম্ম' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তিনি বুঝিলেন যে কর্ম্মপন্থার গতি পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই সুরে একটি প্রবন্ধে বলিলেন "ইউরোপের অনুকরণে আমাদের সমাজকে গঠিত করিলে আমাদের সমাজের ক্লেদ দূর হইবে না। (A) সমাজ-হিতৈষীদের এই অনুকরণ স্পৃহা ; যন্ত্র চালিতের ন্যায় এই প্রাণহীন প্রচেষ্টা এবং দোষ ও গুণ যা'ই থাকুক না কেন, এতে জাতির আত্ম চেতনা মুক্তি পায়

---

of ethical world and life affirmation. Since then he has lived in Pondichery solely occupied with the renewal of Indian thought. He wants to lead his countrymen out of the temples and out of the narrowness of the Schools of bearing into life itself. 'The past' he says, "must be sacred to us, but the future still more sacred." He is as firmly convinced as Vivekananda that the spirit of India is destined to lead mankind, while Tagore sets his hopes on a Philosophy in which the thought of the East and the thought of the West will unite in sharing what is best and most profound in each other's spiritual possessions. (P. 249—Indian Thought and its Development by Albert Schwitzer, German).

According to a saying of Arobindo Ghose,— "India holds in its hand the key to the progress of humanity."— (P. 254 Ibid).

(A) India······This lust (Imperialism) would probably be in temporary abeyance on the morrow a

না—তা'র অবলম্বন ও রোধ করতে পারে না। 'এ হলো' সেই আত্মিক শক্তি; কারণ এই শক্তি দ্বারাই আমরা অন্তরে মুক্ত উদার হয়ে রাষ্ট্র জীবনে স্বাধীনতা ও মহত্ব লাভ করিতে পারি।"

ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে ব্যগ্র হইয়া তিনি লিখিলেন :—"রামায়ণে, মহাভারতে, প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রে, কাব্যে শিল্পে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে যে ভারতকে আমরা পাই, তাহার রহস্য কি? জ্ঞানে বিজ্ঞানে গরীয়সী ভারত তার সমাজ জীবনের যে অপূর্ব্ব সৌধ গড়ে তুলেছিল তার ভিত্তিই বা কি? ক্ষত্রিয়, শিখ এবং রাজপুতের অনন্য-সাধারণ বীরত্ব ও ত্যাগের ভিতর দিয়ে ভারতের যে অপরাজেয় জীবনী-শক্তি অভিব্যক্ত

---

socialist revolution, and at such a moment a new departure in Asiatic policy might be taken with permanently benificial results. I do not mean, of course, that we should force upon India that form of democratic government which we have developed for our own needs. I mean rather that we should leave India to choose its own form of Govt, its own manner of education, and its own type of civilization. India has an ancient tradition very different from that of Western Europe, a tradition highly valued by educated Hindoos but not loved by our schools and colleges. The Hindoo nationalist feels that his country has a type of culture containing elements of value that are absent, or much less marked, in the West; he wishes to be free to preserve this and desires political freedom for such reasons rather than for those that would most naturally appeal to an Englishman in the same subject position. The belief of the European in his own kultur tends to be fanatical and ruthless, and for this reason as much as for any other the independence of

হয়েছিল তা'র পিছনেই বা কি ছিল। এই যে সর্ব্বাঙ্গীন নিখুত বিরাট সভ্যতা, এর পিছনেই বা কি ছিল? এ সব কিছুই সম্ভব হত না, যদি না আত্মার ও মনের শিক্ষায় ভারতীয় কৃষ্টি বিরাট। ভারত সম্পূর্ণতা লাভ করে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার পথে চলতো।" (K)

'মানুষের মৌলিক অধিকার বিষয়ে 'হাওড়া পিপল্‌স এ্যাসোসিয়েশনে' তিনি বলেন প্রত্যেক স্বাধীন জাতির তিনটি মৌলিক অধিকার থাকিবেই; সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, (২) বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা, ও (৩) সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা। এই তিনটি অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

---

extra European civilisation is of real importance to the world, for it is not by a dead uniformity that the world as a whole is most enriched. (Roads to Freedom — B. Russell — P. 167)

The existing evils in international relations spring at bottom from Psychological causes from motives forming part of human nature as it is at present. Among these the chief are competitiveness, love of power and envy, using envy in that broad sense in which it includes the instinctive dislike of any gain to others not accompanied by an at least equal gain to ourselves. The evils arising from these three causes can be removed by a better education and a better economic and political system. (Roads to Freedom—B. Russell—P. 168)

(K) The Brahmanic mysticism :—The Brahmanic mysticism of identity with the Infinite is that of quite a different nature from European mysticism. In the latter man gives himself up to the Infinite in humble devotion and in the Infinite is absorbed ; in Brahmanic mysticism he

মানবের মৌলিক অধিকার।

বাক্যের স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই জাতি তাহার আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মধ্যেই এই স্বাধীনতা প্রতিফলিত। আর এই দুই প্রকার স্বাধীনতার মধ্যেই দেখা দেয় পরস্পর মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার। .... মানব সমাজে ঐক্যের অপেক্ষা শক্তিশালী জিনিষ আর কিছুই নাই। ইহার দ্বারাই মানব-সমাজ পরিচালিত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ....ভারতবর্ষে আজ এই ঐক্য,—এই সংঘবদ্ধতারই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।" —

নিবেদিতার গোপন সংকেত।

১৯১০ খৃঃ — ৪ঠা এপ্রিল—"হঠাৎ ভগিনী নিবেদিতা সংবাদ দেন যে শীঘ্রই শ্রীঅরবিন্দ নির্ব্বাসিত হইবেন। তিনিই তাঁহাকে পণ্ডিচেরী যাইতে উপদেশ দেন। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর হইতে ছদ্মবেশে পণ্ডিচেরী যা'ন ও প্রায় তিন চারি বৎসর পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের ন্যায় আত্মগোপন অবস্থায় সাধনা করেন। যাইবার সময় বলিয়া যা'ন — ১৯৫৬ খৃঃ অব্দে ভারত স্বাধীন হইবে। ভারতের স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষা হয়, তাহার জন্য আমাকে তপস্যা করিতে যাইতে হইতেছে।"

১৯২১ খৃঃ — মাদাম মীরা রিসার শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যা হ'ন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (আইরিশ) ডাঃ এইচ,

---

realises with pride that in his own being he carries Infinite Being within himself.

Compared with the Brahmanic super-man, Neitzsche's is a miserable creature. The Brahmanic supar-man is exalted over the whole universe, Neitzsche's merely over human society. (P. 36 — Indian Thought and its Development—by Albert Schweitzer, German).

বীরা বিসারের টীকা— জাপানের অর্ঘ্য।

এল. কুজিন এসিয়াটিক ম্যাগাজিনে বলেন :—"গীতি কবিতায় ইনি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও ইহার সমগ্র প্রতিভায় ইনি ইহাদের বহু উচ্চে আসীন। কারণ কবি প্রতিভার সহিত ইঁহার আছে বিরাট দার্শনিক জ্ঞান ; জীবন্ত ভাস্বর ভাষা ও পরমার্থিক শিব-দৃষ্টি। এই সব গুণে জগৎ-মন্ত্র স্রষ্টাদের মধ্যে ইঁহার প্রধান স্থান। .... যাঁহার কথা বলিতেছি সেই অরবিন্দ জাতিতে বাঙ্গালী।"

১৯২৬—২৮ খৃঃ — দেশবন্ধু পণ্ডিচেরী যান নেতৃত্বের আহ্বান-দুত হইয়া। গান্ধীজী দেশবন্ধুর পরলোক গমনের পর দেশের ডাক। নেতৃত্বের আহ্বান-লিপি-দূতী পাঠাইলে তিনি উত্তরে সংবাদ দেন—তাঁহার সে সময় এখনও আসে নাই। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরী যোগাশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ দর্শন করিয়া বলেন :—"আত্মার বাণী বহন করে কবে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন, সেই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে — "শৃন্বন্তু বিশ্বে"— ।"

ইং আর্য্য পত্রিকা।

পণ্ডিচেরী আশ্রম হইতে তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) যে ইংরাজী 'আর্য্য পত্রিকা' বাহির করেন তাহাতে তাঁহার অমর ভাবধারা চির-ভাস্বর ও অম্লান থাকিবে। ১৯২৬

ইং আর্য্য পত্রিকা ধ্যানমগ্ন ঋষি। বৎসরে তিন দিন ভক্তদের দর্শনদান।

খৃঃ সনে সিদ্ধিলাভের পর হইতে বৎসরে মাত্র তিন দিন তিনি ভক্তদের দর্শন দিতেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বর্ষব্যাপী পণ্ডিচেরী তীর্থে যে সাধনা করেন তাহা ভারতের অমূল্য সম্পদ।

His Ashram — Prof. Tan Yun Sen (of Bishwa Varati, Santi Niketan) remarked paradoxically—"The Ashram is not in Pondichery, but Pondichery is in the Ashram." As the Ashram stands today, it has about nine hundred inmates of varying ages, from tender to old age with about one hundred temporary guests or visitors......... A. B Patrika 15. 8. 54)

রোমাঁ রোলাঁ, স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাসব্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের ও আমেরিকার মণীষীগণ তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

নর্মদার কালীমাঈ।

যোগীবর লেলের নিকট দীক্ষা গ্রহণ

সাধনার প্রথমস্তরে তাঁহার নর্ম্মদা নদীতীরে কালীমূর্ত্তি দর্শন সৌভাগ্য হয় ও কয়েকজন সন্ন্যাসী ও যোগীর নিকট যোগ শিক্ষা লাভ ঘটে। ১৯০৩ খৃঃ অব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ১৯০৮ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাযোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের নিকট দীক্ষালাভ ও সাধন পথিক। কারাগারে সাধনার সিদ্ধি-বিকাশ বাসুদেব দর্শন ও গীতালাভ। গীতার যোগমার্গ সাধন।

দিব্য-জীবন।

ঋষি অরবিন্দ দর্শনঃ—শঙ্করের মায়াবাদ এই 'দর্শনে' নাই; আবার নির্ব্বিকল্প সমাধি-লাভ পূর্ব্বক নীরব নিঃশব্দ ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন ইহা তাঁহার দিব্য-জীবনের বিষয় নহে। আনন্দই জীবনের বিকাশ, আনন্দই জীবনের স্থিতি ইহাই শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন। ধারার জ্যোতির প্লাবন ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে প্রবাহিত হইয়া জ্ঞানে, কর্ম্মে এবং প্রেমে মানবীয় সত্ত্বাকে অতি-মানবীয় সত্ত্বায় পরিণত করিয়া দিবে তাহার প্রাত্যহিক জীবনের চাঞ্চল্যকে চৈতন্যময় এক নীরবতায় রূপান্তরিত করিবে; তাহার প্রতিক্ষণের অনুভূতিকে ভাগবতী শক্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শক্তিমান করিয়া তুলিবে—ইহাই শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মর্ম্ম কথা। "কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু হয়ে মুক্ত যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে এ কিরূপ অধ্যাত্ম-সিদ্ধি! ভেদ-প্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্ম-

প্রতিষ্ঠ-আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি-সংঘ চাই। এইভাব নিয়েই দেব সংঘ নাম দেওয়া হইয়াছে।

"আমরা জগতের কোন কাজ বাদ দিতে চাই না; রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে।" —"এখন সময় এসেছে—ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরার, ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তা'রই অনুরূপ করা চাই।" "দেহকে শব দেখা, সন্ন্যাসের নির্ব্বাণ-পথের লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না। **(N) সর্ব্ব বস্তুতে আনন্দ চাই, যেমন আত্মায় তেমনি দেহে। দেহ চৈতন্য-ময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাতে ভগবানকে

**(N) The Bhag-vad Gita stands in a curious relation-ship to ethics. The ethical and non-ethical are found in it side by side.

Like tha Buddha, if less forcibly, it demands an attitude of mind that is free from hatred and kindly as proof of inner freedom from the world. Hinduism has a far stronger interest in ethics than has the Brahmanic doctrine. (cf Gita XII — 13-14)

But Hinduism in the Bhagvad Gita does not yet take the actual step of demanding ethical deeds. Love to God is in it an end in itself. Hinduism does not make love to God find expression in love to mankind. Because it fails to reach the idea of active love, the ethic of the Bhagvad Gita is like a smoky fire from which ,no flame flares up-ward. (Page 193), Indian Thought its Development by Albert Schweitzer.

The Bhagvad Gita has a sphinx like Character.

) (Page 195—ibid.)

দেখলে, "সর্ব্ব মিদং ব্রহ্ম—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" (ক) এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। "দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেব-জীবনের লক্ষ্য।"

"ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্ম বোধের বা ধর্মের নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের ভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি—চিন্তা ফোবিয়া।' আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের উপাসক; সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিশাল চিন্তা সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়ে ছিলেন; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁরা পথ যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগ কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে 'অচলায়তন', বাহ্য ধর্মের গোঁড়ামি, অধ্যাত্ম-ভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন ভারতের পুনরুত্থান অসম্ভব। 'শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই, সেখানে 'সহজ' উপাসনায় প্রেম ও থাকে না। সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, 'শক্তি' নিরুপায়। আসে; ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায়? বঙ্গ দেশে? যত ঝগড়া মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা দলাদলি আছে ভেদ ক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।" লাখ লাখ শিষ্য চাই না। একশ ক্ষুদ্র আমিত্ব শূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে পাই, তাই যথেষ্ট।

---

*(ক) তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে মহামানবের গাহরে জয়।
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়॥
—কবি সত্যেন্দ্রনাথ

প্রচলিত গুরু-গিরির উপর আমার আস্থা নাই, আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে হো'ক, অপরের স্পর্শে জেগে হো'ক, কেহ যদি ভিতর থেকে সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে, ভগবৎ জীবন লাভ করে এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই দেশকে গড়ে তুলবে।"

শক্তি-তন্ত্র সাধনা :—শিব ও শক্তি এক এবং অভিন্ন। শিবরূপে ব্রহ্ম শান্ত এবং সমাহিত নিষ্ক্রিয় এবং নিস্তব্ধ ; আর শক্তিরূপে ব্রহ্ম সৃষ্টির কার্য্যে সর্ব্বক্ষণের জন্য সক্রিয়। তন্ত্রের এই আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সাধনার অন্যতম সোপান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। (ক)

শঙ্কর রামানুজ ও চৈতন্যদেব ইঁহারা প্রত্যেকেই ভগবৎ লীলার উপর ঝোঁক দিয়াছেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ইহার বিচিত্র আবর্ত্তন বিবর্ত্তন সব কিছুর মধ্যে ব্রহ্মা শক্তিরূপে লীলারত মাত্র। শ্রীঅরবিন্দও সেই একই কথা বলিলেও একটু সুর পালটানো, 'লীলা' মাত্র নয়, (শক্তির) লীলা প্রত্যক্ষ এবং বাস্তবগতি জীবন ও আনন্দ এই লীলার মধ্যে। কর্ম-বিমুখ জীবনের স্থান নাই ; ইচ্ছা শক্তি বিহীন জীবনের স্থান নাই তাঁহার সাধনায়।"

বৌদ্ধ নির্ব্বাণ বা বৌদ্ধ মতের ধারণা :—স্বতঃ উৎসারিত এবং অবিচ্ছিন্ন কর্মের পথে জীবন যেভাবে সার্থক সুন্দর হয়, বৌদ্ধ মতবাদ। নির্ব্বাণের পথে সে আশা নাই। (I)

নীটশের অভিমানবত্ব :— নীটশের সুপারম্যান ক্ষমতা-

---

*(ক) ভারত-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। —কৃত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

He (Buddha) sowed the seed of ethics on the field of world and life-negation, but the wind carried some of the seed on to the other land. In the course of the centuries there ripened in the popular thought,

-শালী মানুষ, অদম্য ইচ্ছাশালী মানুষ মাত্র। অহং এর নীটশের দর্শন। প্রাধান্য পুর্ণতা দিতে পারে নাই। মানবীয় সমস্ত ক্ষমতা ও উত্তমকে ভগবৎ-মুখী করিয়া তুলিতে পারিলেই উহার অতিমানবত্ব-লাভ সুনিশ্চিত। The divine descent makes man a superman.

মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ঝঙ্কার গীতার ধারণা:— শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত সেই আত্মসমর্পণের যোগ সাধনা ভারত হইতে শ্রীগীতা ভাষ্যে লুপ্ত হইবার সন্ধিক্ষণেই শ্রীঅরবিন্দের বাণী শক্তি-যোগ। শ্রীকৃষ্ণের গীতায় কর্ম-জ্ঞান ও ভক্তি যোগ কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের গীতায় ভাষ্যে 'কর্ম-জ্ঞান ও ভক্তি' যোগের সঙ্গে 'শক্তি'-যোগ আছে। এই 'শক্তি' ভাগবতী শক্তি। শ্রীঅরবিন্দের যোগ – সত্যের সাধনা কতখানি সহজ ও ঋজুপথে যোগ দর্শন। সম্ভব ও তাহার অভ্রান্ত নির্দ্দেশ, শ্রীঅরবিন্দের যোগে দেদীপ্যমান। সার কথা সেই সনাতন গীতার কথা—'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'। সেই যোগ সাধু

---

which was little or not at all affected by the dogma of world and life negation, a magnificent harvest grown from the seed of his ethical ideas.

(p. 119—Indian thought & its Development by Albert Schweitzer (German)).

After long hesitation the spirit of India was obliged in the main to reject the Buddha's world and life negation. But it kept his ethic. (p. 120—Idid)

It is doubtless due to Buddhistic influences that Manu's Law Book replaces the ancient Brahmanic supra-ethical world and life negation of which it still makes mention by ethical world and life-negation.

(p. 168—Ibid)

সন্ন্যাসীদের একচেটিয়া জিনিষ নহে, ইহার জন্য পর্ব্বতে, অরণ্যে কিংবা গুহার মধ্যে যাইবার দরকার নাই। অধ্যাত্ম-জীবন ও সাংসারিক জীবন বলিয়া বিভিন্ন বস্তু কিছু নাই। জীবনই যোগের অবলম্বন এবং আশ্রয়; সে জীবন সংসারে শতকর্মের মধ্যেই হউক কিংবা দূরে নির্জ্জন নিবাসেই হউক। কারণ 'ভিক্ষু সন্ন্যাস' ত বর্ণাশ্রমীদের চতুর্থ আশ্রম মাত্র, কাজেই অপর তিনটিও আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, সংসার বা গার্হস্থ ও বানপ্রস্থ আশ্রমগুলিতে যোগ সাধনা হইবে না—একথা কোথায় আছে? এ যুগে প্রাচীন অষ্টাঙ্গযোগ যুগোপযোগী নয়। (ক) স্বাভাবিক কাজ

(ক) এই কথা গুলিতে স্বামীজীর কথার সুর ও আলোক বাজে। স্বামীজী ও অনুরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন—'রাজ-যোগ' গ্রন্থে ইহার ভাষ্যে তিনি বলেন—"আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম্ম-উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় গুলির দ্বারা আপনার ভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ বা অনুষ্ঠান পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।"

(রাজ যোগ—স্বামীজী)

এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর প্রতি বর্ত্তমান লেখকের 'বিবেক মন্দির' কবিতাটি অর্ঘ্যদান হিসাবে আবৃত্তি করি। (এই কবিতাটি 'উদ্বোধন' আশ্বিন ১৯৫৪-৪৯বর্ষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ পায়।

'বিবেক মন্দির''

রচিলে মরতে নব তপোবন
অতি মনোহর শিল্প ছবি।
নূতনের মাঝে চির পুরাতন,
জগতে শিখালে তাপস কবি॥
হে বীর সন্ন্যাসী! ভুলাবে বিস্মৃতি,
আনিলে ধেয়ানে নবীন সাজ
অনন্তকালের বুকে দীপ্ত স্মৃতি
আচার্য্যে সঁপি মহান্ আজ॥

কর্ম্মের মধ্যে দিয়াই যোগী হইতে হইবে। 'All life is Yoga' সমস্ত জীবনই যোগ-সাধনা। ইহাই অরবিন্দের Dynamic Yoga, সক্রিয় যোগ। সেইজন্যই তাঁহার নিকট তেমন অর্থ হেয় নয়; যেমন 'কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ' সন্ন্যাসীদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে কিন্তু অর্থ শক্তি-যোগাঙ্গ।

চির নূতনের সাধক বিবেক,
সাবাস্ সাধনা কঠোর তপ।
বহু দেব মাঝে বিরাজিত এক,
শিখালে মানবে চিনালে পথ॥
ওগো কর্ম্মবীর! আসি ধরাতলে,
পরহিত ব্রতে কত না শ্রম।
স্থাপিলে কীর্ত্তি মিলি দলে দলে,
উদিল প্রভাতে নব আশ্রম॥
ভরে মহিমায় দূর হতে দূর,
গাহিছে গাথায় কত না কবি।
অমিয়া ঝরায় ঝরিণী বেলুড়,
তুষিছে সেবায় মহান ছবি॥
তাপিত জ্বালায় জুড়াতে ব্যথায়,
কত দেশ হতে আসিছে যাত্রী।
লভিতে প্রসাদ জমিছে সেথায়,
পোহাবে পরশে গহন রাত্রি।
অস্থি লতা ঘেরি লাবণি তনিমা,
প্রেমের কমল কাম পল্বলে।
মোহন মন্তরে অতীত মহিমা,
জাগালে সাধক হোম অনলে॥৭
জীবনের দীপে লভিতে প্রভাতী,
ব্যাকুল বাসনা নিল গো টানি।
সদাই ভাবনা হবে না সে সাথী,
কাঁদি গো আকুলি পেতে সে বাণী॥৮

অর্থ সম্বন্ধে তিনি বলেন Money (1) is the visible source of a universal force and this force in its manifestation on earth works on the vital and physical planes and is indispensible to the fullness of the outer life. In its origin and its true action it belongs to the divine.

(Mother-Sree Aurobinda)

তিনি সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠাকামী। কবির কথায় বলি :—
"শ্রীঅরবিন্দ আমাদের লহ নমস্কার।"

'আমেরিকা ও অরবিন্দ দর্শন' :—সুখের ও গৌরবের কথা—অনেক ভারতীয় ও বৈদেশিক বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে আজকাল 'শ্রীঅরবিন্দ দর্শন' ও সাহিত্য, এম, এ, উপাধি পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছে ও স্নাতকোত্তর ছাত্রেরা তাহা অধ্যয়ন করিতেছে। আমেরিকা কিন্তু ভারত ও ইউরোপ অপেক্ষা যত্নবান ও অগ্রণী। কালিফোর্ণিয়া ষ্টানফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ে অরবিন্দ দর্শনের জন্য একটি চেয়ার (অধ্যাপকের পদ) সৃষ্টি করা হইয়াছে। কলিকাতার ডাঃ হরিদাস চৌধুরী এই পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। আমেরিকার সাইরা-কিউজ বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ চেয়ার সৃষ্টি করিয়া 'অরবিন্দ দর্শন' অধীত ও আলোচিত হইতেছে।
'বন্দে-মাতরম্।'

আমেরিকায় অরবিন্দ দর্শন।

---

(1) But if actual coin were paid, a man might hoard it and in time become a capitalist. To prevent this, it would be best to pay notes available only during a certain period, say one year from the date of issue. This would enable a man to save up for his annual holiday but not to save indefinitely.

(Roads to Freedom—B. Russell—page 199

কার্জ্জন গেট (বিজয় তোরণ) ১৯০৬
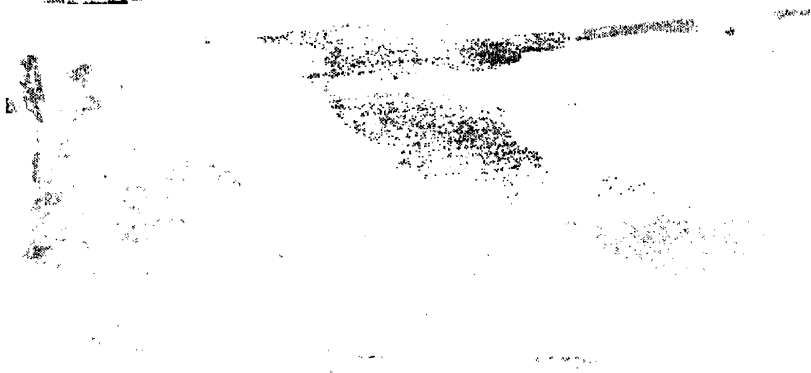
মাইথন বাঁধ পরিকল্পনার একটি দৃশ্য।

বাংলা সাহিত্য ও স্বদেশী :— বঙ্গ সাহিত্য আকাশে অনেক জ্যোতিষ্ক ও গ্রহ স্বদেশীর প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন —তন্মধ্যে—'রবি ও তাঁহার উপগ্রহ' কবিদের দান উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশী আন্দোলনের দোলা-লাগা বর্ধমান :— ইংরাজ পণ্ডিত লিখিত 'বর্ধমান গেজেটার' পুস্তিকা পাঠান্তে মনে হইল বর্ধমানে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি, কিন্তু ইতিহাসে স্থান পাইবার মত মানুষ একমাত্র বর্ধমান জেলার ছবি-'রাজা'। ছবি-'রাজা'র নামের প্রতি মোহ ইংরাজের থাকিবেই, কারণ 'রাজা' ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ সালের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজকে যথেষ্ট অর্থ ও লোকজন দিয়া সাহায্য করে ও ইংরাজের রাজত্ব কায়েমী করে। *(ক) 'রাজা' বলিতে যে 'অর্থ বুঝায়, এখানে রাজা' শব্দ তাহা বুঝায় না। ইহা ইংরাজী 'King' নয় 'Lord'। 'রাজা' অর্থের অবনতি ঘটিয়াছে। কারণ এই রাজার অর্থ বিরাট জমিদার ; যে প্রায় ৪০।৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব ইংরাজ সরকারে আদায় দিয়া থাকে। এই বাংলা দেশে ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপন করে ও এই সমস্ত রাজা-জমিদারের রাজস্ব লইয়া ধনেজনে বলী হইয়া এই 'দাবার বড়ে'র 'রাজা' 'ভারত'কে ক্রমাগত কিস্তি দিতে লাগিল। তবে করদ ও মিত্র রাজ্যগুলি কিঞ্চিৎ কর দিয়া এক তৃতীয়াংশে তাহাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখে। যদিও সকল রাজ্য ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করে কিন্তু তাহার মধ্যেও অনেক রাজা যুদ্ধ করিয়া নিজ স্বাধীনতা রাখে। নেপাল, ভুটান, পাঞ্জাব ও মারাঠা প্রভৃতি দেশের অনেক রাজ্য স্বাধীন ছিল বা নাম মাত্র পরাধীন ছিল। 'নেপাল' আজিও অপরাজিত। *

---

*(ক) সাহেব বলেই করব সেলাম ভালো মন্দ বাছবো নাকো
অন্যায় যে করবে কায়েম বলব তারে সুখে থাকো।

* নেপাল আজিও স্বাধীন—ইংরাজ এই দেশটি জয় করিতে পারে নাই।

ভারতে ২৮টি রাজ্য আছে :—

(ক) শ্রেণী —· আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ।

(খ) শ্রেণী — হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, পেপসু, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন।

(গ) শ্রেণী — আজমীর, ভুপাল, বিলাসপুর, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর, ত্রিপুরা, বিন্ধ্যপ্রদেশ।

(ঘ) শ্রেণী — আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও সিকিম।

এই বর্দ্ধমান ভুক্তি ক্ষত্রিয় রাজার অধীন হইয়াও তৎকালীন রাজারা অকাতরে ইংরাজকে রাজ্য বিলাইয়া মাত্র করদায়ী ভূস্বামী হইয়া রহিল। যদি বা করদ (বা করদায়ী) হইল কিন্তু করদ রাজা রহিল না।

দ্বিতীয়তঃ :—এই সমস্ত স্বার্থ-পরায়ণ রাজ্যগুলি বা জমিদারগুলি পরে স্বাধীনতার কথা ভাবিতেও পারিত না। বরং তাহারা ইংরাজ-সমুদ্রের পরিপোষক নদী ছিল। বিনিময়ে ইংরাজগণ তাহাদেরও প্রচুর সুবিধা-সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীনেহেরু এইরূপ রাজ্যগুলিকে লক্ষ্য করিয়া দেশের শত্রু ও ঘর-ভেদী বিভীষণ, Quisling বা পঞ্চম বাহিনী বলিয়াছেন — But it was nevertheless an attempt at disruption, by giving greater importance to the Indian states than they had ever had before by encouraging

*(ক) Up till 1849 the Panjab was independent and so were the other provinces annexed by Lord Dalhousie. So V. A. Smith's claim that it has been so since 1818 A. D. is not well founded what is more important for our purpose is the present and the future. It is claimed that under the British, India is a political unity though Nepal is still independent. (P. 18—Y. India—L. Rai.)

reactionery elements and looking to them for support, by promoting divisions and encouraging one group against another, by encouraging fissiparous tendencies due to religion or province and by encouraging 'Quisling' classes which were afraid of a change which might engulf them. (D. I. Nehru—P. 284.)

বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকের— 'শ্রী' পত্রিকা (আশ্বিন ৫০ সংখ্যা) রাজার যে চিত্র দিয়াছেন তাহাতে সহজেই শ্রীনেহেরুর উপরি উক্ত প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইবে। কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক্।

১৯০৩ খৃঃ — মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধিলাভ।

১৯০৬ খৃঃ — বিলাত ভ্রমণ, কর্জ্জনগেট নির্ম্মাণ। *(৩)

১৯০৮ খৃঃ — বাংলার এম, এল, সি সভ্যপদ লাভ ও ফ্রেজারের নামে হাসপাতালবাটী নির্ম্মাণ।

১৯১০ খৃঃ — দিল্লীর (ভারত সরকারের) এম, এল, সি সভ্যপদ লাভ। আরও দেখা যায় ১৮৯০ খৃঃ অব্দে এই রাজা ৬০০ ছয় শত সশস্ত্র সৈন্য ও ৪৯টি উনপঞ্চাশটি কামান রাখার হুকুম পায়।

অতএব দেখা গেল যে ১৯০৬—১০ খৃঃ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের আগুন যখন ভারতে প্রজ্জ্বলিত তখন রোমের নীরোর মত ভারতের ক্ষত্রিয়কুল তিলকগণ দরিদ্র গৃহহীন প্রজাদের শ্রমজনিত লভ্য খাজনায় বিলাতে মধুর বংশীবাদন রত ছিল। (চ) কুখ্যাত লাট বড়-লাটের স্মৃতি রক্ষা করিয়া এই রাজারা ধন্য

*(৩) 'কর্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড ক্যানিঙের প্রাপ্য কভু।
লড সাহেবের মর্য্যাদা কি লুটবে জিন্মো পাদরী প্রভু॥

[চ] ভারতমাতা 'কম্মাধু'র মতন যখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন :— "রাণীক্ষে আর নাই রুচিরে, নাই কিছুরই সাধ,
যেদিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ॥"
—কবি সত্যেন্দ্র নাথ

হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—'গেজেটার' বর্ধমান রাজবংশের ক্ষত্রির সুলভ রমণী চিত্র আঁকিয়াছে কুমারী সত্যবতীর জীবনীতে। চিতুয়া বরদার জমীদার শোভা সিংকে হত্যা করিয়া এই বীরবালার আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরত্ব স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই চিত্রেরই অপর দিকে সেই বংশেরই ক্ষত্রিয় পুরুষগণের চিত্র কিন্তু অন্ধকার। তাহারা কিন্তু স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ও বিসর্জ্জন দিয়া ইংরাজের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। এই সত্যও অবি-সংবাদিত। ইহারা কি ভারতের অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীর রাণা প্রতাপ প্রমুখ স্বাধীন রাজাদের বংশের কীর্ত্তি স্তম্ভ — তাহার নিরপেক্ষ বিচার করিবার "দিন আগত ওই।"

এই রাজার ছবির পার্শ্বে দানবীর রাজা মণীন্দ্র নাথ নন্দীর ১৯০৫ খৃঃ সালের ব্রিটিশ পণ্য-বর্জ্জন সভার উক্তি শোনা প্রয়োজন। 'We shall be strangers in our land'. আমাদের মাতৃভূমিতে আমরা কি বিদেশীরূপে গণ্য হইব!' এই অগ্নুদ্গার কি তুলনা করিবার জিনিষ নয়! ইহা জ্ঞানের তীব্র আলোর পাশে অজ্ঞানের বিরাট কালোছায়া মাত্র।

তৎকালীন রাজা মহারাজাদের একটি স্বাভাবিক চিত্রণ পাওয়া যায় লালা লজপত রায়ের তরুণ ভারতে। সেটি প্রয়োজন বোধে উল্লেখ করি :— Of course there are some people in India, as elsewhere, who, through rolling in wealth, living in purple, inheriting long pedigrees, carrying high titles, bearing proud names, seem to be happy and content under the existing conditions. For them the security from molestation they have, the freedom of enjoyment they possess, the comfort and luxuries which they command, the pleasure which is born of inactive, lazy, parasitic, debauched lives, is,

all in all. Any change may bring all this edifice down, it may spell ruin to them and their children. The immunity from work which at present they enjoy, may all dis-appear by a change of political conditions. The mental and moral slavery of their followers and subjects. Such are some of the Nababs and Maharajas of India. Many of them might have to break stones and make roads to earn their living, if they were not protected by British bayonets. Their harems consisting of numerous innocent women doomed to life-long imprisonment to lives of barenness and shame and emptiness; their big cellars full of the choicest and the oldest of whiskies, brandies and champagnes; their stables full of the swiftest and the noblest of race horses, their drawing-rooms decorated with gold, silver, silk and velvet, all that money can buy and art can embellish, their dining tables laden with all inviting dishes and delicacies with the best paid cuisine in the world can produce, their ability to travel in special trains and gorgeous saloons and to command a new woman and a new wine every day of the year, and to move in the most fashionable circles, all depend on the continuance of the existing conditions. For them, this is life. They do not know what honour is. For them

struggle, strife, duty, political change, mean a dislocation of everything dear to them. It would be practically death to them. Yes, it may be true that such people do not care for political liberty, for freedom, for independence, for patriotism. For them, their present life is bliss and they do not want to be molested either by the politician or by the patriot.

(Y. I.—L. Rai—P. 945)

বিগত দশকে (১৯৪৬—৪৮ খৃঃ) শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ, শীলভদ্র যাজী প্রমুখ কংগ্রেস কর্ম্মী ও নায়কবৃন্দ বর্ধমানে আসেন ও বক্তৃত প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেন এই কর্জ্জন গেটকে। মহাকাল নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন, ভারতের এই শ্রেণীর নবাব ও রাজবাড়ীগুলি কংগ্রেস আন্দোলনের ধন-সংখ্যা না ঋণ-সংখ্যা। এই বাধার হিমাচল অতিক্রম করিয়াও স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নি কিরূপে ধুম হইতে অনলে রূপায়িত হয় তাহার কথাই বলিব।

ভারতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে। ১৮৮৫ খৃঃ হইতে ১৯৪৭ খৃঃ স্বাধীনতা দিবস অবধি ৬৭টি কংগ্রেস সভার মধ্যে নিম্নলিখিত বর্ধমান ভুক্তির মহোদয়গণ ঐ সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন :—

(১) শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — প্রথম সভাপতি ১৮৮৫ খৃঃ, ১৮৯২ খৃঃ।

(২) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাম ভেঁয়েমগরা) ১৮৯৫ খৃঃ, ১৯০২ খৃঃ।

GREEK SAYING :— It is not the easy things but the difficult things, which are beautiful. Page. II ...Public Finance by H. Dalton.

(৩) শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত (আঝাপুর — সাতদেউলে) ১৮৯৯ খৃঃ অব্দ।

(৪) শ্রীরাসবিহারী ঘোষ (তোড়কোণা) ১৯০৭ খৃঃ ১৯০৮ খৃঃ।

(৫) শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (রায়পুর বোলপুর) ১৯১৫ খৃঃ অব্দ।

(৬) শ্রীসরোজিনী নাইডু (কাটোয়া-মহকুমা) ১৯২৫ খৃঃ অব্দ।

আর একজন মহাত্মা স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম নায়ক; তাঁহার নাম শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ইহার পিতৃভূমি বৃহত্তর বর্ধমানের অন্তর্গত কোন্নগরে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন দেশ নায়ক ও কর্ম্মীবৃন্দের নাম উল্লেখ করা যায়; যাঁহারা এই আন্দোলনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত করেন। *

পুণ্যাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন; স্বামী গৌড়পাদ ও তৎসম্প্রদায়; বিপিনচন্দ্র পাল, সত্যব্রত সামশ্রমী, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় (বিদ্যাসাগর); রাজা রামমোহন রায়! সংবাদপত্রের

---

*স্বামী প্রত্যগানন্দ (প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়), স্বামী কমলানন্দ, স্বামী বিদ্যানন্দ, (মানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়), রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, যতীশচন্দ্র ঘোষ, গৌর গোবিন্দ গোস্বামী, ভাগবত কুমার শাস্ত্রী, মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী, শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার)। বর্দ্ধমান কংগ্রেস কর্ম্মী দল :—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, স্বামী জ্ঞানানন্দ, ব্যবহারজীবী শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়, নলিনাক্ষ বসু, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (বর্ত্তমানে

সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবাসী—যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু; যুগান্তর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত; হিতবাদী উপেন্দ্রনাথ সেন — সহ সম্পাদক যুগান্তর; সন্ধ্যা-বসুমতী শ্রীবলাইদেব শর্ম্মা, অধ্যাপক অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা অধিকাংশই শহরের লোক, ইহাছাড়া শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে কত অগণন লোক এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত হয় নাই সেই অজানা কর্ম্মীদের জন্য আমি আমার পূজার অর্ঘ্য তুলিয়া রাখিলাম। প্রাক্ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইতে স্বাধীনতার দ্বার পর্য্যন্ত—এই দীর্ঘ পথ আসিতে যে সব মহামানব ও মহিয়সী মহিলা প্রাণপাত করিয়াছেন ও শহীদ হইয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমি কবির কথায় প্রণাম করি ও

মন্ত্রী), মহম্মদ ইয়াসিন, মহম্মদ আক্রেম, আবদুল কাশেম, শ্রীআবদুস সাত্তার (অধুনা এম, পি)। শিক্ষক কবিরাজ ও অন্যান্য:—হরেন্দ্র কুমার সান্ন্যাল, প্রমথ নাথ রায়, শ্যামদাস বাচস্পতি, চারুচন্দ্র দত্ত, গৌরহরি সোম, শ্রীফকিরচন্দ্র রায়, বিপ্লবী বীর হরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ চক্রবর্ত্তী, রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বটুকেশ্বর দত্ত, শ্রীদাশরথি তা (অধুনা এম, এল, এ); বারীন্দ্র কুমার ঘোষ (অধুনা বসুমতী সম্পাদক); পুলিন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী, জয়দেব রায়, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, জিতেন্দ্র মিত্র, সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কচি মিঞা, বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বসু, প্রভাস বসু, ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যানসেলর), ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, (ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যানসেলার), রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত, শ্রীহেলারাম চট্টোপাধ্যায়, বনওয়ারী পাঁজা, দেবেন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ণ দত্ত, ভামিনীরঞ্জন সেন, বনওয়ারীলাল চৌধুরী, ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সরমা মুখোপাধ্যায় (মহিলা), যতীশ পাল, শ্রীঅম্বুজা বসু, শ্রীপ্রিয় গোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীগৌরচন্দ্র চৌধুরী, কাদের সাহেব, গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, ভক্তপদ রায়, ও অনেক নাম-না-জানার দল।

ভক্তি নিবেদন করি ঃ—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ !
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান ॥"
আজি স্মৃতি বেদীমূলে ফেলি আঁখিজল
দেব লোকে তৃপ্ত হো'ক সন্তানের দল।
করজোড়ে রাখি হেথা উদ্দেশে প্রণতি
হে যুগ-দধিচী দল, সত্যের সারথি ॥

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস প্রায় শতাব্দী ব্যাপিয়া বিস্তৃত, সেই অতীত দিনের কথা। তাহার কতটুকুই বা কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করা যায়। যখনই ভাবি তখনই কয়েকটি ছবি-স্মৃতি পথে উদিত হয় ও ভাসিতে ভাসিতে মেঘের মত নীলাকাশে 'বুদ বুদ' অভিনয় করে। তখন জেলখানা ও নিজের আবাস ভূমি ভেদ জ্ঞান ছিল না। এই মনে করিয়া বীরগণের কারাবরণের কি আকুলতা! 'বন্দেমাতরম্' 'জয়হিন্দ' 'ভারতমাতা কি জয়'! 'সাইমন গো ব্যাক', 'কুইট ইণ্ডিয়া', 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ্', 'কংগ্রেস কি জয়', 'গান্ধীজী কি জয়' ইত্যাদি মন্ত্র-ধ্বনি আকাশ বাতাস, গ্রাম নগর, মাঠ মঠ, আদালত, কলেজ মুখরিত করিয়া পথে পথে কত শোভাযাত্রা না বাহির হইত। বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন, বিলাতী শিক্ষা বর্জ্জন, ক্যানেল কর আন্দোলন, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, কাউন্সিল আদালত বর্জ্জন, বয়কট, পিকেটিং পর্ব্ব, লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন, কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন, বর্ধমানে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনের কত দোলা দোল দিত! সরকারী লোককে ঘৃণিত 'নৌকর' বলিয়া দেখার হাওয়া বহিল; গর্ব্বিত রাজ কর্ম্মচারীদের মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিল যে তাহাদের স্বদেশী সংগ্রামের ফলেই দেশী বিচারকরা আজি শাসক ও দেশের সেবক মাত্র। রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রায় সাহেব এই জাতীয় ইংরাজ গুপ্তচরদের লোক চক্ষে ও সমাজে ঘৃণিত ও অপাংক্তেয় করিল; খদ্দর পরা

ও চরকা কাটার সুর বাজিল। শহরে গ্রামে 'হরতাল' পালিত হইল। দেশীয় সংবাদপত্রেরা তৎপরতার সহিত প্রচার করিল; স্বদেশী মোকদ্দমা, কথায় কথায় জেল, দ্বীপান্তর, ফাঁসী আবার আন্দোলনের ঝড়; আবার বিচার রহস্য; ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে চলিল। কত লোক বিনা দোষে, বিনা বিচারে নজরবন্দী (Interned) ডেটেন্যু হইল; কত ইংরাজ পুলিশ দেশের হিন্দুস্তানী, রাজপুত পাঠান, গুর্খা, তেলেঙ্গা, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী সিপাহী ভাই সহ দেশের লোকের উপর ইংরাজরাজ্য চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে কি অত্যাচার, অনাচার চালাইল; কখনও বা সশস্ত্র সৈন্য আনাইয়া নিরস্ত্র নরনারীর উপর ধর্ষণ, লাঠি চার্জ্জ, বেয়োনেট চার্জ্জ, গুলি করিল, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিল, জেল দিল, হত্যা করিল, বন্দী করিল — 'কত সাজানো বাগান শুকাইয়া গেল' তাহার বিবরণ আজিও অলিখিত। কত লোক দ্বীপান্তরিত অন্তরীন হইয়াছিল তাহার হিসাব ইংরাজই পলাইয়া যাইবার সময় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। তবে বাংলায় (১৯০৬ খৃঃ) বিপ্লবী সংঘ যে বীজ বপন করিয়াছিল তাহার ফলে ইংরাজ পুঙ্গবদের মনে সর্পের মন্ত্র ভীতির ন্যায় শঙ্কার সঞ্চার করিয়াছিল কারণ তাহার পর হইতে বহু ইংরাজ ও ইংরাজভক্ত গুপ্তসমিতির হাতে নিহত হইয়াছিল। শত্রু হনন করিয়া 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া নিজের বুকে গুলি মারিতে একটু দ্বিধাবোধ করিত না। 'কালীমাঈ কী বোমা' হাতে নিঃশঙ্কে ফিরিত এই সমিতি। 'ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান' সেই বীরগণ 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র স্মরণ করিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কত লোক যে চরকা অঙ্কিত ত্রিবর্ণে রঞ্জিত জাতীয় পতাকা সভায়, আদালতে উত্তোলন করিতে গিয়া পুলিশের লাঠিচার্জ্জ সহ্য করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা কে করিবে? কত সভাই না পুলিশ ছত্রভঙ্গ করিয়াছে! কত লোক যে দেশোদ্ধার ব্রত লইয়া সন্ন্যাসীর মত, পরিব্রাজকের মত দেশে বিদেশে 'বন্দে-

মাতরম্‌' মন্ত্র সাধনা করিয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে ?

বহুর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা মাত্র উল্লেখ করিলে চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিবে ও অন্যান্যগুলি কাব্যের উপেক্ষিতার ন্যায় হইতে পারে বলিয়া কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। 'বন্দে মাতরম'।

তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে বিপ্লবী যুগে বর্ধমানের বিপ্লব যুগ— লোকেরাই অগ্রণী ছিল। অসহ-যুগের ত কথাই নাই তম্মধ্যে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন (১৯৩০—৩২ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য।

অসহযোগ আন্দোলন যুগে (১৯২১ খৃঃ) জেলা কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত হয় এই জেলায়। কমিটির প্রথম সেক্রেটারী হন মাননীয় শ্রীযাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা (এম, এ, বি, এল)। * ক) তাঁহার নেতৃত্বে প্রতি মহকুমা, থানা কেন্দ্র হইতে গ্রামে গ্রামে প্রচার কার্য্য ও আন্দোলনের কার্য্য চালান হইত। কালনা, কাটোয়া, আসানসোল ও সদর মহকুমার কেন্দ্রগুলি থানায় থানায়, ইউনিয়নে ইউনিয়নে শাখা কেন্দ্র খুলিয়া দেশের জন-গণ-মন জাগরণ প্রচেষ্টা করিত। কংগ্রেস কর্ম্মীরাই সংবাদ পত্র ছাড়া হাতে লেখা বুলেটিনে গোপনে গোপনে সমাচার প্রচার করিত, সভা ডাকিত, বক্তৃতা দিত ও জন-মন জাগরণ করিত।

যখন সমগ্র বঙ্গদেশের 'পাকিস্তান' ভুক্তির প্রস্তাব উঠে তখন বর্ধমান কংগ্রেস কমিটিই "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ!" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া, দুঃখের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম 'বঙ্গ ভঙ্গ' প্রস্তাব

---

*(ক) বর্ত্তমানে তিনি মন্ত্রী পদ অলঙ্কৃত করার পর সম্পাদক হন শ্রীআবদুস সাত্তার (বি, এল — এম, পি) ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী। অধুনা সম্পাদক—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী (এম, এ)!

স্বদেশী ছড়া :— "বিদেশী পণ্য কিন্তু ডাইনি
দেশ থেকে আজও সে ত যায় নি ॥"

তুলিয়া পৃথক প্রদেশ গঠন করিতে সাহায্য করেন। এখানে অতীতের 'বঙ্গ ভঙ্গ' আন্দোলনের কথা স্মৃতি মঞ্চে রাখিতে তাহারা বাধ্য হইলেন নচেৎ বাংলার জাতীয়তাবাদ রাহু কবলিত হইত।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালনায় বক্তৃতা দেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে। নিম্নলিখিত দেশ-নায়কগণ বর্ধমান আসিয়া বর্ধমানকে ধন্য করেন।

বর্ধমানে 'শ্রীঅরবিন্দ' ও গান্ধীজী

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৯০৬—১০ খৃঃ চান্নাগ্রামে , মহাত্মা গান্ধী (বর্ধমান ১৯২০—২১ খৃঃ , সরোজিনী নাইডু (বর্ধমান ১৯২৬ খৃঃ), ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বর্ধমান ১৯২৮ খৃঃ) ও শ্রীজহরলাল নেহেরু (বর্ধমান ১৯৪৭—৪৯ খৃঃ)। ইহাছাড়াও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, দেশ-প্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক, হুমায়ুন কবির, হরিবিষ্ণু কামাথ, শীলভদ্র যাজী প্রমুখ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি বর্ধমানে আসেন।

স্বদেশী প্রচার কার্য্যে সাহিত্য।

কাব্যে নাটকে স্বদেশী :—কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী'; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত' ইত্যাদি কবিতা, দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক, নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস, রমেশ চন্দ্র দত্তের 'জীবন সন্ধ্যা ও জীবন প্রভাত' 'ইংরাজী' অর্থ নৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি; ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ'; উপেন্দ্রনাথ দাসের স্বদেশী নাটক ও যাত্রা; জ্ঞানরঞ্জন নিয়োগীর 'দেশের ডাক'; দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন' ইত্যাদি; গিরীশচন্দ্র ঘোষের ধর্ম্মমূলক নাটক; কবি রবীন্দ্রনাথের গান, ডি. এল. রায়ের স্বদেশী গান; সত্যেন্দ্রনাথের গান; অতুল প্রসাদের গান; কবি নজরুলের গান ইত্যাদি স্বদেশীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে।

গদ্য সাহিত্যের শাখা সংবাদপত্র যথা, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, যুগান্তর, সন্ধ্যা, শক্তি, প্রবাসী, বসুমতী, মাসিক পত্র উদ্বোধন, প্রবুদ্ধ ('ইংরাজী'); ভারতবর্ষ ও ইংরাজীপত্র 'বন্দে-মাতরম্', 'এ্যাডভান্স', 'ফরওয়ার্ড' প্রভৃতি কাগজ স্বদেশী প্রচার কার্য্যে সহায়তা করে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার কুফলের সহিত বার্ক, মিঃ হিউম, শেরিডান, মিল প্রভৃতির গদ্য সাহিত্য ও মিসেস্ এ্যানিবেসাণ্ট ও সিষ্টার নিবেদিতা প্রমুখ ইংরাজদের চরিত্র ও প্রভাবও নগণ্য নহে।

স্বদেশী গান। দু' একটি স্বদেশী গান এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

(১) বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান। [রবি কবি]

(২) সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধন রতন, আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ, জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে উঠেরে চাঁদ, এমন হাসি হেসে॥
আঁখি মেলে তোমার আলো, প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে, মুদব নয়ন শেষে॥ [কবি রবি]

(৩) আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি!
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,

স্মৃতি :—জাপানী ভাষায় ভারতকে বলে "ইন্দো", "তেনজিকু" বা দেবভূমি। চীনা ভাষায় বলে 'ইন্দু'।

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥
ও মা, ফাগুণে তোর আমের বনে, ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায় হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে, কি দেখেছি মধুর হাসি ॥
—কবি রবি

(৪) উঠিল যেখানে মুরজ মন্ত্রে, নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তো না সেই ধন্য দেশ,
ধন্য আমরা যদি এ শিরায়, থাকে তাঁদের রক্ত লেশ।
(কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বা ডি, এল, রায়)

(৫) মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায়, মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
আমরা বাঙালী বাস করি সেই, তীর্থ বরদ বঙ্গে !
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি
আমাদেরই এ কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী, ছুটেছে জগৎময়,
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৬) ধ্যানে তোমার রূপ দেখিগো, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ ! গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি,
তুমি জগৎধাত্রীরূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুর হ'ল, মধুর হল, নবীন ধানে !
পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক, ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়া ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ, নিশ্বাস সে তোর হৃদয় বলে।
... ...
ধাত্রী ! তোমায়, দেখছি আমি, দেখছি জগৎ-ধাত্রী বেশ,
জয়গানে তোর, প্রাণ ঢেলে মোর, গঙ্গা হৃদি বঙ্গ দেশ।
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৭) কোন দেশেতে তরুলতা, সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন দেশেতে চলতে গেলেই, দলতে হয় রে দুর্ব্বা কোমল

... ...

চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের, কণ্ঠ কোথায় বাজেরে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলারে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৯) মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
(ওগো) তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাসা!
কি যাদু, বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড়, মাঝি টানে
গেয়ে গান, নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান, কাটে চাষা।
ঐ ভাষাতেই, নিতাই গোরা,
আন্‌ল দেশে, ভক্তি ধারা
আছে কই, এমন ভাষা,
এমন দুঃখ, ক্লান্তি নাশা।
বাজিয়ে রবি, তোমার বীণে,
আন্‌ল মালা, জগৎ জিনে;
তোমার চরণ, তীর্থে মাগো,
জগৎ করে, যাওয়া আসা।
ঐ ভাষাতেই, প্রথম বোলে,
ডাক্‌নু মায়ে, মা মা বলে,
ঐ ভাষাতেই, বলব হরি,
সাঙ্গ হলে, কাঁদা হাসা॥

(কবি অতুলপ্রসাদ সেন)

(৯) ওরে আমার, বাঁধন হারা, রক্ত উষার যাত্রীদল
চল ফুটিয়ে, মরুর বুকে, নব আশার লাল কমল।
অন্ধকারের, দুর্গ শিরে, রাঙা রবির জয় নিশান

উড়িয়ে দিয়ে, কণ্ঠে নিয়ে, পাগলা ঝোরার বিজয় গান।
চল আগিয়ে, নতুন দিনে, তরুণ যত বন্ধুগণ,
অরুণ রাঙা, মেঘের রথে, এল পথের নিমন্ত্রণ ॥

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

(১০)

আমরা রচি, ভালোবাসার,
আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ, পথের আভাষ,
দেখায় আকাশ, ছায়াপথ।
মোদের চোখে, বিশ্ববাসীর,
স্বপ্ন দেখা, হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল।

কবি নজরুল ইসলাম

এই অধ্যায়ের উপসংহারে "জয়তু ইন্দু (Indoo)"র সঙ্গে বলি 'জয়তু জগজ্জন-বাসী' ও সর্ব্বশেষে বলি 'জয়তু (Yin-gee-lee) ইং-গি-লি।' 'বর্ত্তমান ইতিহাস' (N) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি।

(N) In India, so long as the British were in power, they treated all Indians as inferiors refusing to admit them to whitemen's clubs whatever their qualifications might be. This was utterly indefensible. There is no respect in which a man such as Nehru is inferior to the very best of whitemen. Britsh Social insolence had a great deal to do with the opposition to Britsh Rule. (Page—106. New Hopes for A Changing World. by B Russell Published in 1951)

All that, however, is now past histosy—happily. I think that, in historical retrospect, the greatest achivement of the present British Labour Government will be considered to have been the liberation of India without the bitterness of violent conflict. (Page — 107. Ibid)

বর্দ্ধমানের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

(৮) তীর্থস্থান—বর্ধমানের প্রতি গ্রামে, শহরে, মন্দির মসজিদ যেন মানস-সবুজ-শাখায় নীল-লাল ফুল-ফলের মত শোভায় দশদিক আলো করিতেছে, গন্ধে মন মোহিত করিতেছে। বারো মাসে তের পার্ব্বণের দেশ। এ দেশবাসী ধর্ম্মপ্রাণ; বাউল-দরবেশের দেশ। ওই শোন, একজন দেশপ্রেমিক বাউলের মন-মাতান এক-তারা নিয়ে গান:—

আরতির শঙ্খ যেন উঠিল বাজিয়া।
তোমার পূজার লাগি ধূপ ধূনা দিয়া॥
পুণ্য ধূমে সুপবিত্র হইয়া মন্দির।
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর।
হে পূজারী! আজ তুমি কোন পূজা কর?
পরাণ প্রদীপ মোর উর্দ্ধে তুলি ধর।
কার পানে কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ?
কোন পূজা লাগি বল এত আয়োজন?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু! মন্ত্র দাও মোরে।
পূজার সঙ্গীতে তব, প্রাণ দাও ভরে॥
খুঁজেছি তোমারে শত তরঙ্গের মাঝে।
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে!
তোমার অপূর্ব্ব ওই আলো অন্ধকারে।
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে॥
হে মোর আজন্ম-সখা! কাণ্ডারী আমার।
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার॥

পশ্চিমবঙ্গ, ১৩৬১—দেশবন্ধু কবি চিত্তরঞ্জন দাস।

কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ও তীর্থস্থানের সন্ধান দিতেছি।

সদর মহকুমা—

বর্ধমান থানা—(ঐ) শহর - (তীর্থ) সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির, নবাবহাট (তীর্থ)—একশত আট শিব-মন্দির, বোরো (বড়) বলরাম (তীর্থ)—বলরাম মন্দির, কাঞ্চন-নগর (তীর্থ)— কঙ্কালেশ্বরী দেবী ইত্যাদি।

ভাতার থানা—বড়বেলুন (তীর্থ)—কালী মন্দির, আমারুণ (তীর্থ)—খ্যাপা কালী মন্দির, এই তীর্থে সাধনা করিতেন সাধক কবি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় (বর্ত্তমান লেখকের পিতামহ)। তিনি কালী সাধক ছিলেন।

খণ্ডঘোষ থানা—বোঁয়াই (তীর্থ)—বসন্তচণ্ডী দেবীর মন্দির।

জামালপুর থানা—কুলীনগ্রাম (তীর্থ)—গোপাল মন্দির। সাধক কবি মালাধর বসু এইস্থানে ভজন সাধন করিতেন।

আউসগ্রাম থানা—অমরার গড় (তীর্থ)—শিবাখ্যা দেবী, ধারাপাড়া — বুড়ো শিব, পিচকুরী—শিব।

মেমারী থানা—মণ্ডলগ্রাম (তীর্থ)—জগৎ গৌরী (মনসা দেবী)।

আসনসোল মহকুমা—

কুলটি থানা—কল্যাণেশ্বরী পাহাড়ে কল্যাণশ্বরী দেবী মন্দির (তীর্থ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান)।

অণ্ডাল থানা—পাণ্ডবেশ্বর—বৈদ্যনাথপুর গ্রামে পঞ্চ পাণ্ডব প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডবেশ্বর শিব মন্দির (তীর্থ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ)।

কাঁকসা থানা—কসবা গ্রাম (চাঁদ সদাগরের শিব) চম্পেশ্বর (তীর্থ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ)।

ফরিদপুর থানা—দুর্গাপুর গ্রাম রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির (তীর্থ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ)।

কালনা মহকুমা—

মন্তেশ্বর থানা—শুশুনিয়া গ্রাম তারাখ্যা দেবী। পাতুন গ্রাম—পতঞ্জলীশ্বর।

কালনা থানা—জামালপুর (গ্রাম)—শিব মন্দির, নারিকেল-ডাঙ্গা—জগৎগৌরী (মনসা) মন্দির। বাঘনাপাড়া—বলরাম মন্দির (শিব লিঙ্গ), গোপেশ্বর মন্দির, কালনা শহর—(১) সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, ১০৮ শিব মন্দির, (৩) কৃষ্ণ মন্দির (৪) শ্রীচৈতন্য-চরণ-পূত তীর্থ।

পূর্ব্বস্থলী থানা—পীলা—কালী মন্দির।

কাটোয়া মহকুমা—

কাটোয়া থানা—শ্রীখণ্ড—৺ভূতনাথ (শিব) মন্দির ও বৈষ্ণব কবি নরহরি দাসের পীঠস্থান। কাটোয়া শহর (১) ৺সিদ্ধেশ্বরী কালী, (২) নিতাই-

গৌর।) (৩) শ্রীচৈতন্য এখানে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা লন। (৪) ভাস্কর পণ্ডিত: মারাঠা বীর ও বর্গী-হাঙ্গামা-নেতা ও তাঁহার ঐতিহাসিক ভবানী মন্দির। জগদানন্দপুর—৺রাধাকৃষ্ণ, অগ্রদ্বীপ—গোপীনাথ, দাঁইহাট—সিদ্ধেশ্বরী কালী। ঘোষহাট—ঘোষেশ্বর (শিব)।

মঙ্গলকোট থানা—ক্ষীরগ্রাম—যোগাদ্যাদেবী (৫১ পীঠের পীঠস্থান), কোগ্রাম—মঙ্গলচণ্ডী পীঠস্থান (ঐ); নিগন—নিজেশ্বর শিব। মাঝিগ্রাম—দেউলেশ্বর শিব ও শাকম্ভরী দেবী। জজলে—জজলেশ্বর। শঙ্করপুর—ঝ্যাংটেশ্বর শিব। বেগুন-কোলা—স্ফটিকেশ্বর শিব।

কেতুগ্রাম থানা—অট্টহাস: ফুল্লরা (অট্টহাস দেবী ৫১ পীঠের পীঠ)। কেতুগ্রাম—বেহুলা দেবীর (দেবীর বাহু, অম্বলগ্রাম ষ্টেশন এ, কে, আর, ৫১ পীঠের পীঠ) ও ভৈরব মন্দির। বিশ্বেশ্বর—বিশ্বনাথ শিব। রসুই—বৃদ্ধ শিব।

---

(৮)(ক) প্রাচীন কীর্ত্তি ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান—

থানা—বর্ধমান: শহর বর্ধমান—কৃষ্ণসাগর (দীঘি) ১৭ শতক খৃ:, রাণীসাগর ১৭০৯ খৃ:, শ্যামসাগর (ঐ)।

কবর—শের আফগান কবর (১৬০৬ খৃ:), পীর বহরম কবর (১৫৬২ খৃ:), খাজা আনোয়ার কবর ১৭১৫ খৃ:।

তালিত-গড়—বর্গীর হাঙ্গামায় বর্ধমান রাজের-(জমীদারের) আশ্রয় লইবার দুর্গ।

কানাই-নাট-শালা—রাজমহল-পাথরের কানাই। বিগ্রহ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত।

থানা—রায়না: কোট-শিমুল (হুগলী জেলার দ্বারবাসিনীর মত এখানে প্রাচীন শহরের চিহ্ন আছে)।

থানা—জামালপুর: কুলীনগ্রাম—গোপাল জিউর প্রাচীন মন্দির। সাধক কবি মালাধর বসুর সাধন-ভজনের পীঠ।

থানা—মেমারী: দেউলে—বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন মন্দির।

থানা- গলসী : কসবা—(চম্পাই নগরী) রণডিহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব। দামোদর নদের বন্দর ছিল।

থানা আউশগ্রাম—আউশগ্রাম : পঞ্চ-গজা নামে একটী প্রাচীন গড় আছে। নীল-কর সাহেবদের নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ আছে। (গুস্করা ষ্টেশন থেকে ৫ মাইল উঃ পঃ) সাধক কমলাকান্তের দীক্ষা গুরুর নিবাস ও মুসলমান-ইংরাজ সন্ধি যুগে মুনসেফি চৌকি আদালত জন্য বিখ্যাত। এইখান হইতে বুদবুদে মুনসেফি আদালত উঠিয়া যায় (১৮৭৯ খৃঃ)।

অমরার-গড়—সদ্গোপ বংশের রাজা মহেন্দ্রনাথের গড় বা দুর্গ ছিল।

দীঘা-শিববাটি, ছোরা, কালিকাপুর—নীল-কর সাহেবদের নীল কুঠীর ধ্বংসাবশেষ।

ভাল্কী—প্রাচীন কবর।

কোটা—নব্য-ন্যায় প্রবর্ত্তক রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্মভূমি।

মাড়ো—কবি পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্মভূমি।

মানকর—রূপ-সনাতনের শিষ্য জীবনের জন্মভূমি (প্রাচীন আউসগ্রাম থানা), রূপ-সনাতন—নিবাস রামকেলি, হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫২৯ খৃঃ) এর সরকারে চীফ সেক্রেটারী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন।

"নদী তীরে বৃন্দাবনে, সনাতন একমনে, জপিছেন নাম।
হেনকালে দীন্ বেশে, ব্রাহ্মণ চরণে এসে, করিল প্রণাম।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম, জিলা বর্ধমানে।
এত বড় ভাগ্যহত, দীন হীন মোর মত, নাহি কোনখানে।"

(স্পর্শমণি—রবি কবি)

সন্ধিপুর (মানকর সন্নিকট)—কথিত আছে এইস্থানে বর্গী বীর-নেতা ভাস্কর পণ্ডিত ও বাংলার নবাবের সেনাপতির সন্ধি হয়।

আসানসোল মহকুমা—

থানা ঐ —গণরুই (বরাচক)—প্রাচীন মন্দির।

থানা—কুলটি : বেগুনিয়া—প্রাচীন মন্দির। ডিহি-সের-গড়-পাচেট (পঞ্চকোট—মানভূম) ক্ষত্রিয় রাজার রাজধানী, ১৭৪২ খৃঃ অব্দে বর্ধমানের রাজা চিত্র সেন এই দুর্গ জয় করেন।

থানা জামুড়িয়া—চুরুলিয়া : রাজা নরোত্তমের দুর্গ।
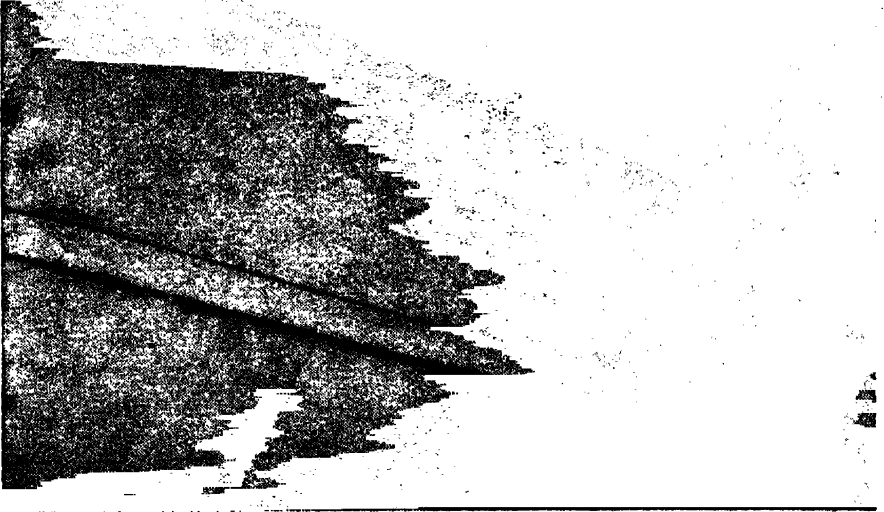
বৰ্দ্ধমানে পীর বাহারামের শের আফগানের সমাধি

বৰ্দ্ধমানের পীর বাহারামের কতবদ্দীনের সমাধি।
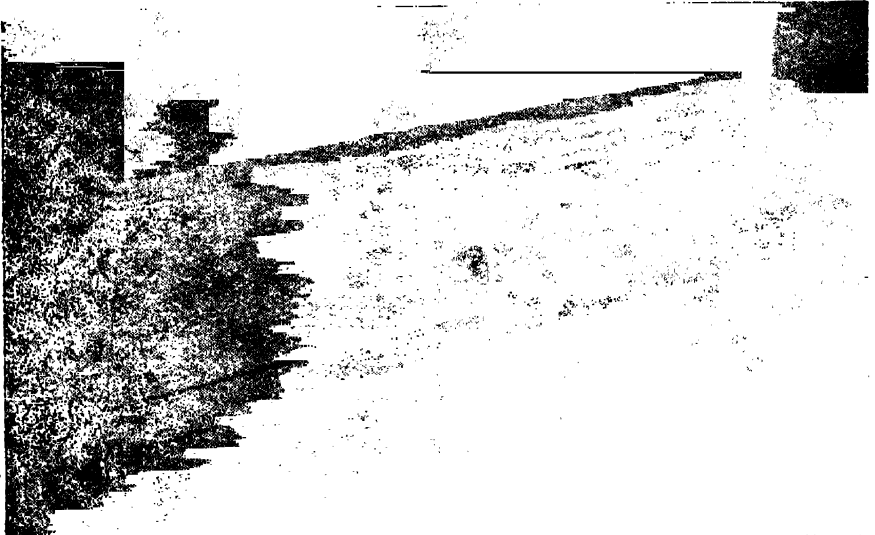
থানা কাঁকসা—কঙ্কেশ্বর দুর্গ, সদ্‌গোপ রাজবংশের দ্বারা নির্মিত।

রাজগড়—(তিলকচন্দ্রপুর গড়দহ) দুর্গ : ইলামবাজার রোডে এই দুর্গ নির্মাণ করে রাজা চিত্রসেন রায় (গোপভূম পরগণা জয় করার পর।)

গৌরাঙ্গপুর ইছাই ঘোষের দেউল (মন্দির)—ইলামবাজার-পানাগড় রোডে।

গড়কিল্লা-খেরোবাড়ী—রাজা চিত্রসেনের দুর্গ। (মালানদিঘীর কাছে)।

আজরা—(মলানদীঘি-গোপালনগর) কালেশ্বর-রসেশ্বর শিব মন্দির।

কালনা মহকুমা—

কালনা থানা—অম্বিকা কালনা : মুসলমান যুগের দুর্গ, মজলিস, ও বদর সাহেবের কবর।

মন্তেশ্বর থানা—মন্তেশ্বর প্রাচীন শিব মন্দির। দেনুড়—কবি বৃন্দাবন দাসের জন্মভূমি।

কাটোয়া মহকুমা—

কাটোয়া থানা—ঐ শহর : জাফর খাঁ'র (মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০২-২৩ খৃঃ) মসজিদ ও দুর্গ। চৈতন্যদেব চরণ-পূত তীর্থ।

মঙ্গলকোট থানা ও গ্রাম—প্রাচীন মসজিদ ও কবর।

(৯) লোক।

পরিসংখ্যানে (সংলগ্ন-পত্রে) লোক-চিত্রটি দেখান হইয়াছে। অধিকাংশই বাঙ্গালি জাতি অধ্যুষিত এই জেলা। অষ্ট্রিচ, দ্রাবিড়, আর্য্য ও মোঙ্গল জাতির মিশ্রণে এই জাতি। লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তপশিলী হিন্দু ও খণ্ড জাতি। বাগদী, সাঁওতাল, বাউরী, সদ্‌গোপ, আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয় জাতি দিয়া সমাজের নিম্নস্তর গঠিত। আসনসোলে খনি ও কল-কারখানা থাকায় ভারতের সকল রাজ্য বিশেষতঃ বিহার ও মধ্যপ্রদেশ হইতে বহু শ্রমিক লোক আসিয়াছে। সুন্নী মুসলমানদের বড় বড় বসতি আছে—অজয়তীরবর্ত্তী চুরুলিয়া কাংকসায়; আসানসোলের মিলে ও কারখানায়; মন্তেশ্বর থানার মামুদপুরে, রায়না, মঙ্গলকোট, কালনা এবং কাটোয়াতে। কোরা ও সাঁওতাল আছে, ইহা ছাড়া।

বর্দ্ধমান জেলা (পরিসংখ্যান চিত্র)

মহকুমা	আয়তন বর্গমাইল	ইউনিয়ন	শহর	থানা	গ্রাম	নর-নারী	মোট লোক সংখ্যা	বর্গ মাইলে বসতি	বৃদ্ধি (বিগত দশ বৎসরে ১৯৪১-৫১)	সাক্ষর সংখ্যা	মন্তব্য
বর্ধমান সদর	১২৮৭	৯৬	২	৮	১১৯২	৪,২০,০৪৮/৩,৮২,০০৯	৮,০২,০৫৭	৬২৩	৮·৭	১৮৫,২৩৮	
আসানসোল	৬২৪	৪৪	৯	১১	৫৫৫	৪,২৭,২৮৪/৩,৪১,৯৮১	৭,৬৯,২৬৫	১২৩৩	২৭·০	১৪৫,৫২৮	
কাটোয়া	৪০৯	৩৬	২	৩	৩৬৮	১,৫৮,৪৮১/১,৫৬,১১৩	৩,১৪,৫৯৪	৭৬৯	৫·০	৭০,৫৮৪	
কালনা	৩৮৫	৩৫	১	৩	৫২৮	১,৫৪,৯৪৮/১,৫০,৮০৩	৩,০৫,৭৫১	৭৯৪	১৩·২	৭০,৬৫৭	
মোট—	২৭০৫	২১১	১৪	২৫	২৬৫৯	১১,৬০,৭৬১/১০,৩০,৯০৬	২১,৯১,৬৬৭	৮১০ (শিল্পাঞ্চল ৮৩২৮) (গ্রামাঞ্চল ৭০০)	১৫·৯	২০,৬৫ প্রতি দশ হাজারে বা ২১ শতক	

মন্তব্য :—এই জেলা পঃ বঙ্গের অন্য জেলাগুলির মধ্যে আয়তনে ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরের পরই অর্থাৎ তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯২১-৫১ খৃঃ মধ্যে লোকবৃদ্ধি ৭'৫৭ লক্ষ প্রায় ৫০ শতক অর্থাৎ ১৯৫১ সালের লোক সংখ্যা ১৯২১ সালের দেড়া—(দেড়গুণ বৃদ্ধি)।

ভাষা ও ধর্ম্ম :—এই জেলায় লোকের মাতৃভাষা ১৯টী যথা বাংলা, হিন্দী, সাঁওতালী, উর্দ্দু, উড়িয়া, গুরমুখী, নেপালী, তেলেগু, গুজরাটি, তামিল, ইংরাজী, মারাঠী, আসামিয়া, মুণ্ডারী কোল, আর্ম্মানী, কোরা, চীনা ও সিদ্ধি।

ধর্ম্ম :—হিন্দু—৮৩'৭৩, শিখ—'২৫, জৈন—'০৫, বৌদ্ধ—০'১ মুসলমান—১৫'৬০, খৃষ্টান—'২৮ ও অবশিষ্টাংশ জীউ বা ইহুদী, মুণ্ডা-সাঁওতাল ও অন্যান্য অনামিকা।

বহিরাগত ও উদ্বাস্তু :—১৯৪৭ খৃঃ সালের ১৫ই আগষ্ট দিনটি চিরস্মরণীয় দিন—কিন্তু অখণ্ড ভারত না পাওয়ায় ভারতের অগ্নি-পরীক্ষা আরম্ভ হইল। (ট) ৩রা জুন ১৯৪৭ খৃঃ—মাউন্ট ব্যাটেনের ঘোষণা শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলেন 'Not a solution but an ordeal.'

* (ট) India is free but she has not achieved unity ; only a fissured and broken freedom. But by whatever means, the division must and will go.

—শ্রীঅরবিন্দ : 'সারথি'—বিজ্ঞাপনী, শ্রাবণ ১৩৫৫

শ্রীঅরবিন্দের বাণী :—

আজ এই মহা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমি কিছু বাণী দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমি আর তো তার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নই। তবে ব্যক্তিগত ভাবে কেবল এইটুকু বলতে পারি যে বাল্যকালে ও যৌবনে আমি যে সমস্ত আদর্শের উত্তরোত্তর পরিণতির কল্পনামাত্রই করেছিলাম, এখন একে একে সেগুলি সার্থক হতে চলেছে। ভারতের এই স্বাধীনতার নবোদয়—তারই প্রথম নিদর্শন।...

আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি,—বলে এসেছি যে ভারতের অভ্যুত্থান স্থূল স্বার্থ-সেবার জন্যে নয়; কেবল নিজের প্রসার, মহত্ব, শক্তি, সমৃদ্ধি লাভের জন্য নয়, যদিও এ সকলকে তার অবহেলা করা উচিত হবে না—তবে তার জীবন ধারণ হবে ভগবানের জন্যে, জগতের জন্যে, সকল মানব-জাতির সহায় ও নেতারূপে, এই সব আকাঙ্খা, তাদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে এই রকম—(১) এক বিপ্লব যার ফলে ভারতের হবে মুক্তি

ভারত বিভাগের ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্ব-বঙ্গ পাকিস্তানভুক্তি হওয়ায়, হিন্দু-উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এই জিলাতেও বৃদ্ধি পাইয়াছে। খৃঃ ১৯৫১ সালের হিসাবে যে, তাহাদের সংখ্যা ৯৬,১০৫ (যা জেলার লোক সংখ্যার ৪'৪ শতক বৃদ্ধি)। বহিরাগতের সংখ্যা ৩,৪৬,০৮৭ জেলার লোক সংখ্যার ১৫'৮ শতক)।

উপজীবিকা বা বৃত্তি—কৃষি পরিবার (৭০'৮) ও বর্গাদার সাহায্যে কৃষি এরূপ পরিবারের সংখ্যা ২৯'২) কৃষক শ্রেণীর বিভাগ :—মালিক চাষী, ভাগচাষী, কৃষিমজুর (ভূমিশূন্য), খাজনা-ভোগী-জমিদার ইত্যাদি ; অকৃষিবৃত্তি-মহাজনী, বণিক,) সূত্রধর, কুম্ভকার, চর্ম্মকার স্বর্ণকার, ক্ষৌরকার, শিক্ষক, ডাক্তার, গোমস্তা ইত্যাদি ও অন্যান্য কুটীর-শিল্পী। এই সব শ্রেণী লইয়াই গ্রামগুলি গঠিত। শহরে কল-কারখানা, আফিস আদালত জমিদারী কাছারি, রেল, বিজলি-কল, পোষ্ট অফিস, ব্যবসা-বাণিজ্য-কেন্দ্র, হাঁসপাতাল, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি থাকায় ধনী, শ্রমিক, উকিল, মোক্তার, নায়েব গোমস্তা, বণিক ডাক্তার, ধাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক, মহাজন, দর্জি, দালাল, পটুয়া-ফটোগ্রাফার, রাজমিস্ত্রী, কনট্রাক্টার, দাস-দাসী, বড় চাকুরিয়া ইত্যাদি বৃত্তির লোক আছে। অশিক্ষা কুশিক্ষার ফলে সমাজ বিরুদ্ধ ক্রিয়ারত শ্রেণীর লোকও দেখা যায়। যদিও তাহাদের সংখ্যা নগণ্য,

ও ঐক্য ; (২) এসিয়ার পুনরুত্থান ও মুক্তি, মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতি-কল্পে এক সময়ে তার ছিল সুমহৎ অবদান, পুনরায় সেই ব্রত গ্রহণ করা ; (৩) মানুষের জন্যে একটা নূতন মহত্তর, উজ্জ্বলতর জীবন ধারা,—তার পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকবে আন্তর্জাতিক ঐক্যের উপর—প্রত্যেক নেশন অক্ষুণ্ণ রাখবে তার স্বকীয় জাতীয় জীবন। সেই সঙ্গেই সকলে সম্মিলিত থাকবে, সকলের উপরে সকলের অন্তিম রয়েছে যে অনিবার্য্য একতা তার মধ্যে ; (৪) ভারত জগৎকে দেবে তার অধ্যাত্ম-জ্ঞান, আর জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা ; (৫) সর্ব্বশেষে এক উর্দ্ধতর চেতনায় মানুষের উত্তরণ। ফলে প্রকৃতির বিবর্ত্তনে একটা নূতন পর্য্যায়—তখনই আরম্ভ হয়ে জাগতিক যাবতীয় যে সব সমস্যার সমাধান, মানুষকে যা বরাবর বিমূঢ় আর ক্ষুব্ধ করেছে যেদিন থেকে মানুষ ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাজের চিন্তা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে।

তবুও উল্লেখযোগ্য। চোর, ডাকাত, প্রবঞ্চক ইত্যাদি। নারীদের শ্রমকার্য্য, দাসীবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি। ইহা ছাড়া বিবাহের দালালী বা ঘটকবৃত্তি ও সর্ব্বশেষে অক্ষম ও শ্রমকাতরদের ভিক্ষাবৃত্তি, অন্য দেশে সরকারী ভিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু এদেশে তাহা নাই। তবে ধর্ম্মশাস্ত্র ইহার কিছু ব্যবস্থা রাখে। সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাবৃত্তি শাস্ত্রসম্মত। আরও অনেক শ্রেণীর লোক সমাজে আছে যেমন মামলাবাজ, দাঙ্গাবাজ ও লাঠিয়াল ইত্যাদি। যাহারা পরগাছার মত পরের শিরে কাঁঠাল ভাঙ্গে।

বসত বাটী—ধনী বড়লোকদের বসতবাটী, ইমারৎ, সৌধ, ইট-কোঠা, দালানবাড়ী শহরে বেশী দেখা যায়, কিন্তু গ্রামে তাহার বিপরীত। সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের লোকেরা মাটির দেওয়ালের খড়ের চালু-ছাউনি দেওয়া চালা-আটচালা-পরচালা, টিনের-টালির ছাউনি দেওয়া, ছিটেবেড়ার দেওয়ালের ছাউনি দেওয়া, প্রাচীরহীন আগড় দেওয়া ঘরে, কুঁড়েঘরে ও তরুতলে বাস করে। বড়লোকদের ৩।৪ মহল বাড়ী থাকে, অন্দর ও বহির্ব্বাটি, বাগনবাড়ী গোলাবাড়ী ইত্যাদি। মধ্যবিত্তদের ২।৩টি ঘরও থাকে। কিন্তু দরিদ্রদের ভাগ্যে জোটে বা জোটে না একটি কুঁড়ে ঘর দেশ এখন ধনী-বিরল ও দরিদ্র বহুল। ইংরাজ, শহর বনাম ভূমিহীন-শ্রেণী সৃষ্টি ও গ্রামকে লোকশূন্য করার জন্য এবং শিক্ষার আওতায় বিলাতি-চাতুরি শিক্ষার জন্য দায়ী। আর সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবদের আখড়া গাছতলা বা চালাঘর।

পোষাক—পুরুষদের : ধুতি, চাদর, চটি, শার্ট, কোট, প্যান্ট (বন্দুকের দোনলা), হাফ্ প্যান্ট (রিভলভার দোনলা মডেল), আণ্ডার ওয়ার, মোজা, জুতা, অহরকোট, ছাতা, বুট, পাগড়ি, গান্ধী টুপি, শাটিনের জামা, লুঙ্গি, ফেজ, পয়জামা, ল্যাঙ্গট, কৌপীন, ওয়েস্টকোট, হাফশার্ট, রুমাল, হাফকোট, গেঞ্জি, ফতুয়া, নেক্টাই ব্যাগ ও বেড়াবার ষ্টিক্, লাঠি ইত্যাদি।

শীতের পোষাক—চাদর, শাল, র‍্যাপার, আলোয়ান, গরমকোট, অলেষ্টার, সোয়েটার ইত্যাদি।

নারীদের—শাড়ী, সায়া, সেমিজ, জুতা, স্লিপার (চটি), ঘড়ি, ব্লাউস, রুমাল, সালোয়ার (পয়জামা), পাঞ্জাবী, দো-পাট্টা, ইজার, ফ্রক, হিল-তোলা জুতা, ঘাঘরা, রঙীন শাড়ী, ওড়না, গাউন, টাইটব্রেষ্ট, (কাঁচুলি), আণ্ডার ওয়ার (অন্তর্বাস), টুপি, ভ্যানিটিব্যাগ, লিপষ্টিক। কেরাণী তথা গরীবদের মেয়েদের গরম পোষাক ইত্যাদি—স্কার্ফ, চাদর, সোয়েটার ইত্যাদি। পূজার পোষাক—মটকা, তসর, গরদ, কেটের ধুতি, শাড়ি চাদর, নামাবলী ইত্যাদি।

চিত্ত-বিশ্রাম—বৈঠকখানা, বাগানবাড়ী, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, চা-কফির দোকান, ক্লাব, রেস, সিনেমা, যাত্রা, শোভাযাত্রা, ব্রতচারী, স্কাউটস্-স্পোর্টস্, ট্রেণিং-কোর, খেলার মাচ্ ও মাঠ, সঙ, নাচ, খেমটা, খেউড়, বাঈনাচ, কবি-গান, ফেয়ার-ওয়েল পার্টি, মিটিং-সভা, সার্কাস, টকি, থিয়েটার, জলসা, সোস্যাল, আখড়া, ম্যাজিক, বহুরূপীর মায়া, কথকতা, পাঁচালী, রামায়ণ, চণ্ডীপাঠ, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মসভা, মেলা, নভেল পাঠ, রিহাসেল-আখড়া, সংবাদ-পত্র পাঠ, কীর্ত্তন, পূজা-উৎসব, সংকীর্ত্তন, টিপার্টি, ডিনার পার্টি, ভোজ, ভোজকাজ, পরচর্চ্চা, রাজনীতির পার্টি অফিস, পুজা-পার্ব্বনে রেডিও ও মাইকের কলরব, বারুদের কারখানা ইত্যাদি।

বড়লোকদের চিত্ত-বিশ্রাম—বিলাসভ্রমণ, সোসাইটি-গার্ল-সেবিত ক্লাব ইত্যাদি।

অলঙ্কার—স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার নারী সমাজে বহুল প্রচলন যথা—তাগা, হার, চুড়ি নোলক, টিপ, টিকলি, বালা টায়রা, কানবালা, আঙুটি, ফুল, সিঁথি, গোট, বিছা প্রজাপতি, নূপুর, তারাফুল, চিরুনি, ঝুমকো, কাঁটা, কেয়ুর, কাঁকন, চুড়, ব্রেসলেট, কুণ্ডল, ঢেঁড়ি, নথ, টানানথ, নেকলেস, আজট, পাঁচট, মল, বাজনা-মল, তোড়া, খোঁপা পাশা, কাণপাশা, পাঁইজর ইত্যাদি।

শয্যা—মশারি, খাট, পালঙ্ক, চৌপয়া, মাদুর, লেপ তোষক, কাঁথা, চাদর, কম্বল, সতরঞ্চ, চট, চাটাই, জাজাই, শীতলপাটি, বিলাতি রাগ ইত্যাদি।

আসন—মোড়া, চৌকি, চেয়ার, ইজি-চেয়ার, টুল, বেঞ্চ, তক্তা, কম্বল, আসন, কুশাসন ইত্যাদি।

খাদ্য—মৎস্য, মাংস, ডাল, রুটি, শাক, ভাত, সিদ্ধ আলু, তরকারী, ঝোল, ঝাল, ভাজা, পোড়া, টক, খই, চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, নাড়ু, সুজি, লুচি, পোলাও, খিচুড়ি, হবিষ্যান্ন, পান্তা (ঠাণ্ডী পোলাও), ডিম, ফলমূল, আচার। মিষ্টি (অনেক রকমের) মোটামুটি যথা—রসগোল্লা, রাজভোগ, মণ্ডা, পানতুয়া, বঁদিয়া, মিহিদানা, সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীর ও দই-সন্দেশ, জিলাপী, কচুরি, সিঙ্গারা, গজা, নিমকি, পরোটা, চাটনি, পাঁপড় ভাজা, দুধ, দই, ঘোল, মাখন, ঘি, গুড়, চিনি ভুরা, ফুলুরি, বোমা ইত্যাদি।

বিলাতি খাদ্য—চা, কেক, কোকো, কফি, চপ (আমিষ ও নিরামিষ), কাটলেট, ডিমসিদ্ধ, মামলেট, পাঁউরুটি, বাটার। বড়লোকদের—কেলনারে বিদেশী খাদ্য ও মদ্য ইত্যাদি।

সাঁওতালদের—কাঁচা মাংস, ঝলসানো মাংস, পচুই মদ, পান্তা বাসি ভাত ইত্যাদি।

নেশা—খইনি, নস্যি, তামাক, বিড়ি, চা, সিগারেট, পান, দোক্তা, কিমাম, চুরুট, সুরতি, জরদা, দেশী বিলাতি মদ (সরাব, দারু), গাঁজা, চরস, ভাং, আফিং, গুলি, তাড়ি, পচুই মদ, পোর্ট, মৃতসঞ্জীবনী ইত্যাদি।

খেলা—(বিলাত হুরে) ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, পোলো, ওয়াটার পোলো, ভলি, বাটমিণ্টন, ক্যারম, পিং-পং, লুডো ইত্যাদি।

দেশী—তাস, পাশা, দাবা, কড়ি খেলা, গোলক ধাধা, ধাপসা, হাড়ু-ডুড়ু, ডাণ্ডা-গুলি, তীর-ধনু, কুস্তী লড়া, লাঠিখেলা, ব্যায়াম চর্চা, ইত্যাদি।

খেলনা—পুতুল. (মাটি, কাচ, কাঠ ও প্লাষ্টিক নির্মিত), ঝুমঝুমি, চুষিকাঠি, বাঁশি (তালপাতার, বাঁশের, কাঠের, পিতলের), দোলন ইত্যাদি।

উৎসব—শারদীয়া উৎসব (পটেশ্বরী), দীপালি, কালী, সরস্বতী, দোল, চড়ক, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, মনসা, ধর্মগাজন, দশকর্ম, বৌদ্ধ-পর্ব, শিখ ও জৈন পর্ব, খৃষ্টান পর্ব, মুসলমান পর্ব—ইদ্, মহরম, শাক্ত-বৈষ্ণবদের—নিত্যপূজা, চব্বিশপ্রহর, অষ্টপ্রহর, নাম সংকীর্তন, নগর কীর্তন ইত্যাদি।

(পঞ্জিকায় বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে)

ঋণ—দেশের লোক কৃষি-প্রধান। সুদের হার শতকরা (গ্রামে) ১৮৮৹ হইতে ৩৭৷৹ টাকা (বৎসরে)। মহাজনী এখন লাইসেন্স আমলে আসায় গোপনে বন্ধকী কারবার চলে। কৃষকেরা ইংরাজ যুগে ঋণভারে প্রপীড়িত ছিল। এখন তাহার কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। তবে জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রবর্ত্তন শুরু হইয়াছে। ইহা শেষ হইলে আরও হ্রাস পাইবে আশা করা যায়।

লোকশিক্ষা—ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা সাহিত্যের মাধ্যমে ও কথকতার মাধ্যমে দেওয়া হয়।

নারী-জাগরণ—স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার হইয়াছে। তবে মেয়েদের বিবাহব্যাপার যৌতুক-কণ্টকে কণ্টকিত। তাহাদের ব্যায়াম গৃহকর্ম্ম। মহিলা শিক্ষয়িত্রী, পরিদর্শিকা, ধাত্রী, নার্স ইত্যাদি দেখা যায়। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় মহিলা কর্ম্মচারী, রেলে, পুলিসে সৈন্যবাহিনীতে, সিনেমা, থিয়েটার-যাত্রায় নারীরা যোগদান করিতেছে। মহিলা শাসক (ম্যাজিষ্ট্রেট) ও মহিলা লিপিকার সংক্ষেপ লিপি (ষ্টেনো-করনিক) শীঘ্রই আশা করা যায়। মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে বর্ধমানের মহিলা বিদূষী শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া (উপন্যাস লেখিকা) উল্লেখযোগ্য।

পরদা—সহরে পরদা-ওড়া সুরু হইয়াছে; সারা হয় নাই।

আত্মরক্ষা—আত্মরক্ষায় ছোরা, ছুরি, লাঠি, বন্দুক, পিস্তল, হাত-বোমা, এ্যাসিড, বর্শা, দা, বগী, খাঁড়া, তরোয়াল, সড়কী ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবহার হয়।

বাসন—কাঁসা, পিতল, কাঁচ, এ্যালুমিনিয়ম, এনামেল, মাটির পাত্র ব্যবহার হয়।

বাদ্য-যন্ত্র—এসরাজ, সেতার, বেহালা, বাঁশী, মাদল, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, নাগরা, শাণাই, কাঁশী, হারমোনিয়ম, ফ্লুট, ক্লারিওনেট, ব্যাগপাইপ, ব্যাণ্ড বাজনা, নহবৎ-বাজনা ইত্যাদি।

শিক্ষার অপচয়—দেশে কাল্পনিক শিক্ষা দেওয়া হয় ও হাতে কলমে করার মত কিছুই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নাই, কাজেই অপচয় হয়। লোক-শিক্ষা বিষয়ে রাশিয়ান আদর্শ বিচার যোগ্য।

(১০-১১) পেশা ও জাতি—এই জেলায় নিম্নলিখিত জাতির লোক দেখা যায় :—ব্রাহ্মণ ১,১৭,৪২১, সদ্‌গোপ ৯৯,৪৬৮, মাহিষ্য ১৯,৮০৫, তাঁতি ১৬৭৬০, তিলি ১৩,৬১৯, রজপুত ১১,৩১৯, গোয়ালা ৬৮,৩১৯, কায়স্থ ৩৩,৩০৬, বৈষ্ণব ১৯,১০৪, কামার ১৬,২৩৬, নাপিত ১৪,৪৫৪ ।

তপশীলভুক্ত জাতি—বাগদী ১৮৫,১৭২, বাউরী ১২০,৮৬৪, তেলী ৩২,৭০২, নমঃশূদ্র ১৪.৮০৯, ভুঁইয়া ৯,৯০৮, মুচি ৬৩,৮৮৫, ডোম ৩৪,৯১০, হাঁড়ি ২০,১৩২, শুঁড়ি ১২,০০৫, জালিয়া কৈবর্ত্ত ৮,৯৬৮ ।

আদিম জাতি—ভূমিজ ২৫৩৮, সাঁওতাল ১০১,৫২২ কোয়া ১৪,৪৫৭ । ১৯৩১ খৃঃ সনের হিসাবে দেখা যায় তপশীলী ও আদিম জাতি ছিল ৬,২৬,৯৫০ । —সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট : ১৯৪০

বর্ধমান (১৯৪০খৃঃ)—প্রতি মালিক চাষী পরিবারে ভূমির পরিমাণ ৫·৬৩ একর (১৭ বিঘা প্রায়), ১২·৮ শতাংশ লোকের ১০ একর ও তদূর্দ্ধ জমি আছে ।

১৯৫১ সালের বর্ধমান জেলার লোকের উপজীবিকা সংখ্যা চিত্র :—

পরিবার	পুরুষ	নারী	মোট	জন সংখ্যার শতাংশ
স্বয়ং মালিক চাষী	৩,৫৮,০৪৬	৩,৩০,৪৬৪	৬,৮৮,৪৭০	৩১·
ভূমিহীন বর্গাদার	১,৫০,৯২১	১,৭২,৪৬৪	৩,২৩,৩৬৫	১৫·
ভূমিহীন শ্রমিক	১,৭৯,৯৭৭	১,৬৩,৪২৪	৩,৪৩,৪০১	১৬·
খাজনাভোগী	৭,৯৮৫	৯,০৭৪	১৭,০৫৯	·৮
অকৃষি বা কুটীর শিল্প ইত্যাদি	২,২৬,৬৭৮	১,৬০,৯৩৪	৩,৯৭,৬১২	১৮
ব্যবসায়ী শ্রেণী	৭৫,৩৮৬	৫৪,২২২	১,২৯,৬০৮	৬·
পরিবহন কার্য্যে নিযুক্ত	৩০,৩৭৯	২৩,৪৭৩	৫৩,৮৫২	৩·
অন্যান্য কর্ম্ম চাকুরী ইত্যাদি	১,৩১,৩৮৯	১,১৬,৮৭১	২,৪৮,২৬০	১০·১৬
মোট লোক সংখ্যা	১১,৬০,৭৬১	১০,৩০,৯০৬	২১,৯১,৬৬৭	

পরিবার	পুরুষ	নারী	মোট
গ্রামাঞ্চল	৯,৭৮,৪৫০	৮,৮৯,২৭৬	১৮,৬৭,৭২৬
শিল্পাঞ্চল	১,৮২,৩১১	১,৪১,৬০০	৩,২৩,৯৪১

(১২) দেখ সিন্দুরে খৃষ্টান মিশনারী —পাদরী কীর্ত্তি।

Religion—But any one who dares to say "Outside the church there can be no salvation"; should be banished from the state, unless the state be the Church and the Prience the Pontiff.

—Page 439 : Social Contract by J. J. Rousseau.

"গোলাপ ফুল ফুটে আছে মধুপ হোথা যাস্ নে
ফুলের মধু খেতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাসনে ॥" —রবী

"ভারত না—ইংরাজের তোফা তয়ফা-খানা"— ১৯১৩ খৃঃ —চারটার এ্যাক্ট (ইণ্ডিয়া লেজিসলেশন) বিলাতে পাস হইয়া ভারতে মালের জাহাজে চালান আসে। পাদ্রীরাও ওই জাহাজে এ দেশে নামে ও আমদানী হয়। আইন হইল এই মর্ম্মে :—

পাদ্রী আইন।
Government established by law. (Who made that law ?)

The question of admission of missionaries was hotly debated, their admission under liecense was allowed. Provision was made for the spiritual needs of the European population by the appointment of a Bishop of Calcutta and three Arch-deacons paid from India Revenues.

ভারতে যে সব ইউরোপীয় থাকিবে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির এজন্য ভারতীয় রাজস্বের কিয়দংশ হইতে ঐ ধর্ম্ম-বিক্রেতা পাদ্রীদের বেতন দেওয়া-হইবার ব্যবস্থা হইল।

First educational grant of Rs. 10,000/. all over India.

—V. Smith. P. 619 : History of India.

মনে মনে রাখ—সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ॥
তাহে ধন্য ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥
—বর্ধমানের কবি : রায় গুণাকর

চীনে চা ব্যবসায় চালানর আইন হয় সেই সঙ্গে। আর শিক্ষার খাতে ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর হয় সারা ভারতের জন্য।

কেহ কেহ সাহেবদিগকে White Gods (a) বা White brahmins (b) বলেন—

এই ধর্ম্মরাজ সাহেবদের স্তব বঙ্গ সাহিত্যে যে কয়েকটি পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দিয়া 'পাদ্রী' 'নারায়ণের কথা' শুনাইব :—

(১) ধর্ম্ম হৈলা যবনরূপী, মাথায় তার কাল টুপী
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান।"

(২) অপূর্ব্ব শুনহ সবে, স্বর্গের যতেক দেবে, বিলাতে হইলা সাহেবরূপী।
ছাড়িলা আহ্নিক পূজা, পরিধানে কুর্ত্তি মুজা, হাতে বেত শিরে দিলা টুপী॥
বাঙ্গলার অভিলাষে, আইলা সদাগর বেশে, কৈলকাত্তা পুরাণা কুঠী আদি।
গতামল স্বভোদরী, শুভাসন বাহাত্তরী, আংরেজ আমল তদবধি॥

—গ্রাম্য কবি : ১৮শতক শেষ ভাগ, ৬২-৬৩ পৃ: বা: সা: ই, সুকুমার সেন

"ইউরোপীয়দের আচার ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র যে অল্প কথা বলিয়াছেন, তাহা মনোজ্ঞ :—

'যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গীর মত।
কর্ণবেধ নাহি করে, না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি, যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে, এই দায়॥'

—প্রাচীন বর্ধমানের কবি, ভারতচন্দ্র (মৃত্যু ১৭৬০ খৃ:)
বা: সা: ই: পৃ: ৮৪২, সেন

পাদ্রী-কথা আরম্ভ—১৯৫১ খৃ: আদম সুমারীর হিসাবে দেখা যায় পশ্চিম বঙ্গে ১,৭৫,০২১ জন খৃষ্টান আছে (০'৭০ শতাংশ প: বঙ্গ জনসংখ্যার)। জেলা বর্ধমানে আছে ৬,১৩৫ জন (জেলায় লোক সংখ্যার ০'২৮ শতাংশ)।

(a) The hoary Himalayas, the beloved abode of most respected divinity, was in some places virtually shut against him because the 'White Gods' had developed a fancy for them. —P. 87, Y. I. (L. Rai)

(b) Vide p, 127 (1bid)

আদিপর্ব্ব—পর্ত্তুগীজরা ১৫০২ খৃঃ অব্দে কালিকট বন্দরে একটু বাণিজ্য করিবার সুযোগ পায়। ক্রমে ভয় দেখাইয়া গোয়া দখল করে। বাণিজ্য কুঠী নির্ম্মাণ করে। তাহাদের কুঠীর পিছনে থাকে দুর্গ—আর সামনে থাকে ধর্ম্মধ্বজাধারী এই পাত্রী (বিষকুম্ভং পয়োমুখং)। ইহারাই ভারতীয়দের বন্দী করিয়া ক্রীতদাস করিত ও পরে খৃষ্টান করিত।

The Portugeese were the first to bring Christianity to Bengal. Portugeese adventurers enslaved their captives and converted them to christianity."

W. I. B. L., P. 70 P. R. Sen

ইহারা ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে বাংলায় প্রথম আসে ও বাণিজ্য করিবার সুযোগ পায়। ক্রমে ক্রমে ফরাসীরা আসে ১৬০৪ খৃঃ অব্দে, ইংরাজ ১৬১২ খৃঃ অব্দে, ও ওলন্দাজ ১৬৭০ খৃঃ অব্দে। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় কুঠী নির্ম্মাণ করে।

১৬৯০ খৃঃ ইংরাজ জব চার্ণক কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি —এই তিনটি গ্রাম বন্দোবস্ত লইয়া হাল-কলিকাতার বুনিয়াদ পত্তন করে। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে জার্ম্মানির অসটেণ্ড কোম্পানী বাণিজ্য করিতে আসে। কিন্তু ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণের প্ররোচনায় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

১৭৫৮ খৃঃ অব্দে সুইডেন মিশনারী এল্. জেড্ কিরাণডার সাহেব দেশীয় খৃষ্টানদের জন্য ইংরাজী স্কুল স্থাপনা করে। শ্রীরামপুর শহর দিনেমারদের হাতে ছিল ১৭১৭ খৃঃ হইতে ১৮৪৫ খৃঃ অবধি।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হুগলীতে প্রথম বাংলা ছাপার মত হরফ হয়।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও কেরি; ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনা ও উইলিয়ম জোন্স; ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে বাংলা গদ্যে আইন পুস্তক প্রণয়ন; ১৮০০ খৃঃ কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ ও শ্রীরামপুরে মিশন ও প্রেস হয়, কেরী (১৭৬১-১৮০৪ খৃঃ) সাহেবের চেষ্টায়। ১৮১১ খৃঃ কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি হয়। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে ভারত সরকারের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার বিভাগ; ১৮১৮ খৃঃ দিনেমার রাজা, শ্রীরামপুর-মিশন-গোষ্ঠির চেষ্টায় বাংলা গদ্যে প্রথম সংবাদ পত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ। ১৮২১ খৃঃ—রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' (ইংরাজী-বাংলা দো-ভাষায়) সংবাদ পত্র প্রকাশ।

শ্রীরামপুর মিশন—ইংরাজ রাজ্যের বাহিরে দিনেমার রাজ্যে অবস্থিত থাকায় ইংরাজ এই ছাপাখানা বন্ধ করিতে পারে নাই। কেরি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেন। ইহার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার—শিক্ষার বিস্তার নহে।

মিঃ কে সাহেব—মেটকাফ জীবনীতে (১৮৫৬ খৃঃ) ইংরাজদের ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে কিরূপ মত পোষণ করিতেন দেখা যাক :—

The dread of the free diffusion of knowledge became a chronic disease. ...Continually afflicting the members of Government with all sorts of hypochondriacal day-dreams and night-mares, in which visions of the Printing Press and the Bible were making their flesh creep, and thir hairs to stand erect with horror. It was our policy in those days to keep the natives of India, in the profoundest state of barbarism and darkness, and every attempt to diffuse the light of knowledge among the people either of our own or the independent states were vehemently opposed and resented.

—W. I. Nehru P. 263

অন্যত্র—We have lost America from our folly in having allowed the establishment of Schools and Colleges and it could not do for us to repeat the same act of folly in regard to India.

—P. 514-Udbodhan 1353

ইংরাজেরা যে ভারতে শিক্ষা প্রচারকে ভীতির চক্ষে দেখিতেন, সেই গোপন তথ্য মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বহু আগে বেফাঁস করিয়াছিলেন তাঁহার 'India Under the Victorian Age' নামক পুস্তকে। কিন্তু তবুও ধর্ম প্রচারের জন্য পাদ্রীরা বঙ্গ ভাষায় ধর্ম পুস্তক (বাইবেল) অনুবাদ করাইয়া প্রচার কার্যে বিশেষ সজাগ হইল। 'কলি কুতুহল' (১৮৫০ খৃঃ) পুস্তকে দেখা যায় পণ্ডিত ও পাদ্রীর ধর্মযুদ্ধ। তাহা হইতে কৌতুহল নিবারণার্থ একটু বিবরণ উদ্ধৃতি করি :—

আদিপর্ব্ব—পর্ত্তুগীজরা ১৫০২ খৃঃ অব্দে কালিকট বন্দরে একটু বাণিজ্য করিবার সুযোগ পায়। ক্রমে ভয় দেখাইয়া গোয়া দখল করে। বাণিজ্য কুঠী নির্ম্মাণ করে। তাহাদের কুঠীর পিছনে থাকে দুর্গ—আর সামনে থাকে ধর্ম্মধ্বজাধারী এই পাদ্রী (বিষকুম্ভং পয়োমুখং)। ইহারাই ভারতীয়দের বন্দী করিয়া ক্রীতদাস করিত ও পরে খৃষ্টান করিত।

The Portugeese were the first to bring Christianity to Bengal. Portugeese adventurers enslaved their captives and converted them to christianity."

W. I. B. L., P. 70 P. R. Sen

ইহারা ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে বাংলায় প্রথম আসে ও বাণিজ্য করিবার সুযোগ পায়। ক্রমে ক্রমে ফরাসীরা আসে ১৬০৪ খৃঃ অব্দে, ইংরাজ ১৬১২ খৃঃ অব্দে, ও ওলন্দাজ ১৬৭০ খৃঃ অব্দে। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় কুঠী নির্ম্মাণ করে।

১৬৯০ খৃঃ ইংরাজ জব চার্ণক কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি—এই তিনটি গ্রাম বন্দোবস্ত লইয়া হাল-কলিকাতার বুনিয়াদ পত্তন করে। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে জার্ম্মানির অস্‌টেণ্ড কোম্পানী বাণিজ্য করিতে আসে। কিন্তু ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণের প্ররোচনায় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

১৭৫৮ খৃঃ অব্দে সুইডেন মিশনারী এল্. জেড্ কিরাণডার সাহেব দেশীয় খৃষ্টানদের জন্য ইংরাজী স্কুল স্থাপনা করে। শ্রীরামপুর শহর দিনেমারদের হাতে ছিল ১৭১৭ খৃঃ হইতে ১৮৪৫ খৃঃ অবধি।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হুগলীতে প্রথম বাংলা ছাপার মত হরফ হয়।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও কেরি; ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনা ও উইলিয়ম জোন্স; ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে বাংলা গদ্যে আইন পুস্তক প্রণয়ন; ১৮০০ খৃঃ কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ ও শ্রীরামপুরে মিশন ও প্রেস হয়, কেরী (১৭৬১-১৮০৪ খৃঃ) সাহেবের চেষ্টায়। ১৮১১ খৃঃ কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি হয়। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে ভারত সরকারের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার বিভাগ; ১৮১৮ খৃঃ দিনেমার রাজ্য, শ্রীরামপুর-মিশন-গোষ্ঠির চেষ্টায় বাংলা গদ্যে প্রথম সংবাদ পত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ। ১৮২১ খৃঃ—রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' (ইংরাজী-বাংলা দো-ভাষায়) সংবাদ পত্র প্রকাশ।

শ্রীরামপুর মিশন—ইংরাজ রাজ্যের বাহিরে দিনেমার রাজ্যে অবস্থিত থাকায় ইংরাজ এই ছাপাখানা বন্ধ করিতে পারে নাই। কেরি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেন। ইহার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার—শিক্ষার বিস্তার নহে।

মিঃ কে সাহেব—মেটকাফ জীবনীতে (১৮৫৬ খৃঃ) ইংরাজদের ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে কিরূপ মত পোষণ করিতেন দেখা যাক :—

The dread of the free diffusion of knowledge became a chronic disease. ...Continually afflicting the members of Government with all sorts of hypochondriacal day-dreams and night-mares, in which visions of the Printing Press and the Bible were making their flesh creep, and thir hairs to stand erect with horror. It was our policy in those days to keep the natives of India, in the profoundest state of barbarism and darkness, and every attempt to diffuse the light of knowledge among the people either of our own or the independent states were vehemently opposed and resented.

—W. I. Nehru P. 263

অন্যত্র—We have lost America from our folly in having allowed the establishment of Schools and Colleges and it could not do for us to repeat the same act of folly in regard to India.

—P. 514-Udbodhan 1353

ইংরাজেরা যে ভারতে শিক্ষা প্রচারকে ভীতির চক্ষে দেখিতেন, সেই গোপন তথ্য মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বহু আগে বেফাঁস করিয়াছিলেন তাঁহার 'India Under the Victorian Age' নামক পুস্তকে। কিন্তু তবুও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাদ্রীরা বঙ্গ ভাষায় ধর্ম্ম পুস্তক (বাইবেল) অনুবাদ করাইয়া প্রচার কার্য্যে বিশেষ সজাগ হইল। 'কলি কুতুহল' (১৮৫৩ খৃঃ) পুস্তকে দেখা যায় পণ্ডিত ও পাদ্রীর ধর্ম্মযুদ্ধ। তাহা হইতে কৌতুহল নিবারণার্থ একটু বিবরণ উদ্ধৃতি করি :—

রথ যাত্রায় পাদ্রী সাহেব—মহেশের রথ-যাত্রা। লোকের সমারোহ—মিশনারী ভায়াগণ বোঝা বোঝা ধর্ম্মপুস্তক ঘাড়ে করিয়া উপনীত ও তথায় বালক-বৃদ্ধ কি যুবা সকলকে উপদেশ দান :—

"হে ভায়াগণ! তোমরা যাহাকে গড়াইয়াছ তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রণাম করিটেছ। তোমাডিগের জগন্নাট যডি ঈশ্বর হইবে টবে টাহাটে ঘৃণা করিবে কেন? টোমরা গঙ্গাস্নান করিয়া যে পাপ মুক্ট হইটে বাঞ্ছা করিটেছ টাহা তোমাডিগের ভ্রান্টি, কেন না জলে ডুব দিলে কি কখন পাপ ঢোয়া যায়? যে দিন মহাবিচারের সময় আসিবে সে ডিন টোমরা কি গঙ্গা-স্নান করিয়াছি বলিলে পরিট্রান পাইবা?" এইরূপে মিশনারী ভায়ারা যারে দেখেন তারেই বিলাতি গৌরাঙ্গের প্রেম বিতরণ করিলে দৈবাৎ একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহাদিগের সেই গোলযোগ শুনিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখানে কিসের সোরগোল হইতেছে। পাদ্রীগণ কহিলেন—"আমরা টোমাডিগের উড্ঢারাঠ" উপডেশ ডিটে আসিয়াছি।"

মিশনারী—টোমরা যে গঙ্গার জলকে পবিট্র জ্ঞান করিয়া ঠাক—সেই জলে আর পুষ্করিণীর জলে প্রভেড কি?

পণ্ডিত— তোমাদিগের জর্ডন নদীর জলে ও অন্যান্য জলে যে প্রভেদ —আমাদিগের গঙ্গাজলে ও অন্যান্য জলে সেইরূপ প্রভেদ।

মিশনারী— তোমরা মাটী ও পাঠর দিয়া যাহাকে গড়াও টাহাকে ঈশ্বর ভাবিলে কি টোমাডের পরিট্রাণ হইবে?

পণ্ডিত—হাঁ। যদি রুটি এবং মদিরা ঈশ্বরের মাংস ও শোণিত জ্ঞানে ভোজন পান করিলে তোমাদের পরিত্রাণ হয়—তবে মাটির ঈশ্বর গড়াইয়া পূজা করিলে অবশ্য আমাদিগের পরিত্রাণ হইবে।

মিশনারী—টুমি বড় পাপী আচ, টোমার সহিত বিচার করিটে আমি চাহি না। কিণ্টু টোমাকে বণ্ডুভাবে উপডেশ কহি—টুমি সেই ডয়ালু প্রভুর উপাসনা কর—যে প্রভু টোমাডিগের পাপের প্রায়শ্চিট্ট নিমিট্ট প্রাণ পরিট্যাগ করিয়াছেন।

পণ্ডিত— যদি তোমার প্রভু পর-বঞ্চক না হইত—তবে আমি তোমাদিগের প্রভুর উপাসনা করিতাম।

মিশনারী—আমাদিগের প্রভু পর-বঞ্চক কিসে?

পণ্ডিত— আমরা শুনিয়াছি তোমাদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকে লেখে যে—যে ব্যক্তি পাপ করে সে চিরতরে দণ্ডের যোগ্য হয়—কিন্তু যদি কেউ সেই দণ্ড স্বীকার করিয়া পাপীদিগের পরিত্রাণ হেতু তোমাদিগের ক্রাইষ্ট আসিয়া থাকে তবে তাহাকে চিরদণ্ড স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া যখন সে তদ্ যাতনা সহ্য অপারক হেতু মরিয়াছিল কিম্বা মরণান্তর পুনর্ব্বার উঠিয়া পলাইয়াছিল তাহাতে বঞ্চক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?"

[এইরূপে মিশনারীগণ পণ্ডিতের কথায় পরাঙ্মুখ হইয়া ভগ্ন মনে আপন আপন বাসে আসিয়া সকলে কমিটিপূর্ব্বক স্থির করিল যে এদেশীয় প্রধান লোকেরা আমাদিগের উপদেশে ভুলিবে না। এতন্নিমিত্ত ইংরাজী ভাষা অধ্যাপনা ছলে বালকদিগকে প্রথমাবধি উপদেশ দিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে এই বিবেচনায় ছেলে-ধরা ফাঁদের মত স্থানে স্থানে ইস্কুল স্থাপন করিয়া অধুনা অনেক নবীন পুরুষেরা কলির আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছেন।] —বঃ সাঃ ইঃ 'সেন'

লর্ড মেকেলে এক পত্রে তাঁর জামাতাকে লিখেছিলেন "আমার সংকল্পিত শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হলে হিন্দু যুবকদের যে পথে চালিয়ে যাবে, সেখানে তারা স্বেচ্ছায় সাদরে খৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের অর্থই হলো ব্রিটিশের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন।

ইংরাজ ভারত-ঘরে ঢুকিবামাত্র ছুঁচো-বাজি পোড়ার মত সাত লঙ্কা পোড়াইয়া ও হিন্দুদের সাহায্যে হিন্দুদেরই দেশ কাড়িয়া ১৮১৮ খৃঃ মধ্যে রাজ্য পাকা করিয়া নিল। কাজেই তাহারা মিশনারি দিয়া ভারতীয়দের ধর্ম্ম কাড়িয়া খৃষ্টান বনাম ম্লেচ্ছ রাজ্য করিবার জন্য মন দিল। * রাজা রামমোহন, দেশের দশের দলে দলে খৃষ্টান হওয়া বন্ধ করিবার জন্য, ১৮২৮ খৃঃ ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন। রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দুরাও ১৮৩০ খৃঃ অব্দে ধর্ম্ম-সভা স্থাপনা করেন।

ইংরাজকে ভারতবর্ষ অধিকার করার জন্য রাজ-শক্তি হিসাবে কোথাও মুসলমানদের সহিত লড়াই করিতে হয় নি। হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করেই ইংরেজকে ভারতবর্ষ দখল করতে হয়েছিল।

পৃঃ ৫১২ উদ্বোধন ১৩৫৩

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্ম। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর প্রমুখ মণীষীগণ সমাজ সংস্কার করিতেছিলেন আইনের সাহায্যে। কুখ্যাত ডিরেজিও, রিচার্ডসন ও ডাফ সাহেবরা শিক্ষা-ছলে হিন্দু-বিদ্বেষ ভাব প্রচার করিতে লাগিল।

১৮৬৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। ১৮৭২ খৃঃ (১৫ই আগষ্ট) শ্রীঅরবিন্দ জন্ম গ্রহণ করেন।

*সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ খৃষ্টান মিশনারীদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সুরু করলে। —উদ্বোধন ১৩৫৩, পৃঃ ৫১৩

সে যুগের হাওয়া ছিল দলে দলে ভারতবাসী সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ইউরোপ যাইতেছে,—ইংলণ্ডে গিয়া সাহেব হইতেছে, মেম-বিবি বউ ঘরে আনিতেছে। সাহেব হইতেছে পোষাক পরিচ্ছদে যতটা, শিক্ষায় সদ্গুণে ততটা নহে। সাহেবিয়ানার একটা নেশা লাগিয়া গেল তাহাদের মধ্যে। ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য তাহারা ত্যাগ করিল কিন্তু পাশ্চাত্যের একাত্মবোধ, একপ্রাণতা, সাম্যমৈত্রী, সংসার যাত্রার উপকরণ, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অধ্যবসায়, নৈতিকবীর্য্য, দেশাত্মবোধ—কিছুই গ্রহণ করিতে পারিল না। গুরু, দেবতা ও ব্রাহ্মণ যে এই দেশে ছিল—সে বিশ্বাস পর্য্যন্ত তাহারা হারাইল। (ভারত-পুরুষ-শ্রীঅরবিন্দ) (ক)

(ক) সেকালের বাঙ্গালী নব্যবাবুর একটি রেখা চিত্র :—

The Bengali babu (2857 A. D.)

The English knowing Bengalees spread over the whole of Nothern India, lately the scene mutiny, and materially helped in bringing about settled conditions of life. They were the pioneers in every department of Gevernmental activity and were looked to, both by the rulers and the people, for advice and guidance. The Bengali is a sentimental being. His position under the Govt. filled him with pride and his gratitude and loyalty were overflowing. The British also liked him, because he was useful, intelligent, keen shrewd, ready to serve and willing to be of use. He relieved the

শ্রীঅরবিন্দ জন্মিবার পূর্ব্বে আরও কয়টি ঘটনা :—

১৮৫৭ খৃঃ মিশনারীরা ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায় সিপাহী-বিদ্রোহ বনাম স্বাধীনতা-সংগ্রাম সুরু হইল। ১৮৬১ খৃঃ মহামানব রবীন্দ্রনাথের জন্ম, ১৮৬৯ খৃঃ মহাত্মা গান্ধীজীর জন্ম, ১৮৭২ খৃঃ 'বঙ্গ-দর্শন' প্রচার ও ১৮৭৫ খৃঃ শ্রীএ্যানি বেসাণ্ট (রাশিয়ার মহিলা) থিওসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপনা করেন। বঙ্কিম-রমেশ-ভূদেব-শশধর-কৃষ্ণানন্দ জাগিয়া উঠিলেন ও গীতার 'পাঞ্চজন্য' হাতে ধরিয়া কম্বুকণ্ঠে নিনাদ করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' প্রচার করিলেন 'সনাতনী পন্থা' ও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন কুসংস্কার।

British officer of much of his intellectual work and left him ample time for play and rest. Many as a departmental head ruled the country with the brain of the Bengalee Babu. The Bengalee Babu worshipped the Frinighee as 'Mai-Bap'.

The Bengalees were the first to send their sons to England for their education and to compete for the I. C. S. (Indian Civil Service) : I. M. S. (Indian Medical Service). They with the Parsees were the first to qualify for the English Bar. In England they lived in an atmosphere of freedom. With freedom in drinking and eating, they also learned freedom of thought and expression. Some of them became Christians. Alarmed at this transformation, Rammohan Ray and a few others resolved to stem the tide.

Rammohan Ray, the founder of Brahmo Samaj was the first nation builder of modern India. He (Bengalee) detested Indian life and took pride in being Anglicised. Everything Indian was odius in his eyes. The Indians were barbarians, their religion was a bundle of superstitions, they were dirty people ; their customs and manners were uncivilised, they were a set of narrow-mirded bigots, who

খৃষ্টানদের ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে তৎপরতা—১৮৯২ খৃঃ অব্দের হিসাবে দেখা যায় ভারতে প্রতি এক শত ত্রিশ জন লোকে একজন খৃষ্টান হইয়াছে। ইউরোপীয় সাম্যবাদ মুসলমানদের সাম্যবাদ নহে। কথায় ও কাজে অসমান ইউরোপীয়গণ দেশীয় খৃষ্টানদের দাস পর্য্যায়েই রাখে। মুসলমান বাদসাহ নবাব প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুর জাতি মারিয়া তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক আপনাদের ভালঘরে বিবাহ দেওয়া এবং কোন চাকরী, কি তাহার অন্ন সংস্থানের কোন একটা উপায় করিয়া দেওয়া, কি তাহাকে লইয়া খাওয়া বসা ইহার কিছুই করেন না।

—সামাজিক প্রবন্ধ : ভূদেব মুখোপাধ্যায়

*দ্বিতীয়তঃ ইংরাজের বৈদেশিক ভাব—লর্ড ওয়েলেসলি একবার বলিয়াছিলেন—"আমি ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডের ফাঁসি কাষ্ঠে উদ্বন্ধ হওয়া শ্রেয় জ্ঞান করি।" ইংরাজের বৈদেশিকভাব প্রত্যেক দেশেই এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ইংরাজ যে দেশেই যাইতেছে তাহারা বেড়া আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে—চতুর্দ্দিক হইতে

---

did not know that MAN WAS BORN FREE. So the English set the fashion for them in every thing. Both (I. C. S. and I. M. S. Bengalees) found out by bitter experience that however able and clever they might be, whatever their intellectual acquirements, no matter if they were Christians or semi-christians or free-thinkers, there was a limit to their aspirations both in service and out of it. That was the fiirst eye-opener. —Y. I. – L. Rai, : p. 116-117

বাঙ্গালী সাহেবিয়ানার উচ্চ-মঞ্চ হইতে তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল, তাই এত তাড়াতাড়ি নামিল যে তাহার এই চড়াই-উতরাইও দেখিবার জিনিষ। (আই, সি, এস, অরবিন্দই মহামানব—শ্রীঅরবিন্দ)

*"The exhibiton of European arrognace in travelling in the Railways is still in evidence."

—P. VII L. Rai, Y India

"The natives are all just a lot of animals, don't you think so ?" —P. 7, Y. I.

যেমন ইংরাজের উপনিবেশ দেশের অন্তর্ভাগে প্রচারিত হইতেছে, অমনি আদিম অধিবাসীরা ফুরাইয়া যাইতেছে।" একজন ইংরাজ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয়দের ঘ্রাণমাত্র পাইলেই অপরাপর ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষেরা একেবারে শুকাইতে আরম্ভ করে।"

ইংরাজের ধর্ম্মভাব :—তুমি ইংরাজ নহ, তুমি আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই তুমি আমার সমান হইতে পারিবে না। আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।"

ভারতে ইংরাজের রাজকার্য্যে বৈদেশিক ভাব :—(১) ভারতবর্ষের শাসন ভারতবাসীর উন্নতি সাধনার্থ হইবে। (ভাষ্য)—ইংলণ্ডের শুভোৎপাদনের কোন ব্যাঘাত না করিয়া যতদূর ভারতবাসীর শুভ হয় ততদূর তজ্জন্য চেষ্টা করা হইবে।

(২) আইনের চক্ষে সকল প্রজাই সমান। (ভাষ্য)—তবে শ্বেতকায়দের জন্য আইন আদালত ভিন্ন।

(৩) প্রজাদিগের ব্যবহার-শাস্ত্র বজায় থাকিবে। (ভাষ্য)—শাস্ত্রের বয়নের ফাঁকে ফাঁকেই ইংরাজী ব্যবহার-সূত্রের প্রয়োগ।

(৪) বিচার কার্য্য আইন অনুসারে হইবে। (ভাষ্য)—বিচার কার্য্য জটিল করা ও কঠিন দণ্ডদানই বিচার মাত্র।

(৫) প্রজার স্থানে কর আদান সম্পূর্ণ নিয়ম নিবদ্ধ। (ভাষ্য)—আদান প্রণালীতে যথেচ্ছাচার নাই— কিন্তু কর-নিয়োগে যাহাতে স্বজাতীয়দের উপর কর না পড়ে।

(৬) শুল্ক বা বাণিজ্য-কর আদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাব এই যে ইংরাজী শিল্পজাত ভারতে বিক্রীত হয়, তদনুসারে ব্যবস্থা হওয়াতে দেশীয় শিল্পের বিলোপ সাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৭) স্বায়ত্ত-শাসন প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু শাসনের ক্ষমতা সমুদায়ই ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তগত।

(৮) সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান হয়—কিন্তু সকলই ইংরাজী ধরণের, —কিছুই দেশীয় ধরণের হয় না।

(৯) ভারতবর্ষের ধর্ম্মকীর্ত্তিতে হস্তার্পণ হয় নাই, কিন্তু রক্ষা অভাবে সমুদায় বিধ্বংসে সমর্পিত হইয়াছে।

(১০) সাধারণ শিক্ষার ভার ইংরাজ রাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন— কিন্তু তাহাকে নিতান্ত হীনাবস্থা রাখিতেছেন। এই বৈদেশিক ভাব শ্রীনেহেরুও লক্ষ্য করিয়া (১৮৭৫ খৃঃ অব্দে) শ্রীঅ্যানী বেসান্ত (রাশিয়ান মহিলা) বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার 'ডি, ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকে। শ্রীঅ্যানী বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত থিওজফিকাল সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল :—

It seeks to draw the existing religions into united friendly co-operation:

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ম্যাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকট (রাশিয়ান) এদেশে আসেন ভারতের জ্ঞান ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রচারের জন্য।

The wisdom of India, her philosophy and achievements must be made known in Europe and America. —P. 268, W. I. B. L.—P. R. Sen

১৮৯৩ খৃঃ অব্দ :—চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভা জগতে খৃষ্টান ধর্ম্মের *শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই সভা ; কিন্তু ফল হইল বিপরীত। বেদান্তের 'একেশ্বর-বাদ' শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিঘোষিত হইল। যদিও আমেরিকানরা প্রথমে এই সভায় হিন্দুধর্ম্মের কোন প্রতিনিধির কোন স্থানই দেন নাই, কিন্তু বিধি নির্দ্দেশ ছিল অন্য প্রকার অবশ্যই। জয় রামকৃষ্ণের জয়! He was to quote the words of Sir Valentine Chirol "the first Hindu whose personality won demonstrative recognition abroad for India's ancient civilisation and for her new born claim to nation hood". —Page 886 A. H.

---

*RELIGION on the other hand, which in the west makes in the main for celibacy, throws its weight in India almost into the other scale A Hindu man must marry and beget children to peform his funeral rites, lest his spirit wander uneasily in the waste places of the earth.

(P. 148—People of India : Risely)

খৃষ্টান-ধর্ম্ম-পালন অবিবাহিতদের বিধেয়, আর ভারতে বিবাহ না করিলে ধর্ম্ম হয় না।

চিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজী (হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি) বলেন—ভারতে ধর্ম্ম প্রচুর আছে খাদ্য নাই। ভারত-কর-ভোগী পাদ্রী না পাঠাইয়া ভারতবাসীকে খাদ্য দিয়া বাঁচাও। তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি শুনুন—"দরিদ্র পৌত্তলিক—২০।৯।১৮৯৩"—খৃষ্টিয়ানগণের সর্ব্বদাই সৎ আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, এবং আমার বিশ্বাস যে যদি আমি তোমাদের কোন ভ্রম-প্রমাদ দর্শাইয়া দিই, তোমরা তাহাতে কিছু মনক্ষুণ্ণ হইবে না। হে খৃষ্টিয়ানগণ! তোমরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের নিকট ধর্ম্ম-প্রচারক পাঠাইতে ব্যস্ত। ক বল দেখি অনাহারের হস্ত হইতে তাহাদের কেহ উদ্ধারের জন্য কোনরূপ যত্ন কর না কেন?"

১৮১৩ খৃঃ চার্টার এ্যাক্টে দেখা যায় যে এখানে (ভারতে) পাদ্রী পাঠান হয় ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীদের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য ভারতীয়দের জন্য নহে। কিন্তু তাহারাই (পাদ্রীরাই) ধর্ম্মরাজ সাজিয়া বে-আইনী করিয়া ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করে।

ক Racialism in India is not so much English versus Indian. It is European—as opposed to the Asia. In India, every European, be he Pole, or German or Rumanian, is automatically a member of the ruling race. Railway carriages, station retiring rooms, benches in parks, etc., are marked "for Europeans Only." —P. 252 D. I. Nehru

Regarding Queen's officials' attitude to the natives as foreigners.

Inspite of long residence India, he remained to all intents and purposes a foreigner, and knew little of their feelings, sentiments and aspirations. Blunt very correctly observed that "the Anglo Indian Official of the Company's days loved Indian in a way no Queen's official dreams of doing now, and loving it, he served it better".

—P. 855, A. H.

এই স্বামীজীর সম্বন্ধে অনেক সমালোচনার মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা করেন আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সি, সি, এভারেষ্ট (১৮৯৬ খৃঃ)। তিনি বলেন :—

He has been in fact a missionary from India to America. Invasion of West by the Oriental thought. ...Vivekananda has created a high degree of interest in himself and his work. There are indeed few departments of study more attractive than the Hindu thought. ...Hegel said that Spinozism is the necessary beginning of all philosophizing. This can be said even more emphatically of the Vedanta system. The relation of the One is the truth which the East may well teach us and we owe a debt of gratitude to Vivekananda that he has taught this lesson so effectively." শ্রীনেহেরু ও স্বামীজীর ভাবধারা প্রসঙ্গে তাঁহার পাশ্চাত্য মত বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

He (Vivekananda) was not impressed by the manifestation of religion in the West and his faith in the Indian philosophical and spiritual background became firmer. India inspite of her degration, still represented to him the Light."

— P. 291 : D. I. Nehru

কথিত আছে—Emerson এমার্সন Carlyle কার্লাইল এর গীতার ইংরাজী অনুবাদ (The Song Celestiel) পড়িয়া বলেন—The best book of the world's religions books. সংস্কৃত ভাষার অনুবাদ কার্যে উলিয়াম জোন্স সাহেব বহুল শ্রম স্বীকার করেন। তিনি ভারতে একজন বৈদ্যের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন ও এই দেব ভাষা সম্বন্ধে বলেন :—The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of the wonderful structure ; more perfect than the Greek and more copious than the Latin—and more exquisitely refined than either."

এই এমার্সনই নকল অনুকরণ বিষয়ে আমেরিকাকে সাবধান করেন :—
Emerson over a hundred year's ago warned his countrymen in America not to imitate or depend too much culturally on Europe. স্বামীজী ও ভারতের নব্য বাবুগণের সাহেব সাজার ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া দেশকে সাবধান করেন ও বলেন :—"এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন—মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ওই বুড়ো শিব ষাঁড়ে চড়ে ভারতবর্ষ থেকে এক দিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সিলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্য্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছিলেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী, উনি চীন জাপান পর্য্যন্ত পূজা খাচ্ছেন—ওঁকেই যিশুর মা মেরী করে কৃশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড কুড়ি হাতে রাবণ নড়াতে পারে নি—ও কি এখন পাদ্রী ফাদ্রীর কর্ম্ম !! ওই বুড়ো-শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড়না কেন? তোমাদের দু'চার জনের জন্য দেশ-শুদ্ধ লোক হাড় জ্বালাতন হবে বুঝি? চরে খাওগে কেন? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে ত রয়েছে। মুরদ কোথায়! ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন আর নেমক হারামি করবেন; যিশুর জয় গান করবেন আ-মরি!

—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : স্বামীজী

'বর্ত্তমান ভারত' পুস্তকে তিনি কম্বু কণ্ঠে বলেন :—"যখন ভারত-বাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা মণ্ডিত দেখি তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদ-দলিত বিদ্যাহীন-দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !! ...আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে কটিতট-মাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্য জাতি !! উহারা আর আমাদের নহে !!! হে ভারত এই পরানুবাদ পরানুকরণে, পরমুখাপেক্ষী, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীর-ভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে?

হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী. ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার ভারতীয়দের প্রার্থনা মন্ত্র উল্লেখ করি :—

"I believe that India is one, indissoluble, indivisible. National unity is built on the common home, the common interest and common love.

I believe that the strength which spoke in the Vedas and Upanishads, in the making of religions and empires, in the learning of scholars, and the meditation of the saints, is born once more amongst and its name today is Nationality.

I believe that the present of India is deep-rooted in her past, and that before her shines a glorious future.

O Nationality, come thou to me as joy or sorrow, as honour or as a shame! Make me thine own! —Quoted in Sri Aurobindo's Ideal of the Karma-yogin : P. 81

ইংরাজী ইতিহাস বিদ্যা শুধু ভারতের ইতিহাস বিকৃত করে নাই—ইতিহাসও বিকৃত করিয়া নিজের দেশের গৌরব ও রাশিয়ার প্রতি বৈদেশিক ভাব প্রকাশ করে :—In our own day, Lenin was a monster and a brigand t o many English statesman of high repute, yet millions have considered him as a saviour and the greatest man of the age.

—P. 248 D. I., Nehru.

এই লেনিন রশিয়া-গান্ধী বা মুক্তির জনক। এই মহা-মানবের একটি বাণী উল্লেখযোগ্য জীবন দর্শন :—Man's cleverest pcssession is life and since it is given to him to live, but once, he must so live as not to be seared with the shame of a cowardly and trivial past, live as not to be tortured for years without purpose, so live that dying he can say 'All my life and my strength were given to the first cause in the world, the liberation of mankind."

—Lenin as quoted in : D. I. Nehru, P. 501.

শ্রীনেহেরু আরও বলেন—These comparisons will give us some faint idea of the resentment felt by Indians are being forced to study in their schools and colleges, so called histories which disparage Indians' past in every way, vilify those whose memory they cherish and honour and glorify the achievement of British rule in India. —P. 248, D. I. Nehru.

এই কুশিক্ষা বিষয়ে *শ্রীএ্যানি বেসান্ট খিওজফিষ্ট বলেন—The Education Department controls the education given, and it is planned on foreign models, and its object is to serve foreign rather than native ends to make

---

*রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আমরা যে বিজাতীয় বিকৃত শিক্ষাব্যবস্থার গুণে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি তা শিক্ষাব্যবস্থার গুণে নয়—নিজের কৃতিত্বের জন্ত। ইতিহাস এ কথারই স্বীকৃতি জানাচ্ছে।"

—উদ্বোধন ১৩৫৩ পৃঃ ৫১৪

docile Govrnment servants rather than patriotic citizens ; high spirits, courage, self-respect are not encouraged and docility is regarded as the most precious quality in the student ; pride in country patriotism, ambition are looked on as dangerous, and English instead of Indian ideals are exalted...."

মিঃ এ্যান্ড্রুইথও এবিষয়ে লক্ষ্য রাখেন—Intolerable degraadation of foreign yoke......Indian dress, Indian food, Indian ways, Indian customs are all looked on as second-rate, —C. P. speech ; 1917

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কটাক্ষ করিয়াই ভগিনী নিবেদিতা *(ক) বলেন We refuse longer to call by the name of 'education,' the apprenticeship necessary for ten rupee clerkship.

—Aggressive Hinduism : Nivedita.

আর ইতিহাসের বিস্তার কথায়—We must create a history of India in living terms. Upto the present that history, as written in English practically begins with Warren Hastings and crams in certain unavoidable preliminaries which cover a few thousands of years. and troublesome as they are, cannot be altogether omitted.

ভারতীয়দের শিক্ষারীতি ও অভারতীয়দের শিক্ষারীতির সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ :—A very remarkable feature of modern training which has been subjected in India to a recuctio-ad-absurdum is the practice of teaching by snippets. A subject is taught a little at a time, in conjunction with a host of others, with the result that what might be well learnt in a single year is badly learned in seven and the boy goes out ill-equipped, served with imperfect parcels of know-

---

আধুনিক শিক্ষার বটে ঘন ঘটা।
মিটমিটে আলো তার ওপারেতে ছটা।

ledge, master of none of the great departments of human knowledge. The system of teaching by snippets at the bottom and the middle and suddenly changes it to grandiose specialism at the top. This is to base the triangle on its apex and hope that it will stand."
—Aurobindo

Let us take the question of education for instance. At the moment, it seems to be slipping out of our grasp. What we have to dread is being buried into a nation of coolies and peasants, like the people of Java and the process is making great head-way.

—Nivedita, P. 79, Ideal of tha Karmajogin

*(ক) "ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দের মতই বিপ্লবী ছিলেন। এই সাক্ষাৎ চণ্ডী-তেজস্বিনী আইরিশ কুমারী শুধু আয়র্লণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ নহেন, রাশিয়ার বৈপ্লবিক পদ্ধতিতেও ওয়াকিবহাল ও পরিপক্ক ছিলেন।

উদ্বোধন—১৩৫০, পৃঃ ৪৯৮

এই পাত্রীদের শিক্ষার নমুনায় ও শিক্ষারীতির বিষয় আবছা কিছুটা দেখা গেল; (k) কিন্তু এখনও একটি ঘোর অন্ধকারে আছে। সেটির প্রকৃত সমালোচনা এখনও উপেক্ষিতা। সেটির নাম Political Economy অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র। এটির নাম "Pseudo-Science—ফিচকেলি

(k) Public Schools sacrifice intelligence to virtue. —P. 122 Education and its Social Character
—B. Russell.

For loyalty to the state.

Lest they should question this doctrine they are taught false history, false politics, false economics. They are informed of the misdeeds of foreign states but not of the misdeeds of their own. —137 : I bid.

The Greeks like all communities that employ slave labour, held the view that all manual labour

(জালিয়াতি)-Fiscal বিভে" বা মায়া-বিদ্যা। ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়—'Money is the medium of exchange' কিন্তু তাহার থিওরি'ই ত ভুল, কারণ ক্লাইভ যখন সিরাজের সব লুট করিয়া বিলাতের

---

is vulgar. ...The Romans inherited the Greek view of culture and down to our own day this view has been in all countries of Western Europe. A gentleman may use a sword but should not use a type writer.

—P. 152-3 : Ibid

The conception of the education of a gentleman, has had a bad effect upon universities. For those whose profession is going to be research, the universities are admissible, but for the most of the rest they are too much out of touch with subsequent life.

—P. 1·6 : Ibid.:

The most serious aspect of over-education ; —Consider the situation of an intelligent boy from a poor home whose interests are wholly intellectual, but whose companions care nothing for books. If he succeeds in reaching the university, he may hope to make congenial friends and spend his life in congenial work ; if not, he is doomed not only to poverty but to mental solitude.

—P. 169 : Ibid.

In Russia—Competition is eliminated from daily life, which makes possible the creation of a co-operative spirit un-known to the West.

—P. 291 : Ibid.

The participation of the school in the ordinary nature of work.........out weigh all drawbacks.

—P. 191 : Ibid.

Communism offers a solution of the family and sex-equality but which does at any rate, provide a possible issue. It gives children an education from

সম্পদ বৃদ্ধি করিল তখন ক্লাইভ তাহার বিনিময়ে ভারতকে কি দিল ? চুরি-ডাকাতি-লব্ধ-ধনও ঐ সংজ্ঞায় পড়ে ! It (money) some times represents labour, sometimes violence, ...to say that money represents the labour of him who possesses it, is an evident error or a deliberate lie"

(A) Tolstoi : p. 366, What Then Must We Do.

which anti-social idea of competition has been almost entirely eliminated. It creates an economic system which appears to be the only practical alternative to one of the masters and slaves. It destroys the separation of school from life which the school owes to its monkish origin and owing to which the intellectual in the West, is becoming an increasingly useless member of society. It offers to young men and women a hope which is not chimerical and an activity in the usefulness of which they feel no doubt. And if it conquers the world, as it may do, it will solve most of the major evils of our time. On these grounds, inspite of reservation, it deserves support. —P. 195 : Ibid.

European education is prerogative of peristhood.

—P. 196 : Ibid.

Russian education is best adapted to this age.

—P 198 : Ibid.

Civil servants have had classical education.

—P. 198 : Ibid.

(A) Ruskin urged that we have become so absorbed in the persuit of wealth that we have forgotten the persuit of welfare. In modern economics there is no looking at the problems of industrial planning, rationalization of production, optimum production, tariffs, currency, etc., from any humanitarian point of view at all. The economic problem,

অতএব দেখা যায় অধুনা বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে তাহা ভুলিতে হইবে। স্বামীজী বলেন—"খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্র গঠন হয় মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে—এমন শিক্ষা চাই।"

—ভারতীয় নারী : স্বামীজী।

পণ্ডিচেরী আশ্রমমাতা ম্যাদাম পল রিশারও বলেন—Education to be complete must have five principal aspects relating to the fiive principal activities of the human being the physical, the vital, the mental, the psychic and the spiritual. — On Education—Mother.

শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মার অবচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা—If the gaining of immortality, or in other words, the realization of eternal values, be the end of education, education can not end with formal schooling. It is, in fact, a gradual and lifelong process. As a Sanskrit verse puts it.

আচার্য্যাৎ পাদম্ আদত্তে, পাদং শিষ্যঃ স্বমেধয়া।
পাদম্ স ব্রহ্মচারিভ্যঃ, পাদং কালক্রমেণ তু॥"

— P 329 : P. B. Aug. 52

স্বামীজী *(ক) এই জন্য সকল দেশের দেশভক্তগণকে সাবধান করেন—তাঁহারা যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তেজস্বী জ্যোতির

is studied with a compartmental mind whereas it is essentially a human problem. Philosophy must bring the human and the divine touch into life's problems, lest the so-called humanism ferment into diabolism —Probudha Bharat. Sep. 1952, P. 381.

(ক) বিবেকানন্দের পর যারা এলো তারা দেখলেন তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পর এলো বিপ্লব। বাংলার এই বিপ্লব তিলক ও গান্ধীর বিরাট আন্দোলনের ভূমিকা। বাংলার বিপ্লব যে সম্ভব হলো, আজ যে ভারতবর্ষ সংঘবদ্ধভাবে জনসাধারণকে নিয়ে একযোগে কাজ করতে পারছে—তার মূলে রয়েছে, স্বামীজীর মাদ্রাজের সেই বাণী। 'ঘুমন্ত ভারতবর্ষ জাগো'।"

—রোমা রোঁলা।

জনগণকে ঘৃণা না করেন।" তিনি আরও বলেন—প্রতীক ও প্রতিমা উপাসনা সকল ধর্মেই আছে—"প্রতিমা-কবর-মন্দির ইত্যাদির ব্যবহারকেই প্রকৃত পুতুল পূজা বলা যায়। তাহা হইলেও উহা কোন পাপকর্ম নহে বা অন্যায় নহে। উহা একটি কর্মমাত্র—উপাসকেরা উহার ফলও অবশ্যই পাইয়া থাকেন। —ভক্তিযোগ

পাদ্রীদের ধর্ম *আন্দোলন দোলায় ইতিহাসে আর একটি নতুন জিনিষ দেখা গেল, হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম বিষয়ে বিশেষ সচেতন হইল ও তাহাদের ধর্মান্তরে উদাসীন থাকিয়া বাঁধ দিবার জন্য চেষ্টা করিল। ১৮৭৫ সালে পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টানকেও হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিতে লাগিলেন। ১৯২১ খৃঃ অব্দে আর্য্য-সমাজভুক্ত লোকের সংখ্যা দশ লক্ষেরও উপর। এই হইল সমাজের আভ্যন্তরীণ সংস্কার।

১৮৯৭ (১লা মে) স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন বনাম হিন্দুধর্ম-প্রচার-সংঘ পাঠাইলেন—দেশে-বিদেশে। ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায়ও এই সংঘ কার্য্য করিতেছে। একটি সভায় সন্ন্যাসীর আদর্শ সম্বন্ধে বলেন—"অতি মাত্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে হীন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।" বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কারকগণের অনুবর্ত্তী প্রবল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সমূহের উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্বামীজী

---

*Religion, viewed in reference to the society, (the relation being either general or particular) may also be divided into two kinds—the religion of man as man, and the religion of the citizen.

The first, without temples, without altars, without rites and strictly limited to the inner worship of the Supreme God, and to the eternal obligations of morality,, is the pure and simple religion of the Gospels. It is Theism in its truest form, what may be called natural divine law.

The other inscribed in a single country, gives to its God, its special tutelary patron. Its dogmas its rites, its forms or worship, are all prescribed by

উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর আদর্শ-বিষয়ে তাঁহার মত :—(১) সাধারণ লোক বাঁচিতে ভালবাসে, আমাদিগকে মৃত্যুকে ভালবাসিতে হইবে। মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ—পর-কল্যাণ-কামনায় সতত আত্ম-বিসর্জন করিতে প্রস্তুত থাকা। (২) গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করা রূপ প্রাচীন আদর্শের বর্তমান কালে আর' প্রয়োজন নাই। শ্রেয়ঃ পন্থায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেক মানব-আত্মাকেই মুক্তির জন্য সাহায্য করিতে হইবে। (৩) গম্ভীরভাব-পরায়ণতা ও প্রবল কর্মশীলতার সমবায়ে জীবন গঠন করিতে হইবে। তোমরা সতত গম্ভীর ধ্যানে মগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, আবার পর মুহূর্তেই মঠ সংলগ্ন ভূমি কর্ষণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। (৪) ...এই মঠের উদ্দেশ্য মানুষ প্রস্তুত করা। এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই।

—পৃঃ ২১২, বিবেকানন্দ চরিত।

"হিন্দুত্ব বলিতে স্বপ্নযোগ বুঝায় না—কর্মযোগ বুঝায়।" এ কথা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুও বলিয়াছেন। "The true Hinduism that men work, not dream.

—Dr. J. C. Bose : Quoted in Aggressive India —Nivedita

সন্ন্যাসীর আদর্শের পুঁথিতে বিরাট সংস্কার পত্র সংযোজন করেন, অর্থাৎ কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের উপর বেশী আস্থা রাখিয়াছেন। জ্ঞান-যোগ এখানে সংযোজিত হইলে কর্ম ও ভক্তি ধারার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

আমরা জানি যে স্বামীজীর ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারের ফলে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে একজন ইংরাজ মহিলা মিস্ মারগারেট নোবল হিন্দুর বেদান্ত ধর্মে দীক্ষা লন। দীক্ষার পর ইঁহার নাম হয়—বিখ্যাত ভগিনী

law. Everything outside the boundaries of the nation which professes it, is regarded as infidel, foreign barbaric. It limits men's rights and duties to the territories in which its altars reign supreme. Such were all the religions of primitive peoples religions to which we can give the name of divine law, civil or positive.

—Page 430 : Social Contract by J. J. Rousseau.

নিবেদিতা। স্বামীজী তাঁহাকে নিজে যোগ শিক্ষা দেন। ইতিমধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপ এই ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ বিদ্যার উপর আকৃষ্ট হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন :—Already the Vedanta and the Yoga have exceeded their Asiatic limit and are begining to influence the life and practice of America and Europe and they have been filtering into Western thought (a) by a hundred indirect channels.

প্রতীচ্য সাহিত্যে বেদান্ত-ভাব কি প্রকারে প্রতীচ্যকে প্রভাবিত করিতেছে তাহার নমুনা Cf 'Hinduism invades World এবং মেটারলিংকের নিম্নোক্তি :—Though nature appear unjust, though nothing authorises us to declare that a superior power, or the intellect of the universe, rewards or punishes, here below or elsewhere, in accordance with the laws of our consciousness or with other laws that we shall admit, and finally though between man and man, in other words, in our relations with our fellows our admirable desires for equity translate itself into a justice that is always incomplete, at the mercy of every error of reason, of every ambush laid by personal interest and of all the evil habits of a social condition that still is sub-human, it is none the less certain that an image of that invisible and in-corruptible justice which we have vainly sought in the sky or the universe, reposes in the depths of the moral life of every man. ···And though it be certain that what we say and do must largely influence our material happiness, yet, in ultimate analysis, it is only by means of the spiritual organs that even material happiness can be fully and permanently enjoyed. Hence the preponderating importance of thought. But of supreme importance, from the point of view

But these are small rivers and under-ground streams. The world waits for the rising of India to receive the divine flood in its full-ness.

—Ideal of Karma Yogin.

যোগবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন:—Karma-yoga is the application of Vedanta and Yoga to life to many who take their knowledge of Hinduism second-hand, this may seem a doubtful definition. It is supposed by 'practical' minds that Vedanta as a guide to life and Yoga as a method of spiritual communion are dangerous things which lead men away from action to abstraction. We leave aside those who regard all such beliefs as mysticism, self-delusion or imposture ; but even those who reverence and believe in the high things of the Hinduism have the impression that one must remove one-self from a full human activity in order to live a spiritual life yet the spiritual life finds its most potent expression in the man who lives the ordinary life of men in the strength of the Yoga and under the law of the Vedanta. It is by such a union of the inner-life and the outer that mankind will eventually be lifted up and become mighty and divine . Yoga is communion with God for knowledge. for love, or for work. —Ideal of the Karma Yogin.

The divine is not bound by human philosophies, it is free in its play and free in its essence.

—P. 31 : Lights on Yoga

---

of the reception we shall offer to the joys and sorrows of life, is the character, the frame of mind, the moral condition, that the things we have said and done, and thought will have created within us. Here is the evidence of admirable justice ; and the

মানবের জ্ঞান অসীম নয় ; সসীম। কাজেই লোকায়ত বিদ্যা, অলৌকিককে বাঁধিতে অক্ষম।

The Gita's Yoga—consists in the offering of work as a sacrifice to the Divine ; the conquest of desire, ego-less. desire-less action, bhakti for the Divine, an entering into the cosmic consciousness, the sense of unity with all creatures, one-ness with the Divine. This Yoga adds the bringing down of the supra-mental light and force, (its ultimate aim), and transformation of the nature. — p. 70 . Ibid

The ancient Aryans knew that man was not separate from the universe, but only a homogeneous part of it, as a wave is a part of the occean. An infinite energy, Prakriti, Maya or Shakti pervades the world, pours itself into every name and form,

---

intimate happiness that our moral being derives from constant striving of the mind and heart for good, becomes the more comprehensible when we realise that this happiness is only the surface of the goodly thought or feeling that is shining within our heart…. But whence, do we derive this desire, if not from the justice within us ; and is it not because this justice is so mighty and active in our heart that we are reluctant to believe in its non-existence in the universe ?

—Buried Temple : Mystery of Justice : Maeterlinck.

*Tolerance of all creeds :—

Now that there are, and can be no longer any exclusive national religion, we should tolerate all creeds which show telerence to others, so long as their dogmas contain nothing at variance with the duties of the citizen. But any one who dares to

and the clod, the plant, the insect, the animal, the animal the man are, in their phenomenal existence, merely more or less efficient adharas of this Energy. We are each of us a dynamo into which waves of that energy have been generated and stored, and are being perpetually ensured, used up and replenished. The same force which moves in the stars, and the planet, moves in us and all our thuoght and action are merely its play and born of the compleity of its functioning. —p. 14 : The Brain of India

The changes we see in the world today intellectual, moral, physical in their ideal and intention ; the spiritual revolution for its hour and throws up mean-while its waves here and there. Until it comes, the sense of the others can not be understood and till then all interpretations of present happening and fore-cast of man's future are vain things For its nature, power, event are that which will detemine the next cycle of our huminity.

—Thoughts and Glimpses : Sri Aurobindo.

say—"Out-side the Church there can be no salvation," should be banished from the state, unless the state be the Church and the Prince, the Pontiff (the pope). Such a dogma is good only where the Government is theocratic. In any other it is pernicious. The reason for which, according to the popular story. Henry IV embraced the religion of Rome would make any honest man leave it ; and especially any Prince who was capable of using his brain (1)

(1) We are told by an historian that the king, having ordered a conference to be held in his presence between the doctor of the two churches and hearing a protestant partner admit that a man might

পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামীজীকে বর্তমান যুগের শঙ্কর বলা হয়। শঙ্করাচার্য্য যেমন বৌদ্ধধর্মের হাত হইতে ভারতবর্ষকে বাঁচাইয়া সমগ্র ভারতে পুনরায় হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা ফিরাইয়া আনেন ; স্বামীজীও সেইরূপ খৃষ্টানী প্রভাব হইতে মুক্ত করেন। *

শ্রীঅরবিন্দও স্বামীজীর মানস-শিষ্য। তিনি শুধু খৃষ্টানী কেন খৃষ্টান শাসন হইতেও ভারতকে মুক্তির অনুপ্রেরণা দিয়াছেন।

বর্ধমান জেলায় মিশনারি :—মিশনারি তৎপরতা এই জেলায়ও বিশেষ সক্রিয় ছিল। জেলায় খৃষ্টানী ঢং ঢুকিলেও কাটোয়া অঞ্চলে পাদ্রীরা কিছু করিতে পারে নাই, তবে বর্ধমান শহরে 'চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটি,' রাণীগঞ্জে 'ওয়েস্‌লিয়ন মেথডিষ্ট চার্চ্চ,' আসানসোলে 'রোমান ক্যাথলিক মিশন' ও 'মেথডিষ্ট এপিসকোপাল মিশন,' কালনাতে 'স্কটিশ ফ্রি চার্চ্চ মিশন' ও মানকরে 'জানানা মিশন সোসাইটি' আমাদের জেলায় হিন্দুকে খৃষ্টান করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল।

---

be saved even though he were a Catholic, interrupted the debate with these words : "What, do you then agree that man may be saved even if he holds to the religion of these gentlemen opposite ?" The pastor replied that there was no doubt he could, provided he lived a good life. The King then continued as follows : "In that case, if I listen to the voice of prudence, I shall profess their religion and not yours, thereby making certain that I shall be saved in the eyes of both of you. For were I to become a protestant, I might be saved in your view, but not in theirs, and prudence ordains that I take the safest road."

—Page 440 : Social Contract by J. J. Rousseau.

এই উক্তিগুলি আমাদের উপনিষদের 'আত্মানং সততং বিদ্ধি' 'Know thyself' এর ছায়া। ইহা ছাড়া ইহার আর কি ব্যাখ্যা হইতে পারে ?

*বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
যেথানে তোমার মিলিত হয়েছে তা'রা।

১৯০১ খৃঃ অব্দে নেটিভ খৃষ্টান ছিল ১০২৭ জন ও সর্ব্বসমেত ৩০০০ জন (প্রায়)। ১৯৫১ খৃঃ অব্দে দেখা যায় খৃষ্টানের সংখ্যা ৬১২৫ জন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ইহাদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলায় একজন বিখ্যাত হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন তাঁহার নাম রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। তাঁহার লেখা Bengal Peasant Life, Folk Tales of Bengal, দুইটির জন্য তিনি ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে অমর। পাদ্রীরা দয়া পরবশ আমাদের দেশে ধর্ম্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তার করার ফলে, ইউরোপ ও আমেরিকা আমাদেরই নিকট বেদান্ত ও যোগ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং সাহেবদের অনেকেই হিন্দুও হইল। হরি হরি বল।

The past is past—we say and it is false ; the past is always present. —Maeter-linck.

আমরা চাষ করি আনন্দে
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটীর গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় যায়রে দেখা,
মাতেরে কোন তরুণ কবি, নৃত্য দোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরই সোনার রোদে পূর্ণিমারই চন্দে।

সমাপ্ত
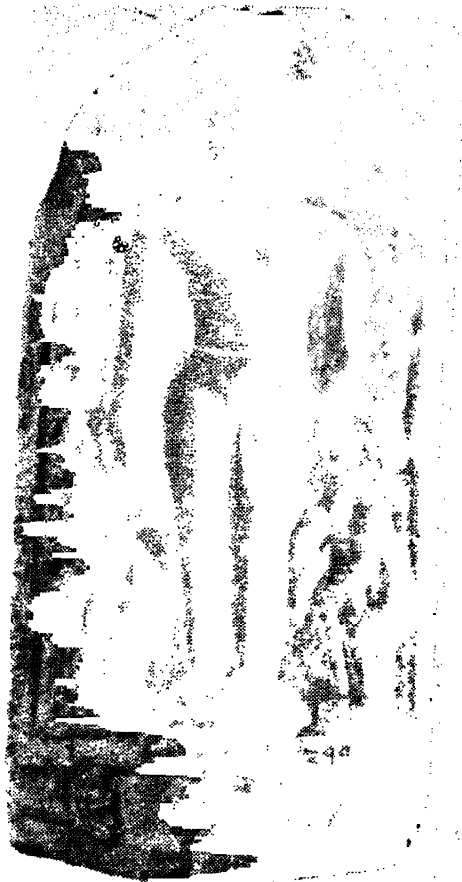
জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্ত্তি

(অজয় নদের গর্ভে প্রাপ্ত)

মঙ্গলচণ্ডীর মূর্ত্তি ও অজয় নদে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি।

কালনায় সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির

বর্দ্ধমানের ইতিহাস

(পরিশিষ্টাংশ)

বর্ধমান জেলার থানা, শহর, তিন হাজার ও তদুর্দ্ধ লোকের বসতিওয়ালা গ্রাম, প্রধান নদী ও কয়েকটী বিশেষ স্থানের ভৌগলিক বিবরণ

('আমার দেশ' অশোক মিত্র হইতে সংগৃহীত)

অগ্রদ্বীপ—গ্রা, কাটোয়া, ভাগীরথীতীরে বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান, লো ৩,১৮০ ; ডাকঘর, পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অজয় নং—ছোটনাগপুরের পাদশৈলে উৎপন্ন, দেওঘরের ৫ মা দ, দুই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মিলনে সৃষ্টি, বর্ধমান ও বীরভুমের সীমা গঠনের পর বর্ধমানের মধ্য দিয়া কাটোয়াতে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

অণ্ডাল—শ, থা ঐ, দামোদরের নিকটে রাণীগঞ্জের ৬ মা পূ দ-পূ রেলজংসন, বিস্তৃত কয়লার খনি অঞ্চলের কার্য্য হয়। রেলের বড় কারখানা, সিমেণ্ট ও চীনামাটির বাসন প্রস্তুত ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় কারখানা, ভাটিখানা—আয়তন ১·৩০, লো ৪,২৮৮, নারী ৭৫৯, পাদরী-তীর্থ।

অণ্ডাল—থানা, আসানসোল ম, একটীমাত্র শিল্প সহর, আ ৭১, লো ৮৬,০০৮, ঘ ১২০৫, ১৯২১ সন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ১৮৭২ সনের ৪৩·৩ শতাংশ।

আউসগ্রাম—গ্রা, থানা ঐ, গুস্করা (ইঃ লুপ) ষ্টেশন হইতে ৫ মা প-উ, হাই স্কুল, ডিসপেনসারি, ডাকঘর, প্রাচীন কীর্ত্তি নীলকুঠী ধ্বংস।

আউসগ্রাম—থানা, বর্দ্ধমান সদর ম, অজয়ের দ, আ ২৩১, লো ৯০,৬৩২, ঘ ৩৯১, গুস্করা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রধান অঞ্চল।

আলডিহি—গ্রা, কুলটি, লো—৩১৯৭, প্রা স্কুল।

আসনবনি—গ্রা, কুলটি, লো ৩২৬৩।

আসনসোল—ম, বর্ধমান জে, আ ৬২৪, লো ৭,৬৯,২৬৫ ঘ ১২৩৩। প্রস্তরময় তরঙ্গায়িত অনুর্ব্বর ভূমি ; অজয়ের দক্ষিণে

ছোট ছোট লাল মাটির পাহাড়, তরুলতা-বিরল। রাজ্যের খনি ও শিল্পাঞ্চল। রাণীগঞ্জ, চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর প্রমুখ শিল্পকেন্দ্র এই মহকুমায়। নিরবচ্ছিন্ন লোকবৃদ্ধি। ১৯২১ সনে ১৮৭২ সনের লোকের ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি।

আসনসোল— থা, ম ঐ, আ ৩১, লো ১,১৫,৪৮৫, ঘ ৩,৭৬২, শিল্প-থানা উন্নতিশীল, ১৯২১ সনে ১৮৭২ সনের ১৭১ শতাংশ বৃদ্ধি।

আসনসোল—শ, থা ঐ, আ ৪, লো ৭৬,২৭৭, নারী ৯৩৭, বর্ধমান শহরের ৬৫ মা উ-প। রাণীগঞ্জ কয়লার খনি অঞ্চলের কয়লার প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র, প্রধান রেল জংশন, কলেজ, মহিলা কলেজ, হাঁসপাতাল, স্কুল, (বালক-বালিকা), সাব পোষ্ট অফিস, মিউনি, পাকা মদের ভাটিখানা, উচ্চতা ৪১৪ ফু, তাপের গড় ৭৬°, বৃষ্টিপাত ৫৬ ই, পাদরীপীঠ।

উখরা—গ্রাম, অণ্ডাল, লো ৪২৪৭, ডাকঘর, ডিস্‌পেন্সারি, প্রা বিদ্যা ২, হাইস্কুল।

উজানি—কোগ্রাম দ্রঃ।

এড়ুয়ার—গ্রাম, ভাতাড়, লো ৩,১৬০, হাইস্কুল, ডিস্, প স্বা কেন্দ্র।

কাঞ্চননগর—গ্রা, বর্ধমান শহরের দ-প উপকণ্ঠে অবস্থিত, ছুরি-কাঁচির জন্য খ্যাত—প্রাচীনকালে দামোদরের বন্দর ছিল।

করজগ্রাম—গ্রা, কাটোয়া, লো ৩,৩৩৭, ডিস্, প্রা বিদ্যা ২।

কাদড়া—গ্রা, কেতুগ্রাম, লো ৩,৩৭৬, ডিস্, ডাকঘর, প্রা বিদ্যা ২।

কালনা—মহ, বর্ধমান জে, লো ৩,০৫,৭৫১, ঘ ৭৯৪, আ ৩৮৫।

কালনা—থা, মহ ঐ, আ ১৩৪, লো ১,২২,৫৩৪, ঘ ৯১৩।

কালনা—শ, প্রাচীনকালে নদীপথের যুগে প্রধান বন্দর, নদী ভরাট ও রেলপথ হওয়ার পর অবনতি ঘটে। দীর্ঘকাল বর্ধমান-জ্বরের প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত। কলেজ, হাঁসপাতাল, মিউনি, তীর্থ, সাব-পো, রেল ষ্টেশন, লো ১৭,৩২৪, নারী ৮৭০, চাল কল, চাল পাট ব্যবসায় কেন্দ্র, পাদরী-পীঠ।

কাঁকসা—থা, ম আসানসোল, আ ১০৯, লো ৫০,১৯১, ঘ ৪৬১।

কাজোড়া—গ্রা, অণ্ডাল, লো ১১,৫৯১, ডাকঘর, প্রা বিদ্যা, রেল-ষ্টেশন।

কাটোয়া—ম, বর্ধমান জে—আ ৪০৯, লো ৩,১৪,৫৯৪, ঘ ৭৬৯।

কাটোয়া—থা ম ঐ, আ ১৩১, লো ১,২৮,১৯৩, ঘ ৯৭৬।

কাটোয়া—শ, থানা ঐ, ভাগীরথীতীরে ও অজয়ের মোহনা, বর্ধমানের ৩৩ মা উ-উ-পূ, সারা বৎসর ষ্টীমার যাতায়াত করিত, ভাগীরথীতে বালি পড়ায় (১৮৫৩ খৃ ১৮৮০ খৃ মধ্যে) রেলপথ খোলায় ব্যবসায়ের প্রাধান্য হ্রাস, রেলের কর্মশালা, রেল জং, চালকল, চাল, পাট, ছোলা ও আখের ব্যবসায়, তীর্থস্থান, চৈতন্যদেব এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পলাসীর যুদ্ধে কাটোয়ায় মোগলের দুর্গের পতন হয়। লো, ১৫,৫৬৩, নারী ৮৯৭।

কুলটি—থা, আসানসোল ম, আ ৩২, লো ১,২২,২১২, ঘ ৩,৭৬০, শিল্পাঞ্চল ; কুলটি, বরাকর, নিয়ামৎপুর ও ডিসেরগড় শিল্প-শহর এই থানারই অন্তর্ভুক্ত।

কুলটি—শ, থা ঐ, দামোদর উপত্যকায় রাণীগঞ্জ কয়লার খনি অঞ্চলে আসনসোলের ৯ মা প-উ-প, লৌহ ও ইস্পাতের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র ইট ও টালি উৎপাদন, লো ৩১,৩৬৩, নারী ৬৮৭।

কৃষ্ণদেবপুর—গ্রা, কালনা, লো ৪,১০৯, ডিস্, প্রাই বিদ্যা।

কেতুগ্রাম—থা, কাটোয়া মহ, আ ১৩৭, লো ৯৭,৫৩০, ঘ ৭১১।

কেতুগ্রাম…গ্রা, থা কেতুগ্রাম, লো ৩২৩৩, ডিস্, হাই, ডাকঘর, প্রাই বিদ্যা

কেন্দা—গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৩,১৬৯, প্রাই।

কেন্দরা-খেট্টাডি—গ্রা, অণ্ডাল, লো ৩,৬৩৫, প্রাই।

কোগ্রাম—(উজানি) গ্রা, মঙ্গলকোট, চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা কবিসাধক লোচন দাসের জন্মস্থান, পিরামিডের আকারে ক্ষুদ্রাকার তাঁহার সমাধি স্থল। লো ৩৪৮।

খণ্ডঘোষ—থা, বর্ধমান সদর মহ, আ ১০০, লো ৬০,০৯৫, ঘ ৫৯৮।

ক্ষীরগ্রাম—গ্রা, মঙ্গলকোট, পীঠস্থান, লো ১৪৬১।

গলসী—থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১৮৪, লো ১,০৭,০০১, ঘ৫৮২, হাইস্কুল, ডাকঘর, প স্বা কেন্দ্র ও প্রাই বিদ্যালয়।

গলসী—গ্রাম, গলসী, লো ৪,০৪০।

গুস্করা—গ্রা, আউশগ্রাম, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্লকের নামকরণ এই গ্রামের নাম হইতে। লো ৪,৫৩৪, হাই, ডিস্, প্রাই বিদ্যা ২।

গোপীনাথপুর—গ্রা, ফরিদপুর, লো ৪,৮৪৮, প্রাই।

চিত্তরঞ্জন—থা, শ, সালানপুর থানার উ-পূ, বিহার রাজ্যের সংলগ্ন। সুপরিকল্পিত শিল্প শহর। চলিষ্ণু ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা, শহরের

মধ্যস্থলে ইস্পাতের কারখানা। ১৯৫৩ সনের জানুয়ারীতে ১০০ ইঞ্জিন নির্মাণ সমাপ্ত। লো ১৬,১৬২, নারী ৪২৬।

চিনাকুড়ি—গ্রা, কুলটি, লো ৩৫২৭।

চুরুলিয়া··গ্রা, জামুড়িয়া, কবি নজরুলের জন্মস্থান—হাওড়া হইতে ১৩৭ মা, জি টি রোডের উপর, রাজা নরোত্তমের প্রস্তর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, মুসলমান বসতি, লো ৩১৩৩।

ছোড়া···গ্রা, অণ্ডাল, লো ৪,৫০১।

জামালপুর···থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১০১, লো ৮০,১০৬, ঘ ৭৮৯।

জামুড়িয়া—থা, আসনসোল মহ, আ ৯১, লো ১,১১,৫৫০ ঘ ১,২৩১।

জামুড়িয়া—গ্রা, থা ঐ, লো ১৫,৯৪০।

জে কে নগর—আসনসোল ও রাণীগঞ্জের মধ্যপথে, বিরাট এলুমিনিয়াম কারখানা।

জেমেরি—গ্রা, রাণীগঞ্জ, লোক ৪,৮৫০।

দক্ষিণখণ্ড—গ্রা, অণ্ডাল, লো ৩,৮৩৩।

দাঁইহাট—শ, কাটোয়া—ভাগীরথীর তীরে, কালনা ও কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী। পূর্ব্বে পিতল ও কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। নদী দূরে সরিয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ের প্রাধান্য এখন আর নাই; আ ৪, লো ৮,১৪৯, নারী ৮৯৬, মিউনি।

দামোদর নং—লোহারডগার প্রায় ১৫ মা উ, ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎপন্ন। পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম বঙ্গের সীমানায় আসিয়াছে। পরে পূ দ-পূ রাণীগঞ্জ ও বর্ধমানের নিকটে, বর্ধমান ও বাঁকুড়ার সীমা অকস্মাৎ দক্ষিণে মোড় ফিরিয়া হুগলী ও হাওড়া জেলার উপর দিয়া কলিকাতার ২৫মা দ প হুগলীতে পতিত হইয়াছে। প্রায় ৩৪০ মা। দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে ইহার উপর দুইটী বাঁধ নির্ম্মিত হইবে।

দামোদর উপত্যকা—আয়তন ৮৫০০ ব মা। মধ্যভাগে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খনি অঞ্চল (কয়লা, অভ্র, লৌহ), নিম্নভাগে সমৃদ্ধ অঞ্চল (প্রধানত ধান, পাট)। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া ও বেনারস (কাশীধাম) রেলপথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। ১৯৪৮ সনে এই উপত্যকা উন্নয়নের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আটটি বাঁধ ও শস্যক্ষেত্রে জল বিতরণের জন্য

একটি সেতুবাঁধ নির্ম্মিত হইবে। ৮০ আশি মাইল দীর্ঘ একটি নাব্য খাল কয়লা খনি অঞ্চল কলিকাতার সহিত যুক্ত করিবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রস্থাপন, প্রায় ১১,৫৬,৮৫০ একর জমিতে (বেশীর ভাগ পঃ বঙ্গে) জলসেচ, অরণ্য-সৃষ্টি, মৎস্যের চাষ, চিত্তবিনোদন এবং সাধারণ ভাবে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সকল বাঁধই বিহারে নির্ম্মিত হইবে। দামোদরের উপর ২টি, বরাকরে ৩টি, কোনার নদীর উপর ২টি, বোকারো নদীতে ১টি। জলসেচের জন্য সেতুবাঁধ (দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ ফুট, উচ্চতা ২৫ ফুট) রাণীগঞ্জের ১৫ মা দ-পূ দুর্গাপুর গ্রামের নিকট দামোদরের উপর নির্ম্মিত হইবে। বরাকর নদীর উপর তিলাইয়া বাঁধ সম্পূর্ণ হইয়াছে। জলবিদ্যুৎ সারা বৎসর পাওয়া যাইবে না। এইজন্য বোখারোতে প্রায় ১৫ কোটী টাকা ব্যয়ে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপুরের সেতু বাঁধ নির্ম্মাণের পর বর্ধমান ও বাঁকুড়ার প্রায় ১০,২৫,৭৬২ একর জমিতে নিরবচ্ছিন্ন সেচের সুযোগ পাওয়া যাইবে। এই বাঁধের বামদিক হইতে প্রায় ১৭২ ফু প্রশস্ত ও ১২ ফু গভীর একটি খাল ত্রিবেণীর নিকটে ভাগীরথীতে পড়িবে; খাল দিয়া সারা বৎসর নৌকা ও লঞ্চ (কলের নৌকা) চলিতে পারিবে।

দিশেরগড়—শ, কুলটি থা, কুলটির আড়াই মাইল দক্ষিণে, কয়লার খনি, লো ৭,৮৪২।

দুর্গাপুর—গ্রা, ফরিদপুর থা, দামোদরের তীরে রাণীগঞ্জের ১৫ মা দ-পূ। দামোদর পরিকল্পনার সেতুবাঁধ নির্ম্মাণের স্থান; ইট ও টালি নির্ম্মাণ; ধান্য, চাউল, গম, আলু ও আখের ব্যবসায়। রেল ষ্টে। জি টি রোডের পাশে, কিছু দূরে।

দোমহনী—গ্রা, বরবানী, লো ৪,৩০১।

নন্দী—গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৪,০১৭

নরসিংবাদ—হীরাপুর, লো ৯৯৯৬, হাই ২।

নশীগ্রাম—গ্রা, ভাতার, লো ৩৭৮৬, হাই, ডা ঘর, প্রাই ৩।

নিমচা—গ্রা, রাণীগঞ্জ, লো ৩,০৪৭।

নিয়ামতপুর—শ, কুলটি থা, লো ১১,৭৫৬, কয়লার খনির শহর, নারী ৭৬৫।

পড়াশকোলু…গ্রা, অণ্ডাল, লো ৩,৮৩১।

পরিহারপুর—গ্রা, জামুড়িয়া, লো ১১,২৬৭ ।

পাটুলি—গ্রা, পূর্ব্বস্থলী, লো ৩,৮২৫, রেল ষ্টে, ডাকঘর ।

পানাগড়—গ্রা, কাঁকসা, লো ৬,৯৯৭ রেল ষ্টে, ডাকঘর ।

পুরাণ গাঁ—গ্রা, গলসী, লো ৪,৮৪৩, প্রাই ।

পূর্ব্বস্থলী—থা, কালনা ম, আ ১৩৩, লো ১,০৪,৬২৮, ঘ ৭৮৭, রেল ষ্টে, ডাকঘর ।

ফরিদপুর—থা, আসনসোল ম, আ ১২০, লো ৫৪,৫০৬, ঘ ৪৫৩ ।

বড়ধেমো—গ্রা, আসনসোল, লো ৫,০২০

বড়পলাশন—গ্রা, মেমারী, লো ৩১০১, হাই, ডাকঘর, প্রাই ২ ।

বড়বেলুন—গ্রা, ভাতার, লো ৪৩৭৮, হাই, ডাক, প্রাই ৩, টোল ।

বনপাশ—গ্রা, ভাতার, লো ৩,২২৯, হাই, ডাক, প্রাই ।

বর্ধমান বিভাগ—বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া জেলা নিয়া গঠিত। আ ১৪,১৬৪, লো ১,১১,০২,৫৩০, ঘ ৭৮৬ ।

বর্ধমান—জে, পশ্চিমে বরাকর, উত্তরে অজয়, দক্ষিণে দামোদর, পূর্ব্বে ভাগীরথী ; দামোদর ও অজয়ের নিম্নগতিতে জেলার মধ্যে প্রবেশ। অন্য নদী ধলকিশোর, কুনুর, খারি, ব্রাহ্মণী। পশ্চিমাংশে ল্যাটেরাইট, পূর্ব্বাংশে পলি। আসনসোল মহকুমায় রাজ্যের বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পাঞ্চল। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় এই জেলা বিশেষ উপকৃত হইবে। কর্ষিত অংশের ৪।৫ অংশে আমন ধান ; বোরো ও আউশ অল্প। অন্যান্য শস্য—পাট, আখ, তৈলবীজ, ডাল, ভুট্টা, ফল ও তরিতরকারি। বৃষ্টিপাত ৫৯·৬২ ই, আ ২৭১৬, লো ২১,৯১,৬৬৭, ঘ ৮১০ ।

বর্ধমান—সদর মহ, আ ১২৮৭, লো ৮,০২, ০৫৭, ঘ ৬২৩ ।

বর্ধমান—থা, সদর ম, আ ১৫৭, লো ১৫৩,১৯৮, ঘ ৯৭৫, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার শক্তিগড় ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ।

বর্ধমান—শ, জেলার সদর, আবাসিক সহর, কলিকাতার ৬০ মা উ-প, দিল্লী কলিকাতা সড়ক ও রেল পথের মিলন কেন্দ্র, চাউল ও তৈল কল, হোসিয়ারি যন্ত্রাদি মেরামতের কারখানা, দ-প উপকণ্ঠে কাঞ্চননগর ছুরি-কাঁচির জন্য খ্যাত, মিঠাই ও ম্যালেরিয়া প্রসিদ্ধ। কলেজ, মেডিকাল স্কুল (ক্ষীয়মান), ধাত্রীবিদ্যা (উদীয়মান), টেকনিকাল কলেজ, মিউনি, টোল, হাই, রেলজং, বালিকা হাই, হেড পো, মহিলা কলেজ, জজ আদালত,

সৈন্যাবাস (পুলিশ লাইন), টোল, জিলাবোর্ড, জিলা কংগ্রেস অফিস, লোকো, লো ৭৫,৩৭৬, নারী ৯৪৯, পাদরী-পীঠ।

বরাকর নদী—দামোদরের উপনদী, ১৫৫ মা দীর্ঘ, আসনসোলের ১১ মা পশ্চিমে দামোদরে পড়িয়াছে। ইহার উপর প্রস্তাবিত তিনটি বাঁধের তিলাইয়া বাঁধ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বরাকর—শ, কুলটি, আসনসোলের ৭ মা প, উ-প, রাণীগঞ্জের খনি অঞ্চল, লৌহ ও কয়লার খনি অনতিদূরে, লো ১০,৪৪০।

বরাবনি—থা, আসনসোল ম, শিল্পথানা, আ ৬০, লো ৫০,৫৩০, ঘ ৮৩৭।

বল্লভপুর—গ্রা, রাণীগঞ্জ, লো ৩,৬১৩।

বহুলা—গ্রা, অণ্ডাল, লো ৬,৩৩০।

বানলী—গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৩০৬৯, প্রাই।

বালীতড়া—গ্রা, কুলটি, লো ৩৪৩০, প্রাই।

বার্ণপুর—শ, হীরাপুর, দামোদর উপত্যকায়, আসনসোলের ২ মা প-দ, লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প, গ্যাস উৎপাদন, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, তাপ-সহ দ্রব্যাদি ও তাপ বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র। লো ১৮,৪৮৭ নারী ৫৩৬।

বেজডিহি—গ্রা, কুলটি, লো, ৩,৮৮৭, প্রাই।

বেহুলা—নং, বর্দ্ধমান জেলার উৎপত্তি, হুগলি জেলায় প্রবেশের মুখে দুইশাখায় বিভক্ত, উত্তরের শাখা হুগলি নদীতে, দক্ষিণের শাখা কুন্তীর সহিত মিলিত হইয়া হুগলীতে পড়িয়াছে।

ভাতাড়—থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১৬০, লো ৮৪,৬৩৩, ঘ ৫২৯। একাংশ গুস্করা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

ভানোয়রা—গ্রা, বরাবনি, লো ৬০৩৭।

মঙ্গলকোট—থা, কাটোয়া ম, আ ১৪১, লো, ৮৮,১৭১, ঘ ৬৩১, মুং বসতি, একাংশ গুস্করা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মঙ্গলকোট—গ্রা, থা ঐ, লো ৩, ১৪৭।

মণ্ডলগ্রাম—গ্রা, মেমারী, লো ৩,৫৭৭, হাই, ডাকঘর, প্রাই।

মণ্ডলপুর—গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৫,৫৫৭।

মন্তেশ্বর—থা, কালনা ম, আ ১১৮, লো ৭৮,৫৮৯, ঘ ৬৬৭।

মহীশিলা—গ্রা, আসনসোল, লো ৪,৫৮০।

মাজিয়াড়া—গ্রা, বরাবনি, লো ৩,৩৬৪।

মেমারি—থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১৬৫, লো ১,১৫,২২৩, ঘ ৬৯৯, শক্তিগড় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত।

মেমারি—শ, থা ঐ, লো ৫,০০৫, ডিস্, ডাক, প স্বা কেন্দ্র।

মৌ-গ্রাম—গ্রা, কেতুগ্রাম, লো ৩,১৫১।

রাঢ়—গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার অংশের নাম, ভূমি সাধারণতঃ উচ্চ, মধ্যে মধ্যে বিল ও নদীর পুরাতন খাত। (ইম্পিরিয়াল গেজেটে রাঢ় দেশ বলিতে বর্ধমান ভুক্তিকে বুঝায়) ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী সমগ্র পঃ বঙ্গদেশকেই রাঢ় বলেন।

রামনগর—গ্রা, কুলটি, লো ৩০৬৮, প্রাই।

রায়না—থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১৮৭, লো ১,১১,১৬৯, ঘ ৫৯৪।

রাণীগঞ্জ—থা, আসনসোল ম, আ ৩৩, লো ৭১,৪৯৫, ঘ ২,১৮০, সুপ্রসিদ্ধ কয়লার খনি ও শিল্পাঞ্চল।

রাণীগঞ্জ—শ, থা ঐ, লো ২৫,৯৩৯, মারী ৮৮৬, দামোদরের উত্তর তীরে। মিউনি, হাই, ডিস্, প্রাই, ডা ঘ। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কাগজ, কাচ, তাপসহ দ্রব্যাদি, তেল কল, চাউল ও তেলের ব্যবসায়, কুষ্ঠাশ্রম, পাদরী-পীঠ।

রূপনারায়ণ নং—পুরুলিয়ার উ-প, ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎস। দ-পূ বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর অতিক্রম করিয়া দ-দ-পূ আরামবাগ ও তমলুক পার হইয়া গেঁওখালির নিকটে হুগলিতে। ১৫০ মা দীর্ঘ। উপরের অংশের নাম ধলকিশোর, বাঁকুড়া ও আরামবাগে নাম দ্বারকেশ্বর।

লালবাজার—গ্রা, কুলটি, লো ৩৭৯৬, প্রাই।

শ্যামসুন্দরপুর—গ্রা, বরাবনি, লো ৩৭৬৪।

শিবপুর—গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৫৮০৮।

শীতলপুর—গ্রা, কুলটি, লো ৪,৮১১, ডা ঘর।

শ্রীখণ্ড—গ্রা, কাটোয়া, লো ৪,৭৭০, বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চ্চার কেন্দ্র, রেল, ডা ঘর।

শ্রীপুর—গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৯,২৮৬।

শ্রীরামপুর—গ্রা, পূর্বস্থলী, লো ৪,২৫৩।

সাতগ্রাম—গ্রা, জামুড়িয়া লো ৩,২৯৮।

সাঁত—গ্রা, হীরাপুর, লো ৫৯৮৯।

সালানপুর—থা, আসনসোল ম, আ ৫২, লো ৪৭,৩৫৪, ঘ ৯০৯। চিত্তরঞ্জন শহর পূর্ব্বে এই থানায়, ছিল। এখন এই শহর সালানপুর থানা হইতে ছিন্ন হইয়া নতুন থানা ও শহর হইয়াছে।

শিয়ারশোল—গ্রা, রাণীগঞ্জ, লো ৭,১১৫।

হীরাপুর—থা, আসনসোল ম, আ ২৫, লো ৫৯,৯৩৪, ঘ ২,৪৩৬, শিল্প থানা।

হীরাপুর—গ্রা, থানা ঐ, বার্ণপুরের ১ মা দ-প, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, লো ৫,৮৭৮, প্রাই ৩।

সঙ্কেত পরিচয়

গ্রা—গ্রাম
নং—নদী
শ—শহর
থা—থানা
ম—মহকুমা
জে—জেলা
আ—বর্গমাইলে আয়তন
শহর গ্রামের পরবর্ত্তী নাম থানা
নারী ২৩৪—প্রতি হাজার
পুরুষে ২৩৪ নারী।
ঘ—ঘনতা
মা—মাইল
প স্বা কেন্দ্র—পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র

আ ১৩২—আয়তন ১৩২ বর্গ-মাইল
উ—উত্তর
দ—দক্ষিণ
পূ—পূর্ব্ব
প—পশ্চিম
ডা—ডাকঘর
লো—লোক সংখ্যা
জং—জংশন
হাই—হাইস্কুল
প্রাই—প্রাইমারী স্কুল
মিউনি—মিউনিসিপালিটি
ডিস্—ডিস্পেনসারী

শিক্ষা—১৮৩৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান জিলার শিক্ষা ব্যবস্থা

থানার নাম	বাংলা	সংস্কৃত	পার্শি	আরবি	উঃ আরবি	ইংরাজী	বালিকা	শিশু
কালনা	৭৩	৩৭	৬	১	১	১	১	—
পূর্বস্থলী	৩৩	১৮	৩					
গাঙ্গুরিয়া	১৬	৭	১	১	১			
রায়না	৭২	১৪	১০	১				
সেলিমাবাদ	৬৬	৮	২	—	৩			
ইন্দাস	৪৩	৬	৮					
মন্তেশ্বর	৪৩	৬	৯					
বালকৃষ্ণ	২৬	২৫	১২					
পোতনা	৫৩	১২	৯					
কাটোয়া	৩১	১৩	—	—	—	—	১	
বর্ধমান	৩৭	২	১০	—	৩	২	২	১
মঙ্গলকোট	৪৫	১০	৪					
আউসগ্রাম	৯১	৩২	১৯					
মোট—	৬২৯	১৯০	৯৩	৩	৮	৩	৪	১

সর্ব্ব সমেত ৯৩১টি স্কুল ; তন্মধ্যে ১৩টি মিশনারি স্কুল।

মন্তব্য

ছাত্র (মাটীতে লেখা) ৭০২, ঐ (তালপাতায় লেখা) ৭১১৩, ঐ (কলাপাতায় লেখা) ২৭৬৫, ঐ (কাগজে লেখা) ২৬১০, বাংলা স্কুলে পাঠ্য তালিকা —বাংলা বহি, গঙ্গা বন্দনা, যোগাদ্যা বন্দনা, দাতাকর্ণ, আদিপর্ব্ব (কাশীদাসী মহাভারত)।

মনে রাখার কথা—

(i) Foreign languages are not encouraged except English. As to commercial transactions—English do for Indians. ইংরাজী বই ভিন্ন অন্য ভাষা পড়ান হয় না। ইংরেজরা আমাদের পক্ষে বাণিজ্যও করে। (Young India)

(ii) Yet this much can be said that centuries before the birth of Christ, India possessed a marvellous civilisation. খৃষ্টের জন্মিবার বহু পূর্ব্বেও ভারতীয় সভ্যতা অপূর্ব্ব ছিল।

(Y. I.)

শিক্ষা—মহাপণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামী (সাং মাড়ো, থানা আউসগ্রাম, প্রাচীনকালে থানা পোতনা)। তিনি যে ৩৭টি কাব্য রচনা করেন সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তাহাদের নাম যথা:— (১) ছন্দোমঞ্জরী, (২) শান্তি-শতক, (৩) সদাচার নির্ণয়, (৪) ধাতুদীপ, (৫) ঔনাদিক কোষ, (৬) রোগার্ণব তরণী, (৭) অরিষ্ট নিরূপণ, (৮) শরীর বিবৃতি, (৯) রেখা-দর্পণ, (১০) দ্বৈত-সিদ্ধান্তদীপিকা, (১১) হরিহর স্তোত্র, (১২) শিব-কর্ম্মদা-স্তোত্র, (১৩) (১২)এর ভাষ্য, (১৪) যমক বিনোদ, (১৫) ও ঐ ভাষ্য, (১৬) ভাবানুপ্রাস, (১৭) অন্তর্যাপিকা, (১৮) রাধাকৃষ্ণ স্তোত্র, (১৯) ঐ ভাষ্য (২০) অলাত-চক্র-বন্ধ, (২১) সংশয় শাতিনী, (২২) যম-ষট্-পদী ভাষ্য, (২৩) স্তব-কদম্ব, (২৪) গোবিন্দ রূপামৃত, (২৫) কৃষ্ণ-কেলি-সুধাকর, (২৬) গোবিন্দ মহোদয়, (২৭) ও ঐ চরিত, (২৮) ভক্তমাল, (২৯) দুর্জ্জন-মিহির-কালানল, (৩০) ভক্তলীলামৃত, (৩১) পরকীয়া-মত-খণ্ডন, (৩২) কবিচন্দ্রের হরপার্ব্বতী ভাষ্য, (৩৩) দেশিক নিরয়, (৩৪) শ্রুত্তাধ্যায় ভাষ্য, (৩৫) কৃষ্ণ বিলাস, (৩৬) রাম-রসায়ণ (চ), (৩৭) পত্র-প্রকাশ।

এই পুস্তক তালিকা হইতে সহজেই বোঝা যায় যে, এই পণ্ডিতজী আলবেরুণির মত সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। ইনি সেই অন্ধকার যুগের বিদ্যাসাগর, সাধক ও কবি ছিলেন। বাংলা ভাষায় 'রাম-রসায়ণ' কাব্য লিখিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বর্ধমান জেলার থানা পরিচিতি—

সংকেতমালা।

পোঃ—ডাকঘর	গঃ গ্রাম—গণ্ডগ্রাম
প্রাই—প্রাইমারী বিদ্যালয়	কবি—কবির জন্মভূমি
প্রাঃ কীর্ত্তি—প্রাচীন কীর্ত্তি	সাধক—সাধকপাট
ডিঃ—ডিসপেনসারি, ডাক্তারখানা	তী—তীর্থস্থান, পীঠস্থান

রেল—রেল ষ্টেশন
ইউ—ইউনিয়নবোর্ড
হাই—উচ্চবিদ্যালয়
প স্বা কে—পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র
নং—নদী
মা (মাদ্রাসা)—উর্দ্দু, ফার্সী, আরবী পড়ার পাঠশালা
টোল—সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চা-কেন্দ্র
পং—পরগণা
গ্রা—গ্রাম
ম—মহকুমা
সা—সাক্ষর সংখ্যা
আ—আয়তন বর্গমাইল
লো—লোক সংখ্যা
মৌঃ—মৌজা
রে আ—রেজিষ্ট্রী আফিস
হাঁস—হাঁসপাতাল
বু শি কে—বুনিয়াদি শিক্ষা কেন্দ্র

বর্দ্ধমান জেলার থানা পরিচিতি

বর্ধমান—থা, ম, জেলা, বিভাগ, ভুক্তি, ১৮৩৭ সালের প্রাচীন থানা, লো ১,৫৩,১৯৮, আ ১৫৭·০৯, মিউনি, লো ৭৫,৩৭৬, সাক্ষর ৩৯,৬৫২। থানা, মৌজা ১৩৯, শহর ৬, চার্চ্চ (গীর্জ্জা), জিলা কংগ্রেস কার্য্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন, 'আশ্রম', সাধক পাট।

কর্জ্জনা—গ্রা, রেল।

কাঞ্চননগর—গ্রা, কবি, প্রা কীর্ত্তি, মেলা, ডি, পো।

কানাইনাটশালা—গ্রা কীর্ত্তি, মহন্ত-আশ্রম।

কাশিয়ারা—গ্রা, পো, প-স্বা-কেন্দ্র, প্রাই।

কুরমুন—গ্রা, পো, ইউ, হাই, রেঃ লালবিহারী দে'র জন্মস্থান।

ক্ষেতিয়া—গ্রা, ইউ, রেল, ডি, প্রাই।

গাংপুর (গঙ্গাপুর)—গ্রা, রেল।

গোবিন্দপুর—গ্রা, (হাটগোবিন্দপুর দ্রষ্টব্য)

টিকরহাট—গ্রা, মাদ্রাসা।

জামার (রায়াণ)—গ্রা, প-স্বা-কে হাই (জু), ডি।

[illegible] ([illegible])—গ্রা, রেল, পো, কবি, পো, প্রাই

দামোদর নং—নদী, দামোদর ক্যানেল।

দেবগ্রাম—গ্রা, কবি, প্রা।

নবাবহাট—গ্রা, প্রা কীর্ত্তি।

নারী—গ্রা, সরকারী কৃষি ক্ষেত্র।

পলাসী—গ্রা, পো, প্রাই।

পাঁচকুলা—গ্রা, পো।

পালসিট—গ্রা, রেল।

বণ্ডুল—গ্রা, ইউ।

বর্ধমান—শহর, মিউনি, প্রাই, ২১, রেল জং, কলেজ (বি-এ,-বি-এস সি,), মহিলা ও টেকনলজি কলেজ, হাঁস, সদর, শাসক আবাস, সৈন্যাবাস, ফৌজদারী কালী মন্দির, রাজস্ব, ফৌজদারী ও সরকারী কাছারি, বিজলি, ডি ২, বিজলি কল, জল কল, তেল ও চাল কল, সিনেমা ৪, ধাত্রী শিক্ষা কেন্দ্র, সাধক কমলাকান্তের সাধনা পীঠ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, বর্ধমান রাজবাড়ী, ইম্পি ব্যাঙ্ক, কো-অপা ব্যাঙ্ক, বু শি কে, প্রসূতি সদন, মটর বাস কেন্দ্র, মটর চালনা ও টেলারিং শিক্ষা কেন্দ্র, ডিঃ পো সুপার, বি কে আর, হিন্দি হাই, মাদ্রাসা, প্রা কীর্ত্তি, জেল, শূলী-পুকুর,, চার্চ্চ (গীর্জ্জা)।

বলগনা—গ্রা, পো।

বাঁকা নং—নদী।

বাঘার—গ্রা, পো, প-স্বা-কেন্দ্র, ডি, ইউ, প্রাই।

বেলকাশ—গ্রা, ইউ,।

বোড়োবলরাম (বড় বলরাম)—গ্রা, তীর্থ।

বৈকণ্ঠপুর—গ্রা, ইউ।

ভাতশালা—গ্রা, টোল।

ভাণ্ডারডিহি—গ্রা, পো, প্রাই।

ভিটা—গ্রা, পো, হাই।

মেহেদিবাগান—মহল্লা-টোল।

রসুলপুর—ইউ, পো, রেল, হাই, চালকল।

রাজগঞ্জ-স্কুল (অস্কুল)—প্রা কীর্ত্তি, পো।

রায়ান—নাট্যকার, ইউ, ডি, পো।

লাকুরড্ডি—পো, জলের কল।

রেল—রেল ষ্টেশন
ইউ—ইউনিয়নবোর্ড
হাই—উচ্চবিদ্যালয়
প স্বা কে—পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র
নং—নদী
মা (মাদ্রাসা)—উর্দ্দু, ফার্সী, আরবী পড়ার পাঠশালা
টোল—সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চা-কেন্দ্র
পং—পরগণা
গ্রা—গ্রাম
ম—মহকুমা
সা—সাক্ষর সংখ্যা
আ—আয়তন বর্গমাইল
লো—লোক সংখ্যা
মৌঃ—মৌজা
রে আ—রেজিষ্ট্রী আফিস
হাঁস—হাঁসপাতাল
বু শি কে—বুনিয়াদি শিক্ষা কেন্দ্র

বর্দ্ধমান জেলার থানা পরিচিতি

বর্ধমান—থা, ম, জেলা, বিভাগ, ভুক্তি, ১৮৩৭ সালের প্রাচীন থানা, লো ১,৫৩,১৯৮, আ ১৫৭·০৯, মিউনি, লো ৭৫,৩৭৬, সাক্ষর ৩৯,৬৫২। থানা, মৌজা ১৩৯, শহর ৬, চার্চ্চ (গীর্জ্জা), জিলা কংগ্রেস কার্য্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন, 'আশ্রম', সাধক পাট।

কর্জ্জনা—গ্রা, রেল।

কাঞ্চননগর—গ্রা, কবি, প্রা কীর্ত্তি, মেলা, ডি, পো।

কানাইনাটশালা—গ্রা কীর্ত্তি, মহন্ত-আশ্রম।

কাশিয়ারা—গ্রা, পো, প-স্বা-কেন্দ্র, প্রাই।

কুরমুন—গ্রা, পো, ইউ, হাই, রেঃ লালবিহারী দে'র জন্মস্থান।

ক্ষেতিয়া—গ্রা, ইউ, রেল, ডি, প্রাই।

গাংপুর (গঙ্গাপুর)—গ্রা, রেল।

গোবিন্দপুর—গ্রা, (হাটগোবিন্দপুর দ্রষ্টব্য)

টিকরহাট—গ্রা, মাদ্রাসা।

জামার (রায়াণ)—গ্রা, প-স্বা-কে হাই (জু), ডি।

তালিত (গড়)—গ্রা, রেল, প্রা, কবি, পো, প্রাই

দামোদর নং—নদী, দামোদর ক্যানেল।

দেবগ্রাম—গ্রা, কবি, প্রা।

নবাবহাট—গ্রা, প্রা কীর্ত্তি।

নারী—গ্রা, সরকারী কৃষি ক্ষেত্র।

পলাসী—গ্রা, পো, প্রাই।

পাঁচকুলা—গ্রা, পো।

পালসিট—গ্রা, রেল।

বগুল—গ্রা, ইউ।

বর্ধমান—শহর, মিউনি, প্রাই, ২১, রেল জং, কলেজ (বি-এ,-বি-এস সি,), মহিলা ও টেকনলজি কলেজ, হাঁস, সদর, শাসক আবাস, সৈন্যাবাস, ফৌজদারী কালী মন্দির, রাজস্ব, ফৌজদারী ও সরকারী কাছারি, বিজলি, ডি ২, বিজলি কল, জল কল, তেল ও চাল কল, সিনেমা ৪, ধাত্রী শিক্ষা কেন্দ্র, সাধক কমলাকান্তের সাধনা পীঠ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, বাংলা সাহিত্য পরিসদ, বর্ধমান রাজবাড়ী, ইম্পি ব্যাঙ্ক, কো-অপা ব্যাঙ্ক, বু শি কে, প্রসূতি সদন, মটর বাস কেন্দ্র, মটর চালনা ও টেলারিং শিক্ষা কেন্দ্র, ডিঃ পো স্থপার, বি কে আর, হিন্দি হাই, মাদ্রাসা, প্রা কীর্ত্তি, জেল, শূলী-পুকুর,, চার্চ্চ (গীর্জ্জা)।

বলগনা—গ্রা, পো।

বাঁকা নং—নদী।

বাঘার—গ্রা, পো, প-স্বা-কেন্দ্র, ডি, ইউ, প্রাই।

বেলকাশ—গ্রা, ইউ,।

বোড়োবলরাম (বড় বলরাম)—গ্রা, তীর্থ।

বৈকণ্ঠপুর—গ্রা, ইউ।

ভাতশালা—গ্রা, টোল।

ভাণ্ডারডিহি—গ্রা, পো, প্রাই।

ভিটা—গ্রা, পো, হাই।

মেহেদিবাগান—মহল্লা-টোল।

রসুলপুর—ইউ, পো, রেল, হাই, চালকল।

রাজগঞ্জ-স্থল (অস্থল)—প্রা কীর্ত্তি, পো।

রায়ান—নাট্যকার, ইউ, ডি, পো।

লাকুরডি—পো, জলের কল।

শক্তিগড়—পো, রেল, প্রাই, প্রা কী, পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র।

সত্ত্যা—গ্রা, পো, হাই।

সরাইটিকর—গ্রা, ইউ।

সাহাপুর—গ্রা, কবি।

সোনাপলাসী—গ্রা, পো।

হরিসভা—বর্ধমান মহল্লা—টোল।

হাটগোবিন্দপুর—গ্রা, প-স্বা-কেন্দ্র, হাই, পো।

বিখ্যাত মিষ্টি—সীতাভোগ, মিহিদানা, ল্যাংচা (শক্তিগড়)।

বিখ্যাত মেলা—ঝুলন।

বিখ্যাত রোগ—বর্ধমান জ্বর (Burdwan Fever)।

বিখ্যাত লোক—শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা, ডাঃ সুকুমার সেন, শ্রীদুর্গাশিব মুখোপাধ্যায় আই, এ, এস, ইত্যাদি।

ছাপাখানা ২৪টি, হাট ১১টি, মেলা ১৫টি, মহিলা কলেজ, মেডিকেল কলেজ উঠিয়া যাইতেছে।

আউসগ্রাম থানা।

আউসগ্রাম—থা, ম-সদর বর্ধমান, ১৮৩৭ সালের প্রাচীন থানা, আ ২৩১·৮৩ বঃ মা, জেলার বৃহত্তম থানা, লো ৯০,৬৩২, সা ১৭,৪৯৮, (লছিই)। মৌজা ১৬৩, হাই ৪।

অজয় নং—আউশগ্রাম থানার উত্তর সীমানা।

অমরপুর—গ্রা, ইউ বো, পো।

অমরারগড়—গ্রা, পো, তীর্থ, প্রা কীর্ত্তি, প্রাই।

আউশগ্রাম—গ্রা, ইউ বি, পো, হাই, প্রাই, কবি, প্রা কীর্ত্তি, ডি, লো ১৪৯২, হাই, নীলকুঠী, থানা। কথিত আছে ইংরাজের প্রথম আমলে চৌকি আদালত ছিল। ইহার পর বুদবুদে যায় ও পরে বর্ধমানে আসে। বন বিভাগ অফিস, কৃষিকরণ, কবি-কুঞ্জ।

উক্তা—গ্রা, ইউ বো।

এড়াল—গ্রা, প্রাই।

কল্যাণপুর—গা পো।

কুন্থর—নং, গ্রাম আউশগ্রামের উত্তর সীমানা।

কোটা (চণ্ডীপুর)—গ্রা, ইউ বো, নব্যন্যায়-প্রবর্ত্তক রঘুনাথ শিরোমণির জন্মপীঠ, চিরকুমারী রূপমঞ্জরী, বিদুষী, টোল অধ্যাপিকা।

গণপুর—গ্রা, পোঃ।

গোয়া-দেবীপুর—গ্রা, পোঃ।

গোপভূম—পং—এই থানার অন্তর্গত।

গুস্করা—গঃ গ্রা, লো ৪,৫৩৪, ইউ, হাই, রেল, ষ্টেঃ-আ, প্রা ২, টোল, ডি, সিনেমা, চালকল, হাট, মেলা, বাস-ষ্টেশন, আউসগ্রাম-সার্কেল রাজস্ব কাছারি, গলসি সার্কেল অফিস।

জঙ্গলমহল—এই থানা হইতে সুরু ও দুর্গাপুরে সারা।

দীঘা—গ্রা, প্রা কী (নীলকুঠি ধ্বংস)।

দীঘনগর—গ্রা, ইউ, পোঃ, হাট, ডিঃ, হাই, লো ২৩৮৮, মেলা।

দেবশালা—গ্রা, ইউ, প্রাই।

দেয়াশা—গ্রা, প্রাই, স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত ছাত্র শ্রীপ্রমথনাথ বক্সী এম, এ, বি, এল, ও কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী এম, এ,র জন্মস্থান।

পোচরা—আউগ্রাম, অজয় বাঁধ:

প্রতাপপুর—গ্রা, ইউ।

বন-নবগ্রাম—গ্রা, পোঃ, প্রাই, মাইনর, হাইকোর্টের বিচারপতি ৺নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি।

বড়বেলগোনা—গ্রা, পোঃ।

বিল্বগ্রাম—গ্রা, ইউ, ডি।

বেরেণ্ডা—গ্রা, ইউ।

ভাল্কী—গ্রা, ইউ, প্রা কী, প্রাই।

ভুরি (ভুঁয়েরা)—গ্রা, প্রাই, টোল।

ভেদিয়া—গ্রা, প্রাই, হাই, অজয় তীর, পোঃ, ডি, রেল, হাট।

ভেদিয়া-সাগরপোস্তা—অজয় দক্ষিণ বাঁধ।

মনোহরসাহী—পং, রসকীর্ত্তন পদ্ধতির এই থানায় উৎপত্তি।

মাড়ো—গ্রা, কবি রঘুনন্দন গোস্বামীর পাট।

রামনগর—গ্রা, ইউ।

(রায়) রামচন্দ্রপুর—গ্রা, পোঃ।

শিবদা—গ্রা, পোঃ, প্রাই।

সন্ধিপুর—(মানকর সন্নিকট) মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত ও মুসলমান নবাব সন্ধি কেন্দ্র।

সিঁধলে—(গুস্করার নিকট) মহাপণ্ডিত ভবদেব ভট্ট মহাত্মার পীঠ।

সুয়াতা—সমবায় কৃষি ফার্ম, প্রাই।

সোমাইপুর—গ্রা, গৌতম বুদ্ধের তলা-তীর্থ, প্রাই,।

বিখ্যাত ব্যক্তি—ভট্ট ভবদেব ও ন্যায়পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য-সহচর রঘুনাথ শিরোমণি। হাট, মেলা, সিনেমা ১।

ভাতাড় থানা।

ভাতাড়—থা, ম সদর বর্ধমান, লো ৮৪,৬৩৩, আ ১৬০'০০, সা ২০,৩২৬, মৌজা ১০৫, শহর নাই।

আমারুণ—গ্রা, ইউ, কবি, সাধক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের (ক) পাট, তীর্থ, পোঃ, প্রাই ২, রেল।

এরুয়ার—গঃ গ্রা, লো ৪২৪৭, পোঃ, পঃ স্বাঃ কে, হাই, ডি।

কুবিজপুর— গ্রা, পোঃ, প্রাই।

কুলচণ্ডা (নতু)—(অধুনা ভাতাড়) গ্রা, হাই, কবি, প্রাই।

খুরুল—গ্রা, কবি।

দামোদর—ক্যানেল।

নবাবনগর—গ্রা, বাস্তুহারা শিবির।

নসীগ্রাম—গঃ গ্রা, কবি, লো ৩,৭৮৬, হাই, প্রাই ৩।

নিত্যানন্দপুর—গ্রা, পোঃ।

নোতা (ছুটা)—গ্রা, ইউ, ডি, প্রাই।

পাড়ুয়া—গ্রা, কবি।

পোসলা—গ্রা, প্রাই, পোঃ।

(ক) বর্ত্তমান লেখকের পূজ্যপাদ পিতামহ।

বনপাশ—গঃ গ্রা, হাই, রেল, লো ৩,২২৯, পোঃ, প্রাই।

বলগোনা—গ্রা, রেল, পোঃ, গুস্করা বলগনা বাসরুট।

বড়বেলুন—গঃ গ্রাম, হাই, লো ৪,৩৭৮, পোঃ, টোল, তীর্থ।

বামশোর—গ্রা, ইউ, ডিঃ, পোঃ, মাদ্রাসা।

বামুনারা—গ্রা, ইউ।

ব্রাহ্মণী নদী—ইহার উৎস এই থানায়।

ভাতাড়—গ্রা, থানা, রেল, বি, কে, আর, রেঃ আঃ, হাই, পোঃ, লো ৮৫৪।

মহাচাঁদা—গ্রা, ইউ, পোঃ, প্রাই।

মহাতা—গ্রাঃ, ডিঃ, পোঃ, কবি, ইউ।

শুশুনদীঘি—গ্রা, ডিঃ, হাই।

সাহেবগঞ্জ—গ্রা, ইউ, পোঃ, (পূর্ব্বে থানা ছিল।)

বিখ্যাত লোক—সাধক, কবি মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। সিনেমা নাই, হাট ১ (বনপাস বাজার), মেলা ৭।

জামালপুর থানা।

জামালপুর—থা, সদর মহকুমা, (খাঁপুর মৌজায় অবস্থিত) ইডেন ক্যানেল তীর, সরকারী জমিদারী কাছারী। লো ৮০,১০৬, আঃ ১০১.৫২, স্বাঃ ১৭,৩২৮, মৌজা ১২২।

অমরপুর—গ্রা, ডিঃ, হাই, টোল।

আঝাপুর—গ্রা, ইউঃ, পোঃ, হাই, পঃ স্বাঃ কেঃ, ডিঃ, পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও আই সি এস রমেশচন্দ্র দত্তের জন্মভূমি।

আবুঝাটি—গ্রা, ইউ, পোঃ।

ইডেন—ক্যানেল।

ইলসরা—গ্রা, প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমি।

কানা—নং, নদী।

কেওতাড়া—গ্রা, পোঃ।

কুলীনগ্রাম—গ্রা, পো, কবি।

খাঁপুর—গ্রা, থানা জামালপুর এই মৌজায় অবস্থিত, লো ৫৪২।

গোপালপুর রেওড়া)—গ্রা, পোঃ, হাই।

চকদীঘি—গ্রা, পো, ডি, ইউ, টোল, হাঁসপাতাল, জমীদার, রেল, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজয়লাল সিং ও ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান মনিলাল সিং এর জন্মভূমি।

চক্ষণজাদি—গ্রা, হাই।

জামালপুর— গ্রা, থা, রেল, হাই, পোঃ, ইউ।

জারগ্রাম—গ্রা, পোঃ, ইউ।

জোতশ্রীরাম—গ্রা, ইউ, পোঃ।

জৌগ্রাম—গ্রা, রেল, ইউ, পো।

নবগ্রাম—গ্রা, রেল, পো,

পাঁচরা—গ্রা, ডি, ইউ, পো।

পারাতল—গ্রা, পো, ইউ।

বেরুগ্রাম—গ্রা, ইউ, পোঃ।

মশাগ্রাম—গ্রা, পোঃ, রেল।

রুক্মিনী মহলা—গ্রা, পোঃ।

রাধাবল্লভবাটি—গ্রা, হাই।

রেওড়া—গ্রা, (গোপালপুর দ্রষ্টব্য)।

শা হোসেনপুর—গ্রাঁ, পোঃ।

সাদিপুর—গ্রা, টোল।

সুরে-কালনা—গ্রা, পোঃ, রেল।

বিখ্যাত ব্যক্তি—ডাঃ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অস্ত্র চিকিৎসক ও কবি মালাধর বসু। হাট ৮, মেলা ৪, সিনেমা নাই, মাদ্রাসা নাই, গণ্ডগ্রাম নাই, রেঃ আঃ ছিল, এখন নাই।

মেমারি থানা

মেমারি—থা, সদর ম, মেমারি সার্কেল অফিস, সরকারী জমিদারী কাছারী। লো ১১৫,২২৩, আ ১৬৬'৮৯, স্বা ২৭,৪১৫, শ ১, মৌ ২১৭।

আমাদপুর—গ্রা, ইউ, পোঃ। ডাঃ রাধাকুমুদ ও রামকমল মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমি।

আলিপুর—গ্রা, কবি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমি।

কলানবগ্রাম—গ্রা, বু, শি, কেন্দ্র, কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের পাট।

কামার কিতা—গ্রা, পোঃ।

কালেশ্বর—গ্রা, ডি।

কাঠ কুরুম্বা—গ্রা, পোঃ।

কুচুট—গ্রা, পোঃ, ইউ, পঃ স্বাঃ কেঃ।

গোপ-গান্তার—গ্রা, ইউ।

ঘোষ—গ্রা, ডি।

চাচাই—গ্রা, পোঃ, টোল।

চোতখণ্ড—গ্রা, পোঃ।

জাবুই—গ্রা, অনাথ আশ্রম।

টোলা—গ্রা, কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীআবদুস সাত্তার বি,এল, এম পির জন্মভূমি।

ডেঁয়ে মগরা—গ্রা, দেশনেতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস এর জন্মভূমি।

দলুইবাজার—গ্রা, ইউ।

দেবীপুর—গ্রা, ইউ, রেল, পোঃ, পঃ স্বাঃ কেঃ

দুর্গাপুর—গ্রা, পঃ স্বাঃ কেঃ।

নবস্থা—গ্রা, ইউ, পোঃ।

নিসিরাগড়—গ্রা, ডি।

নীমো—গ্রা, ইউ, ডি।

পাল্লারোড—গ্রা, রেল, ডি, পোঃ।

পাহারহাটি—গ্রা, হাই, পঃ স্বাঃ কেঃ।

বাগিলা—গ্রা, পোঃ, রেল, ডি।

বহর—গ্রা, পোঃ

বড় পলাসন—গঃ গ্রা, পোঃ, হাই, লো ৩,১০১, ইউ।

বাহারপুর—গ্রা, পোঃ।

বারোয়া মহেশ—গ্রা, পোঃ।

বিটরা—গ্রা, পোঃ, ডি, পঃ স্বা কেন্দ্র।

বোরসোল—গ্রা, পোঃ।

বোহার—গ্রা, ইউ।

ভৈটা—গ্রা, হাই।

মণ্ডলগ্রাম—গঃ গ্রা, লো ৫,৫২৭, তীর্থ

মেমারী—শঃ, লো, ৫০,০৫, পঃ স্বাঃ কেঃ, রেল, রেঃ আঃ, ডিঃ, হাই, চাল কল, সিনেমা।

রসুলপুর—গ্রা, পোঃ, হাই, রেল।

রাধাকান্তপুর—গ্রা, পোঃ।

সরগাছি—গ্রা, মাদ্রাসা।

সাতগাছিয়া—গ্রা, পোঃ, ইউ, ডিঃ, হাই।

বিখ্যাত লোক, দেশ নায়ক স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, সি, এস।

হাট—৬।

মেলা—১২।

সিনেমা—১।

গলসী থানা।

গলসী—থা, ম, সদর, বর্দ্ধমান, লো, ১০৭,০০১, আ, ১৮৩·৯৬, মৌ, ১৫০, স্বা, ২২,১৮২।

আদরা (হাটি)—গ্রা, ইউঃ, ডিঃ, পোঃ।

উচগ্রাম—গ্রা, ইউঃ।

কিশোর কোণা (নবগ্রাম)—গ্রা, হাই।

কুরকুবা—গ্রা, ইউ।

কুলগড়িয়া—গ্রা, মাদ্রাসা।

কুলনগর (মানকর)—গ্রা, কবি।

খড়ি—নং, এই থানায় উৎস।

খানা—জং, গ্রা, লুপ লাইন ও মেন লাইন সন্ধি।

খানো—গ্রা, ইউ।

গলসী—গঃ গ্রা, হাই, পঃ স্বাঃ কেঃ, রেল, ইউ, লো, ৪,০৪০, দিল্লী কলিকাতা সড়ক, থানা, সরকারী জমিদারী কাছারি।

গোহগ্রাম—গ্রা, পোঃ।

দামোদর ক্যানেল—এই স্থান হইতে সেচের ক্যানেল আরম্ভ।

দুয়ারনড়ি—গ্রা, পোঃ।

পাণ্ডুদহ—গ্রা, ইউ।

পারাজ—গ্রা, রেল, পো, ইউ।

পোতনা—গ্রা, ইউ (প্রাচীন থানার নাম, ১৮৩৭ সালে থানা ছিল)।

পুরাণ গাঁ—গঃ গ্রাঃ, লো ৪৮৪৩।

বাঁকা—নং, নদী।

বুদবুদ—গ্রা, পোঃ, মুনসেফী আদালত, ১৮৭৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। পানাগড় মিলিটারী বেস আরম্ভ, জি টি রোড, পুলিস ফাঁড়ি।

ভুরি—গ্রা, ইউ।

মসিদপুর—গ্রা, ইউ।

মানকর—গ্রা, ইউ, হাই, রেঃ আঃ, রেল, পাসের বুরুজ, খৃষ্টান মিশনারী (মহিলা কেন্দ্র), চার্চ্চ।

রণডিহা—গ্রা, পোঃ, দামোদর ক্যানেলের বাঁধ ও অফিস।

রামগোপালপুর—গ্রা, পোঃ, হাই।

লোয়া—গ্রা, ইউ।

শীলা জুজুটি—দামোদরের উত্তর বাঁধ আরম্ভ, জামালপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

শের-সাহ-সড়ক—(জি, টি, রোড), কলিকাতা দিল্লী, সড়ক।

শ্যামসুন্দরপুর—গ্রা, পোঃ।

সাটিনন্দী—গ্রা, পোঃ, ইউ, মাননীয় দেশনায়ক ও মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ

পাঁজার জন্মভূমি।

সাঁকো—গ্রা, পোঃ, হাই, ইং লেখক প্রতাপচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান।

সেরাটৈ—গ্রা, পোঃ।

হাসোয়া—গ্রা, ইউ।

বিখ্যাত লোক মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা।

হাট—৮

মেলা—১২।

রায়না থানা

রায়না—থানা সদর ম, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের প্রাচীন থানা, লো ১১১,১৬৯, সা ২৭, ৮১২, মৌ ১৯৮, আ ১৮৭'১৩।

আরুই—গ্রা, ইউ।

আহার বেলমা—গ্রা, হাই, কলেজ, ডি।

উচালন—গ্রা, ইউ, পোঃ।

কট শিমুল—গ্রা, প্রাঃ কীর্ত্তি।

কাইতি—গ্রা, ইউ, হাই, পোঃ, কবি।

কাকী—নং, দামোদরের শাখা নদী।

কেশবপুর—গ্রা, পোঃ, ডিঃ।

গোতান—গ্রা, ইউ, ডিঃ।

গোপীনাথপুর—গ্রা, রেল।

ছোট বৈনান—গ্রা, পোঃ, টোল।

দামুন্যা—গ্রা, টোল, কবি-কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জন্মভূমি।

ধামাস—গ্রা, দেশনায়ক শ্রীদাশরথি তা এম, পি,র জন্মস্থান।

নটু—গ্রা, ইউ।

নাড়ুগ্রাম (নারীগ্রাম)—গ্রা, ইউ, পোঃ, তীর্থ।

পলাশন—গ্রা, ইউ, পোঃ।

পাহালানপুর—গ্রা, ইউ, টোল।

পাষণ্ডা—গ্রা, পোঃ।

পৈটা—গ্রা, ইউ, পোঃ।

বনতীর—গ্রা, পোঃ।

বরজপোতা—গ্রা, মাদ্রাসা।

বড়বৈনান—গ্রা, ইউ, পোঃ।

বাঁশা—গ্রা, কবি।

বুজরুকদীঘি—গ্রা, পোঃ।

মণ্ডরা—গ্রা, ইউ।

মেরাল—গ্রা, পোঃ, ডিঃ, হাই।

রায়না—গ্রা, থা, হাই, রেঃ আঃ, পোঃ, লো ১৩৭২, রেল (বি, ডি, আর,) সরকারী জমিদারী কাছারী, থানা ছিল, উঠিয়া গিয়াছে।

শাকনাড়া—গ্রা, পোঃ, ডিঃ, বিদ্যাসাগরের গুরু প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জন্মভূমি ও তাঁহার (তর্কবাগীশের) জননী কুড়ুনি দেবীও অধ্যাপিকা ছিলেন।

শ্যামসুন্দরপুর—গ্রা, ইউ, টোল, পোঃ, নতুন রায়না. থানা এইখানে।

শ্রীরামপুর—গ্রা, কবি।

শেহারা (বাজার)—গ্রা, ইউ, পোঃ, রেল, হাই।

সুবলদহ—গ্রা, দেশনেতা রাসবিহারী বসুর জন্মস্থান।

হিজলনা—গ্রা, ইউ, পোঃ।

বিখ্যাত লোক—কবিকঙ্কন, রাসবিহারী বসু ও শ্রীদাশরথী তা। রায়না বহু বীর-নারীর জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণরাঢ় বিখ্যাত মহিলা রাণী ভবশঙ্করী পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রায়-বাঘিনী উপাধি পান। সাহেবের লেখা ডিঃ গেজেটারে এঁদের দস্যু নারী বলেন, কিন্তু এঁরাই বীর-বালা ও বীর-রমণী। সিনেমা নাই। হাট ১২, মেলা ৪।

খণ্ডঘোষ থানা

খণ্ডঘোষ—থা, সদর ম, আ ১০০'৫২, মৌজা ১০৪, লো ৬০,০৬৫ সা ১৩০২৫, রে অফিস।

উথরিদ—গ্রা, ইউ, মাদ্রাসা।

ওয়ারি—গ্রা, পোঃ, কংগ্রেসকর্মী বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের জন্মভূমি।

কইওর—গ্রা, পোঃ, ইউ, রেল, শ্রীঅরবিন্দ শিষ্য শ্রীঅনিলবরণ রায়ের জন্মস্থান।

কাজিপাড়া (উচালন)—গ্রা, কবি।

কেন্দুর—গ্রা, পোঃ।

কৃষ্ণপুর—গ্রা, কবি ঘনরাম।

খণ্ডঘোষ—গ্রা, ইউ, থা, রেঃ আঃ, ডিঃ, বি, ডি, আর রেল, তৌ ২১৭৫ সরকারি জমিদারী কাছারী।

গোপালবেড়া—গ্রা, ইউ।

গোপীনাথপুর—গ্রা, ডিঃ।

চণ্ডীপুর (বেরুগ্রাম)—গ্রা, পোঃ।

জুবিলা—গ্রা, পোঃ।

তোড়কোনা—গ্রা, পোঃ টোল, হাই, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের পাট।

দামোদর নং—থানার উত্তর সীমানা।

বীজপুর—গ্রা, পোঃ।

বেড়ুগ্রাম—গ্রা, ইউ।

বোঁয়াই(চণ্ডী)—গ্রা, পোঃ, রেল, তীর্থ।

লোদনা—গ্রা; ইউ।

শশঙ্গা—গ্রা, ইউ, পোঃ।

শাম-সার—গ্রা, পোঃ।

শাঁখারী—গ্রা, ইউ, পোঃ।

সগরাই—গ্রা, ইউ, পোঃ।

সরঙ্গা—গ্রা, পোঃ,।

বিখ্যাত লোক—শ্রীঅরবিন্দ শিষ্য শ্রীঅনিলবরণ রায় ও ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। বিদূষী অধ্যাপিকা ভগবতী দেবী স্বামীর মৃত্যুতে সহমৃতা বা সতী হন। হাট ৫, মেলা ১২, সিনেমা নাই।

কাটোয়া থানা

কাটোয়া—ম, থা, শ, মিউনি, লো ১২৮,১৯৩, আ ১৩১'৩১, সা ৩৩,৩৯৫, মৌ ১২৩, শ ২, ১৮৩৭ সালের প্রাচীন থানা। রেঃ আ, তীর্থ, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ মঠ, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক শাখা, টেলিফোন ইত্যাদি।

অগ্রদ্বীপ—গ গ্রা, ইউ, তীর্থ, লো ৩১৮০, পোঃ, রেল, প খা কে, তীর্থ।

অজয় নং—নদী এইখানে (কাটোয়ায়) ভাগীরথীতে মিশিয়াছে।

আলমপুর—গ্রা, ইউ, পোঃ।

ওকরসা—গ্রা, হাই।

করজগ্রাম—গ গ্রা, মা, লো ৩৩৩৭।

করেরি—গ্রা, পোঃ।

কড়ুই—গ্রা, ইউ, কবি শ্রীকালিদাস রায়ের পাট।

কাটোয়া—শ, মিউনি, তীর্থ, সরোজিনী নাইডু ও বিপিনচন্দ্র পালের জন্মভূমি, রেঃ আঃ, টোল, পোঃ ২, হাঁস, হাই ২, রেল জং, সিনেমা, লো ১৫,৫৩৩, বু শি কে, রামকৃষ্ণ আশ্রম, বিজলি, বন্দর, মারাঠা ভাস্কর পণ্ডিতের ছাউনি, সরকারী রাজস্ব কাছারি ইত্যাদি।

কালিকাপুর—গ্রা, পোঃ।

কাশীগ্রাম—গ্রা, ইউ, ডিঃ।

খাজুরডি—গ্রা, ইউ, ডিঃ।

গীধগ্রাম—গ্রা, ইউ, ডিঃ।

ঘোষহাট—গ্রা, তীর্থ।

চন্দ্রপুর—গ্রা, হাই।

চাণ্ডুলি—গ্রা, পোঃ।

চুরপুনি—গ্রা, পোঃ, ডাঃ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যানসেলার ও আই, এ, এস, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় জেলা শাসকের জন্মভূমি।

জগদানন্দপুর—গ্রা, ইউ।

জামরা—গ্রা, পোঃ।

টেঁইয়া বৈদ্যপুর—গ্রা, কবি।

দাঁইহাট—শ, মিউনি, রেল, হাই, লো ৮,১৪৯, তীর্থ, হাস, পোঃ।

পঞ্চাননতলা—গ্রা, হাই।

বাঁধমুড়া—গ্রা, কবি।

ব্রাহ্মণী—নং, নদী।

ভাগীরথী—নং, নদীতীরে কাটোয়া তীর্থ।

মুলথুলি—গ্রা, পোঃ।

যাজীগ্রাম—গ্রা, কবি।

শ্রীখণ্ড—গ গ্রা, লো ৪৪৮০, রেল ডিঃ, পোঃ, ইউ, কবি।

শ্রীবাটী—গ্রা, ইউ, পোঃ।

সরগ্রাম—গ্রা, মাদ্রাসা।

সিঙ্গি—গ্রা, ইউ, পোঃ, কবি কাশীরাম দাস পাট।

সুদপুর—গ্রা, পোঃ।

বিখ্যাত লোক—সরোজিনী নাইডু, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কাশীরাম দাস ও কবি শ্রীকালিদাস রায়। বিখ্যাত কার্তিক পূজা। ছাপাখানা ১১, হাট ৪, মেলা ১১, চার্চ্চ নাই, সিনেমা ১।

মঙ্গলকোট থানা

মঙ্গলকোট—১৮৩৭ সালের প্রাচীন থানা। থা, ম কাটোয়া, লো ৮৮,৮৭১, আ ১৪১'২৬, মৌ ১২৮, সা ১৮,৪১৮।

অজয় নং—নদী।

উজানি—(কুনুর-অজয় নদীর সঙ্গম উজানীর নিকট) গ্রা, কবি লোচন দাসের পাট ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাসস্থান, তীর্থ, ৫১পীঠ।

কৈচর—গ্রা, ইউ, ডি, রেল, পোঃ।

কাসেমনগর—গ্রা, ডিঃ হাই, পোঃ।

কুনুর—নং, উজানী-কুনুর-অজয় সঙ্গম।

কুগু—গ্রা, টোল।

কোগ্রাম—গ্রা, (উজানী দ্রষ্টব্য)।

কোঁয়ারপুর—গ্রা, হাই, টোল।

ক্ষীরগ্রাম—গ্রা, ইউ, তীর্থ, পোঃ, ৫১ পীঠ। রামায়ণযুগের দেবতা-পীঠ।

গতিষ্ঠা—গ্রা, ইউ, স্বর্ণ-পদক-প্রাপ্ত ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভোলানাথ পালের জন্মভূমি।

গুহগ্রাম—গ্রা, টোল।

চাণক—গ্রা, ইউ, কবি, শিক্ষাব্রতী রসময় মিত্রের জন্মস্থান।

ঝিলু—গ্রা, ইউ।

নতুনহাট—গ্রা, পোঃ।

নিগন—গ্রা, রেল, তীর্থ, ইউ।

পলসনা—গ্রা, টোল।

পালিগ্রাম—গ্রা, ইউ, পোঃ, কবি।

বাজার-বন-কাপাসি—গ্রা, পোঃ, হাট।

বাল্যেগ্রাম—গ্রা, টোল।

ব্রাহ্মণী নং—নদী।

ভালুগ্রাম—গ্রা, ইউ, পোঃ।

মঙ্গলকোট—গণ্ডগ্রাম, ইউ, থা, রে আঃ, ডিঃ, হাই, পোঃ সরকারি কাছারি, প্রা কীর্ত্তি, মাদ্রাসা, লো ৩,১৪৭।

মাঝিগ্রাম—গ্রা, ইউ, তীর্থ, ডাঃ গণপতি পাঁজার জন্মভূমি।

মাথরুন—গ্রা, পোঃ,দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জন্মভূমি।

যবগ্রাম—গ্রা, হাই।

লাখুরিয়া—গ্রা, ইউ।

শঙ্করপুর—গ্রা, তীর্থ।

শিমুলিয়া—গ্রা, ইউ, পোঃ।

শীতলগ্রাম—গ্রা, টোল।

সাঁওতা—গ্রা, রেল।

সিউর—গ্রা, কবি।

বিখ্যাত ব্যক্তি—বৈষ্ণবকবি লোচন দাস, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, হাট ১, মেলা ১২, সিনেমা নাই।

কেতুগ্রাম থানা

কেতুগ্রাম—থা, ম কাটোয়া, আ ১৩,৭২৩, লো ৯৭,৫৩০, সা ১৮,৭৭১, মৌ ১১৭ ।

অজয় নং—নদী, এই থানার মধ্য দিয়া কাটোয়ায় গঙ্গায় মিশিয়াছে ।

আগরডাঙ্গা—গ্রা, ইউ, মা ।

আনাখানা—গ্রা, ইউ, পোঃ, ডিঃ ।

আমগুড়ি (গোপালনগর)—গ্রা, হাই ।

কাঁদড়া—গ গ্রা, পোঃ, লো ৩৩৭৬, ইউ, কবি জ্ঞান দাসের পাট ।

কুলাই—গ্রা, পোঃ ।

কেওগ্রাম (কেতুগ্রাম)—গ গ্রা, পোঃ, রে আঃ, থা, ডিঃ হাই, ইউ, প্রাকীর্ত্তি, টোল, লো ৩২৩৩ ।

খাটুণ্ডী—গ্রা, পোঃ, টোল ।

গঙ্গাটিকুরি—গ্রা, রেল, টোল; ইউ, ব্যঙ্গ-কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাট । কেতুগ্রাম সার্কেল সরকারী জমিদারী কাছারী ।

ঝামটপুর—গ্রা, দার্শনিক কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাঠ ।

দক্ষিণডিহি—গ্রা, তীর্থ ।

নবগ্রাম—গ্রা, ইউ ।

নীরল—গ্রা, রেল, পোঃ ।

পলিতা—গ্রা, ইউ ।

পাচণ্ডী—গ্রা, রেল ।

পাণ্ডুগ্রাম—গ্রা, ইউ ।

বহুলা—গ্রা, তীর্থ ।

বাহারান—গ্রা, পোঃ ।

বাবলা নং—নদী ।

বিল্বেশ্বর—গ্রা, তীঃ, ডিঃ, ইউ ।

বেগুনকোলা—গ্রা, কবি ।

বেরুগ্রাম—গ্রা, ইউ ।

ভরন—গ্রা, হাই ।

মালিহা—গ্রা, প্রা কীঃ ।

মাসুন্দী—গ্রা, পোঃ।

মৌগ্রাম—গ গ্রা, পোঃ, ইউ, ডি, লো ৩,১৫১।

রসুই—গ্রা, তীর্থ, অজয় তীর।

রাজুর—ঐ, ইউ, হাই, পোঃ।

শিবলুন—ঐ, হাই, ডিঃ।

শ্রীরামপুর—ঐ, টোল।

শ্রীগ্রাম—ঐ, পোঃ।

সীতাহাটী (নৈহাটী)—ঐ, ডিঃ, কবি, ইউ।

হলদি-নওপাড়া—ঐ, পোঃ।

বিখ্যাত ব্যক্তি—কবি জ্ঞানদাস, কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ব্যঙ্গ কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হাট ৮, মেলা ১১, সিনেমা নাই।

কালনা থানা

কালনা—ম, থা, ১৮৩৭ সালের প্রাচীন থানা, লো ১২২,৫৩৪, আ ১৩৪·২০, সা ৩২,৬৭১, মৌ ২১১, শ ১।

অম্বিকা কালনা—শ, ম, থা, রেল, সিনেমা, হাই ৪, মিউনি, হাস, তীর্থ, প্রাঃ বন্দর, চার্চ্চ, লো ১৭,৩২৪, কবি সাধক কমলাকান্ত, সরকারি জমিদারী কাছারি।

আকালপৌষ—গ্রা, পোঃ, ডিঃ, ইউ।

আটঘরিয়া - গ্রা, পোঃ, ইউ।

আমুথল—গ্রা, পোঃ, ইউ।

আঙ্গারসোন—গ্রা, ডিঃ, ইউ।

কল্যাণপুর—গ্রা, ইউ।

কালনা কোর্ট—রেল, (অম্বিকা কালনা দেখুন)।

কাঁকুরিয়া—গ্রা, ইউ।

কৃষ্ণদেবপুর—গ গ্রা, লো ৪১০৯, ইউ, ডিঃ।

চা-গ্রাম—গ্রা, টোল, ডিঃ।

(দত্ত) ডেরিয়াটন—গ্রা, স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃভূমি।

ধাত্রীগ্রাম—গ্রা, পোঃ, ডিঃ, ইউ, রেল, হাই।

নাদাই—গ্রা, ইউ।

পিণ্ডিরা—গ্রা, ইউ।

ঘগপুর—গ্রা, হাই।

বড় ধামাস—গ্রা, ইউ, ডিঃ।

বাকুলিয়া—গ্রা, কবি, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাট।

বাঘনাপাড়া—গ্রা, তীর্থ, রেল, ইউ, ডাঃ ভগবৎকুমার শাস্ত্রীর পীঠ।

বাদলা—গ্রা, ইউ, হাই।

বৈদ্যপুর—গ্রা, ইউ, ডিঃ, টোল।

মধুপুর—গ্রা, ডিঃ।

রাণীহাটী পং—পরগণা, রসকীর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ।

সহজপুর—গ্রা, টোল।

সাদীপুর—গ্রা, পোঃ।

সিমলন—গ্রা, পোঃ।

সিঙ্গারকোণ—গ্রা, পোঃ, তীর্থ।

সুলতানপুর—গ্রা, ইউ, হাই, হাঁস।

বিখ্যাত লোক—সাধক কবি কমলাকান্ত, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদুষী মহিলা জাহ্নবী দেবী। চৈতন্যদেবের পরিক্রম ভূমি। হাট ৭, মেলা ৫৫, ছাপাখানা ৪।

মন্তেশ্বর থানা

মন্তেশ্বর থানা—থা, ১৮৩৭ সালের প্রাচীন থানা, আ ১১৭'৮৬, লো ৭৮,৫৮৯, সা ১৭,৪৭০, মৌজা ১৩৪।

কুলুই—গ্রা, ডিঃ।

কাইগ্রাম—গ্রা, ডিঃ।

কুসুমগ্রাম—গ্রা, পোঃ, ইউ, হাই।

খাঁপুর—গ্রা, পোঃ।

জামনা—গ্রা, পোঃ, ডিঃ, ইউ, হাইকোর্টের বিচারপতি।

দেনুড়—গ্রা, কবি বৃন্দাবন দাসের পাট।

পাতুন—গ্রা, তীর্থ, যোগ-দর্শন-প্রণেতা, পাতঞ্জল মুনির সাধন পীঠ।

পিপলুন—গ্রা, ইউ, পোঃ।

পুটসুরি—গ্রা, ইউ, ডিঃ, হাই।

ভাগরা—গ্রা, মঃ।

মধ্যমগ্রাম (মাঝের গ্রাম)—গ্রা, ইউ, হাই, পোঃ।

মন্তেশ্বর—গ্রা, থা, ডিঃ, হাই, পোঃ, লো ২৬৫৩।

মামুদপুর—গ্রা, পোঃ, ইউ।

মালডাঙ্গা—গ্রা, পোঃ।

মামুদপুর—গ্রা, পোঃ, ইউ।

মালডাঙ্গা—গ্রা, পোঃ।

রাইগ্রাম—গ্রা, পোঃ।

শুশুনিয়া—গ্রা, পোঃ, ইউ, হাই, তীর্থ।

বিখ্যাত ব্যক্তি—কবি বৃন্দাবন দাস। হাট ৬, মেলা ১১, রেল নাই, শহর নাই, সিনেমা নাই, টোল নাই।

পূর্ব্বস্থলী থানা

পূর্ব্বস্থলী—থা, ম, কালনা, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রাচীন থানা। লো ১৩৪,৬২৮, সা ২০,৫১৬, আ ১৩২.৯৭, মৌ ১৮৩।

কালেখাঁ-তলা—গ্রা, ইউ।

কাষ্ঠশালী—গ্রা, পোঃ।

চক,বামনগড়িয়া—গ্রা, পোঃ,।

চুপী—গ্রা, তীর্থ, কবি সত্যেন্দ্র দত্ত ও সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মস্থান।

জাহান্‌নগর—গ্রা, ইউ।

দীর্ঘপাড়া—গ্রা, ডিঃ।

দোগাছিয়া—গ্রা, ইউ, ডিঃ, তীর্থ।

নাদনঘাট (নন্দনঘাট)—গ্রা, খড়ি নদীতীরে, ইউ, হাই।

নারায়ণপুর (পাটুলি)—গ্রা, তীর্থ।

নিমদহ—গ্রা, ইউ।

পাটুলী—গ গ্রা, ইউ, হাই, রেল, লো ৩,৮২৫, ডিঃ, তীর্থ।

পীলা—গ্রা, ইউ, কবি দাশরথী রায়।

পূর্ব্বস্থলী—গ্রা, থা, পোঃ, হাই, টোল, ইউ, পঃ স্বা কে, লো ১৩১৩, রেঃ আঃ, সরকারি জমিদারী কাছারী।

বগপুর—গ্রা, ইউ।

ভাগীরথী নং—প্রসিদ্ধ নদী এই থানার পূর্ব্বসীমা।

মাজিদা—গ্রা, ইউ।

মুকসিম পাড়া—গ্রা, ইউ।

মেড়তলা—গ্রা, পোঃ।

শরভাঙ্গা—গ্রা, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

শ্রীরামপুর—গ গ্রা, ইউ, লো ৪২৫৩।

সমুদ্রগড়—গ্রা, ইউ, রেল, ডিঃ।

হাপুরিয়া—গ্রা, পোঃ।

বিখ্যাত ব্যক্তি—পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও দাশরথি রায়। হাট ৯, মেলা ৭, মাদ্রাসা, সিনেমা ও শহর নাই।

কাঁকসা থানা

কাঁকসা—থা, ম আসানসোল, লো ৫০,১৯১, সা ১৩,৩২৩, অা ১০৮'৮৭, মৌ ৮৪।

অজয় নং—নদী থানার উত্তর সীমানা।

অর্জ্জুনপুর—গ্রা, পোঃ।

আমলাজোড়া—গ্রা, ইউ, প্রাই।

কসবা-চম্পাইনগর—গ্রা, তীর্থ।

কাঁকসা—গ্রা, থা, ডিঃ, ইউ, হাই টোল, লো ২৭০৪, প্রাই।

কুনুর নং—নদী।

গোপালপুর—গ্রা, ইউ, হাই, টোল, পোঃ।

গৌরাঙ্গপুর—গ্রা, প্রা কীর্ত্তি।

তিলকচন্দ্রপুর—গ্রা, পোঃ।

দামোদর নং—নদী, থানার দক্ষিণ সীমানা।

দিল্লী সড়ক—এই থানার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

পানাগড়—গ গ্রা, লো ৬৯৯৭, পোঃ ২, বিমানভূমি, পলটন ডাঙা।

বনকাটি (অযোধ্যা)—গ্রা, ইউ পোঃ।

বিদ্‌বিহার—গ্রা, ইউ।

বিরুডিহা—গ্রা, বিমান ষ্টেশন, কবি কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মালানদিঘী—গ্রা, ইউ, ডিঃ।

মুরারীপুর—গ্রা, পোঃ।

রাজবাঁধ—গ্রা, রেল, পোঃ।

শিবপুর—গ্রা, পোঃ।

সিলামপুর—গ্রা, খেয়া, পোঃ।

খনি আছে, হাট ৫, মেলা ৫। সিনেমা, রেঃ অফিস ও মাদ্রাসা নাই।

হীরাপুর থানা

হীরাপুর—থা, ম আসানসোল, লো ৫৯,৯৩৪, সা ১১,৪২৯, আ ২৪'৫৭, মৌ ২৬, শ ১, এই থানা নতুন সৃষ্টি, পূর্ব্বে আসানসোল থানাভুক্ত ছিল।

দামোদর—গ্রা, রেল, কাপড় কল, দামোদর তীরে।

নরসিং বাঁধ—গ গ্রা, লো ৯,৯৯৬।

বার্ণপুর—শ, রেল, হাই ২, লো ১৮,৪৮৭, পোঃ ২, ইউ, সিনেমা ২, লৌহ কারখানা।

বিদ্যানন্দপুর—গ্রা, ইউ, পোঃ।

সাঁত—গ গ্রা, লো ৫৩৮৯, কারখানা।

হীরাপুর—গ গ্রা, থা, ইউ, লো ৫৮৭৮। বার্ণপুর-হীরাপুর বিখ্যাত লোহার কারখানা।

খনি অঞ্চল, হাট নাই, মেলা ৫, সিনেমা ২, টোল ও মাদ্রাসা নাই।

চিত্তরঞ্জন থানা

চিত্তরঞ্জন থানা—দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন শিল্প-শহর-থানা, বিহার সীমান্তে বর্দ্ধমান জেলার উত্তর রামপুর মৌজায় (সালানপুর থানা স্থাপিত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন—শ, রেল, লো ১৬,১৬২, হাই, সিনেমা ২, আ ২৮৫'৩৪ (একর), চলিষ্ণু রেল ইঞ্জিনের কারখানা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নাম অনুসারে শহরের নাম 'চিত্তরঞ্জন' হইয়াছে। এই কারখানা রাসিয়ার প্রধান মন্ত্রী মহাত্মা বুলগানিন ও দেশনায়ক মহামতি ক্রুশ্চেভ কর্ত্তৃক গত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে পরিদৃষ্ট হওয়ায় এই থানা ও বর্দ্ধমান জেলা জগৎ বিখ্যাত হইয়াছে। ইঁহাদের বিদায় বাণী থানা-পরিচিতির শেষে সংযোজিত হইয়াছে।

ফরিদপুর থানা

ফরিদপুর থানা—থা, ম আসানসোল, আ ১২০'২, লো ৫৪,৫০৬, সা ১০,২৮৭, মৌজা ৮৭।

অজয় নং—এই নদী থানার উত্তর সীমা।

আমরাই—গ্রা, পোঃ, ইউ।

ইছাপুর—গ্রা, ইউ, পঃ স্বাঃ কে।

ওয়ারিয়া—গ্রা, প্রা, রেল, পোঃ।

কুনুর নং—নদী।

গুঠুলিয়া—গ্রা, টোল।

গোগলা—গ্রা, পোঃ, ইউ।

গোপীনাথপুর—গ গ্রা, লো ৪,৮৪৮, হাই।

গৌরবাজার—গ্রা, পোঃ, ইউ।

জেমুয়া—গ্রা, ইউ।

দামোদর নং—নদী দক্ষিণ সীমানা।

দিল্লী সড়ক—এই থানার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

দুর্গাপুর—গ্রা, রেল, পোঃ, দামোদর উপত্যকা বাঁধ, প্রা·কীর্ত্তি, হাই, সরকারি জমিদারী কাছারি, সোভিয়েট মন্ত্রী বুলগানিন ও দেশনায়ক ক্রুশ্চেভ কর্ত্তৃক দৃষ্ট।

ধবানি—গ্রা, পোঃ, গায়ক কবি নীলকণ্ঠ।

প্রতাপপুর—গ্রা, ইউ।

ভিরিঙ্গি—গ্রা, পোঃ।

ফরিদপুর—গ্রা, থা, ইউ, ডিঃ, প্রাই, লো ১,১৪০।

লাউডিহা—গ্রা, পোঃ।

শ্যামসুন্দরপুর (শ্যামদাসপুর)—গ্রা, কবি।

সর্পি—গ্রা, টোল।

বিখ্যাত লোক—গায়ক কবি নীলকণ্ঠ। খনি আছে, হাট ৭।

সালানপুর থানা

সালানপুর—থা, ম আসানসোল, লো ৪৭,৩৫৪, সা ৮,২৪৪, আ ৫২·১১ জেলার পশ্চিম প্রান্ত। মৌ ৭৪।

অজয় নং—উত্তর সীমা।

আচড়া—গ্রা, হাই।

এথোড়া—গ্রা, পোঃ, হাই।

কাল্লা—গ্রা, ইউ।

জেমারি বাজার—গ্রা, হাট।

পাহুরিয়া—গ্রা, পোঃ।

বরাকর—নং, এই নদী থানার পশ্চিম সীমানা।

বাসুদেপুর—গ্রা, ইউ।

রূপনারায়ণপুর—গ্রা, রেল জং, পোঃ।

শ্যামডি—গ্রা, পোঃ।

সালানপুর—গ্রা, থা, ইউ, পোঃ, রেল, লো ৬৩৫৬। খনি আছে। মেলা ২, হাট ১, বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল।

জামুড়িয়া থানা

জামুড়িয়া—থা, ম আসানসোল, লো ১,১১৫৫০, আ ৯০'৫৫, সা ১৪,১২০, মৌ ৬৬।

অজয় নং—উত্তর সীমা।

কেন্দা—গ গ্রা, লো ৩১৬৯।

চিনচুরিয়া—গ্রা, ইউ, রেল।

চুরুলিয়া—গ গ্রা, লো ৩,১৩৩, কবি নজরুল, পোঃ।

জামুড়িয়া—গ্রা, থা, রেল, ইউ, সিনেমা লো ১৫,৯৪০।

তপসী—গ্রা, পোঃ।

দিল্লী সড়ক—এই থানার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

নণ্ডী—গ গ্রা, পোঃ, লো ৪০১৭, ডিঃ।

নিঙ্গা—গ্রা, বিমান বন্দর।

পরিহারপুর—গ গ্রা, লো ১১,২৬৭।

বানালি—গ, গ্রা, লো ৩,০৬৯।

বিজুলি—গ্রা, হাই।

বোগড়া—গ্রা, ইউ।

মণ্ডলপুর—গ গ্রা, লো ৫,৫৫৭।

শিবপুর—ঐ, লো ৫,৮০৮।

শ্রীপুর—ঐ, পোঃ, লো ৯,২৮৬।

সাতগ্রাম—ঐ, লো ৩,২৯৮।

হিজলগড়া—গ্রা, ইউ।

খনি অঞ্চল, হাট ৮, সিনেমা ১, মেলা ১১। মাদ্রাসা ও টোল নাই।

কুলটী।

কুলটি—থা, ম আসানসোল, আ ৩২'৪৮, সা ১৮,৬৩৬, লো ১,২২,২১২, শ ৪, মৌ ৪৬।

আলডিহি—গ গ্রা. লো ৩,১৯৭।

আসনবনি—ঐ, লো ৩,২৬৩।

কেন্দুয়া—গ্রা, পোঃ।

কুলটি শ, থা, লো ৩১,৩৬৩, রেল, হাই, পোঃ, সিনেমা ২, ইউ।

চিনাকুরি—গ গ্রা, লো ৩,৫২৭।

ডিসেরগড়—শ, লো ৭,৮৪২, ইউ, হাই, পোঃ, প্রাঃ কীর্ত্তি।

দামোদর নং—দক্ষিণ সীমা,

কলিকাতা-দিল্লী-সড়ক—এই থানায়।

নিয়ামতপুর শ, পোঃ, ডিঃ, লো ১১,৭৫৩, সিনেমা, ইউ।

বরাকর—শ, লো ১০,৪৪০, রেল, ডিঃ, সিনেমা, ইউ।

বরাকর-ঝুনিয়া নং—নদী, পশ্চিম সীমানা।

বালিতোড়া—গ গ্রা, লো ৩,৪৩০।

বেজডিহি—ঐ, লো ৩,৮৮৭।

বেলরুই—গ্রা, হাই।

মানবেড়িয়া—গ্রা, হাই।

মিঠানি—গ্রা, পোঃ।

রাধানগর—ঐ, সিনেমা, রেল।

রামনগর—গ গ্রা, লো ৩০৬৮ ।

লালবাজার—ঐ, লো ৩,১৯৬, পোঃ ।

শীতলপুর – গ গ্রা, লো ৪৮১১ ।

সাঁকতোড়িয়া—গ্রা, রেল ।

সীতারামপুর—গ্রা, রেল, ডিঃ ।

সুন্দরচক—গ্রা, পোঃ ।

হাতিনাল—গ্রা, কবি ।

হাদলা – (হালদা)পাহাড়, কল্যাণেশ্বরী তীর্থ ।

খনি ও শিল্প অঞ্চল । রেজিষ্ট্রি অফিস, টোল ও মাদ্রাসা নাই হাট নাই । সিনেমা ৫, মেলা ৫, কুলটি লোহার কারখানা, বিখ্যাত তিলাইয়া বাঁধ, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় বাঁধ বরাকর নদীর উপর ।

আসানসোল থানা ।

আসনসোল—থা, ম, শ, লো ৪৫৮৫, আ ৩০'৬২, মৌ ৩৯, শ ১, সা ৩৪,৯৩২, চার্চ্চ, গ্রন্থাগার ।

আসানসোল—শ, ম, থা, মিউনি, রামকৃষ্ণ মঠ, রেল জং, হাই ৭, হাঁস ৫, লো ৭৬,২১১, সিনেমা, লাইব্রেরি, পোঃ ৪, রেঃ আঃ, সৈন্য নিবাস, টেলিফোন, ইম্পিঃ (ষ্টেট) ব্যাঙ্ক, সরকারী জমিদারী কাছারী ইত্যাদি ।

ইকরা—গ্রা, হাই, টোল, পোঃ ।

উখাগ্রাম—গ্রা, হাই ।

কালিপাহাড়ি—গ্রা, পোঃ, রেল, হাই, ইউ ।

জে, কে, নগর—গ্রা, এ্যালুমিনিয়াম কারখানা ।

দামোদর নং—দক্ষিণসীমা ।

দিল্লী-কলিঃ সড়ক ।

ধাদকা—গ্রা, ইউ, পলিটেকনিকাল স্কুল ।

বড়ধেমো—গ গ্রা, লো ৫,০২০ ।

বোরাচক—গ্রা, রেল।

বোলকুণ্ডা—গ্রা, টোল।

মহীশীলা—গ গ্রা, লো ৪,১২৯, পোঃ।

সালানপুর—বারাবণী থানা উত্তর সীমা।

খনি ও শিল্প অঞ্চল, হাট ৩, মেলা ১৪, ছাপাখানা ৪৪।

অণ্ডাল।

অণ্ডাল—থা, ম আসনসোল, চার্চ্চ, লো ৮৬,০০৮, আ ১১'৪৫, মৌ ৫৩, শ ১, সা ১৩,২৯১।

অজয়—নং, উত্তর সীমা।

অণ্ডাল—শ, থা, রেল, লো ৪,২৮৮, ই, আর, হাঁস, খৃষ্টানী চার্চ্চ, বিমান বন্দর পোঃ, জমিদারী কাছারী।

উখরা—গ গ্রা, রেল, হাই, সিনেমা, লো ৪,২৭৭।

কাজোরাগ্রাম—গ গ্রা, রেল, পোঃ, সিনেমা, টোল ২, লো ১১,৫৯১।

কেন্দ্রাখোট্টাডি—ঐ, লো ৩৬৩৫।

ছোড়া—ঐ, পোঃ, লো ৪,৫০১।

জারাণ্ড—গ্রা, হাই।

দামোদর—নং দক্ষিণ সীমা।

দিল্লী-কলিঃ সড়ক—এই থানার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণখণ্ড—গ গ্রা, লো ৩,৮০৩, পোঃ বিমান বন্দর।

পড়াসকোল—ঐ, লো ৩,৮৩১।

পাণ্ডবেশ্বর—গ্রা, তীর্থ, পোঃ, রেল।

বনবাহাল—গ্রা, ইউ।

বহুলা—গ গ্রা, লো ৬,৩৩০।

বৈদ্যনাথপুর—গ্রা, ইউ, টোল।

খনি ও শিল্প অঞ্চল, হাট ৮, টোল ৩, মেলা ৯, সিনেমা ২।

রাণীগঞ্জ থানা।

রাণীগঞ্জ—থা, প্রাচীন মহঃ (১৯০৬ খৃঃ তক) আঃ ৩২'৮৪, শ. সা ১৩,৪৬,৬ লো ৭১,৪৯৫, মৌ ২৮, শ ১, খৃষ্টানী চার্চ্চ, সরকারী জমিদারী কাছারি, সার্কেল আফিস।

এগরা—গ্রা, ইউ।

জামুড়িয়া থানা—উত্তরসীমা

জেমেরি—গ গ্রা, লো ২,০৪৭।

দামোদর নং—দক্ষিণ সীমা।

দিল্লী সড়ক—এই থানার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

নিমচা—গ গ্রা লো ৩,০৪৭।

বল্লভপুর—ঐ, লো ৩,৬১৩, কাগজ কল, পোঃ।

ভুলুই—গ্রা, কবি।

রাণীগঞ্জ—শ, মিউনি, হাই ৬, রেঃ আঃ, লো ২৫,৯৩৯, পোঃ, সিনেমা ২, কাগজকল, হাঁস, কুষ্ঠ আশ্রম, খৃ চার্চ্চ।

শিয়ারসোল—গ্রা, ইউ, পোঃ ডিঃ, টোল, হাই, লো ৭১১৫।

সিঙ্গারণ—নং নদী।

বিখ্যাত কয়লা খনি ও শিল্প অঞ্চল, হাট ২, মেলা ৩, সিনেমা ২, টোল ১, মাদ্রাসা ১।

বারাবনী থানা।

বরাবনী—থা, লো ৫০,৫৩০, আ ৬০'৩৭, মৌ ৫২, সা ৭৪০০

অজয় নং—উত্তর সীমা।

ইথরা—গ্রা, রেল।

গৌরাঙ্গডি—গ্রা, রেল, হাই।

চরণপুর—গ্রা, পোঃ।

জামগ্রাম—গ্রা, ইউ।

ভেমোহানি—গ গ্রা, পোঃ, লো ৪,৩০১।

দিল্লী-কলিকাতা সড়ক— এই থানার দক্ষিণ সীমা।

পাচরা—গ্রা, ইউ,।

পাসুরিয়া—গ্রা, ইউ।

বরাবনী—থা, গ্রা, পোঃ, ইউ, লো ১০০২।

বীরকুলটী—গ্রা, পোঃ।

ভানোয়ারা—গ গ্রা, লো ৬,০৩৭।

ময়ূরিয়াড়া—ঐ, লো ৩৩,৬৪

শ্যামসুন্দরপুর—ঐ, লো ৩,৭৬৪

খনি অঞ্চল, হাট ২, মেলা ৭, সিনেমা, টোল ও মাদ্রাসা নাই

সোভিয়েট দেশ নায়ক ও প্রধান মন্ত্রীর বিদায় ভাষণ।

INDO-RUSSIAN FRIENDSHIP.

Key note of World Peace :—

The Soviet Leader Mr. Nikita S. Khruschev said here to-day (New Delhi, December 13, 1955) that India should be in the fore-front of nations by virtue of its population and its great contribution to human civilisation.

(He said that) India was in no way behind the U. S. S. R., China— which he said at present did not include Tiwan—the United Kingdom, France and United States and declared that there was no reason why she should not get her due place. The five countries Russia, China, United Kingdom, France & U. S. are in no way greater than India.

U. S. S. R. Prime Minister, N. A. Bulganin's Broad-Cast (New Delhi).

I am very grateful for the opportunity given to me to broad-cast over All-India-Radio.

To-morrow we are leaving the land of hospitable India. We shall keep for ever in our memory many plasant recollections of your country and your people. We shall never forget the friendly meetings. During our sojourn we visited many cities and regions of the country. We have seen big construction sites (Durgapur Band—Burdwan District), industrial units of Bombay, Calcutta, Bungalore, Madras, Sindri (via Chittaranjan, Burdwan Dist.) visited the centres of agricultural devolopment, got acquainted with number of scientific institutions and saw the wonderful monuments of ancient architecture. We have also got acquainted with the life and work of your multi-national people and their culture.

The relations between the Soviet Union and India are striking example of friendship and Co-operation of two states with different political systems.

Thank you heartily once more our dear friends. Good bye.

A. B. Patrika, Calcutta—Wednesday,
December 14, 1955.

—

সমাজপ্রসঙ্গে।

বিভিন্ন দেশে বিবাহ-রীতি।

"ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।"—মনু।

এসিরিয়ায় বউ বাজারে নিলামে বিক্রয় হইত। (পণ্য-বধূ)।

The ancient Assyrians once a year assembled at a great fair all the marrigeable girls of a province, when the public crier put them up for sale at auction. First were put up the most beautiful for whom the rich strove against each other until the competition carried up the price to the highest point. When one beautiful had thus been disposed of, one less favored by Nature was put up ; and here the auction wes reversed. The question was not how much will any one give but how little will any one take, and he who bid her off at the lowest dowry took her for his wife, so that the price paid for the beautiful went to give dowries to the ugly, an advantage of the Assyrian ladies over their modern sisters, in as much as none were without husbands. (The Science of New life, John Cowan.—p. 37)

চীন—শুল্ক-বিক্রয়।

A Chinaman may and often does sell his daughter in marriage, with as much as income as he does his other merchantable property.

মূর—ঐ।

The Moors betroth their children in infancy. The girl may dislike or despise the man chosen for her ; but, if his character is good and he can pay the purchase money, the hatred is regarded as the 'womanly freak,' and all her entreaties are of no avail.

সুমাত্রা—কন্যা-বিক্রয়।

In Sumatra men purchase their wives and if they find they have been duped they gamble them away, or sell them for on mere pittance.

তুর্ক—চারি বিবাহ।

The Turks are allowed four wives, but the wives or husbands have no choice, they never meet until the marriage day.

পশ্চিম তাতার—
কন্যা বিক্রয়।

In Westeren Tartary women cost from twenty to five hundred roubles, though among the pestoyal tribes, where they are cheaper, a very pretty girl can be bought for two or three roubles.

সুঙ্গ-তাতার স্বয়ম্বরা।

The marriage of the Soongas, a Tartar tribe consists of a race on horse-back. The female is mounted on a fleet-horse, and if she permits her lover to over-take her, conducts her to his tent, and she becomes his wife with no other ceremony than a marriage feast.

সাইবিরিয়ায় বধূ-ক্রীত
—দাসী বা বাঁদী।

In Siberia, after the marriage feast the wife pulls off her husband's boots, as a sign of her sub-serviency. In another part of this province, the bride's father presents the bride-groom with a whip, with which he disciplines his wife as often as he thinks proper. They regarded women in the light of slaves in the widest and broadest sense of the term. The Custom of purchasing wives appears to have prevailed as soon as the rights of property began to be respected. From the moment that the rights of property were recognized, everything was considered as such, even to a man's wife and children the idea of

property in wives and children has never been lost, and is fully recognized by our common Law.

আধুনিক নব্য-যুগ-বিবাহে স্ত্রী — বাঁদী বই আর কি ?

How of modern marriages ? To what purpose do they tend ? In what do they differ from the marriages of those outside the circle of civilization ? The difference when carefully compared and analyzed is not much. "A man wants a cook, washer-woman, house-keeper, he wants a woman to contribute to his happiness and to satisfy the demands of his perverted nature. He wants a wife because Nature designed the union of sexes. But instead of learning the divinity of soul-marriage, he has only been taught the marriage recognized by law and theology, material unions for fame, home-comforts, positions etc.

Von Schroeder wrote—The Indians are the romanticists of antiquity, the Germans the romanticists of modern times. p. 81—Prabuddha Bharat '49

শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপু না করিহ ক্রোধ ॥
যার যারে ইচ্ছা ভুঞ্জে সে তারে শৃঙ্গার ।
নাহিক বিরোধ হেন সৃষ্টি বিধাতার ॥ —মহাভারত

খাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড নাম ধরে ।
প্রজার কামিনী কন্যা বলাৎকার করে ॥
শুক্র কন্যা অজা যায় পুষ্প আহরণে ।
দণ্ড তারে বলে মোরে তোষ আলিঙ্গনে ॥ —রামায়ণ

(১) ধন নয়, মান নয়, করেছিনু আশা—শুধু ভালবাসা
(২) "তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুন্দর, সকল সাধের সাধনা ।
আমি আপন মনের মাধুরী দিয়ে তোমারে করেছি রচনা ॥
—রবি কবি

পরিশিষ্ট

বর্দ্ধমান জেলার ১৪টি সহরের নাম, লোক সংখ্যা ও বিজলি আলোকিত সহর।

সহর	লোকসংখ্যা	বিজলি আলো
বর্ধমান (১)	৭৫,৩৭৬	বিজলি আলো
মেমারী	৫,০০৫	—
কালনা	১৭,৩২৪	ঐ
কাটোয়া (২)	১৫,৫৩৩	ঐ
দাঁইহাট	৮,১৪৯	—
আসানসোল (৩)	৭৬,২৭৭	ঐ
কুলটী	৩১,৩৬৩	—
রাণীগঞ্জ	২৫,৯৩৯	ঐ
বার্ণপুর	১৮,৪৮৭	—
নিয়ামতপুর	১১,৭৫৬	—
বরাকর	১০,৪৪০	ঐ
অণ্ডাল	৪,২৮৮	—
ডিসেরগড়	৭,৮৪২	ঐ
চিত্তরঞ্জন	১৬,১৬২	—

* (১ — ৩) টেলিফোন্ আছে।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দের বর্ধমান জিলার পরগণার তালিকা।

* নয়া বর্ধমান জিলা :—

অম্বিকা-রায়পুর, আজমতসাহী, ইন্দ্রাণী, খণ্ডঘোষ, গোপভূম, চম্পাইনগর, জাহাঙ্গীরাবাদ, ধেঁইয়া, নলহী, পাটুলী, পাঁড়রা, বর্ধমান, বাঘা, মজফ্ফরসাহী, মনোহরসাহী, রাণীহাটী, লস্করসাহী, সাতসৈকা, সিলামপুর, সেনপাহাড়ী, শাহাবাদ, শের-গড়, হাবেলী।

হুগলী জিলায় :—

আরসা, খালোরা, চৌমুহা, জাহানাবাদ, পাণ্ডুয়া, পৌনন, বাগড়া, বালিগড়, বাঁশপুর, ভুরস্থট, মণ্ডলঘাট, রায়পুর।

নয়া মেদিনীপুর জিলায় :—

চন্দ্রকোণা, ছুটুয়া, বরদা, ব্রাহ্মণভূমি। মোট ৩৯টী পরগণা।

* ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের নয়া বর্ধমান জিলা সৃষ্টি হয়। সুতরাং বর্ত্তমানে পরগণার সংখ্যা ২৩টী।

দুর্ভিক্ষ—১৯০৯ জুলাই ইংরাজের অত্যাচার ও শোষণ।

Sir Curzon Willy Murder in England by Madan Lal Dhingra (A Panjabi student)—I attempted to shed English blood—intentionally and of purpose, as an humble protest against the inhuman transportation and hangings of Indian youths. I do not want to say anything in defence of myself, but simply to prove the justice of my deed. I hold the English people responsible for the murder of 80 (eighty) millions of Indian people in the last 50 (fifty) years, and they are also responsible for taking £ 100 millione (£10/- crores) every year from India to this country. Just as the Germans have no right to occupy this country, so the English have no right to occupy India.

—•—

Economics.
মুদ্রা-স্ফীতি।

Economics as a separate Science is unrealistic and mis-leading if taken as a guide in practice. It is one element, a very wide element, it is true in a wider study, the Science of power.

—p. 139, Russel-Power.

Money or Slavery.

Money is a new and terrible form of slavery, and like the old form of personal slavery, it demoralizes both slave and slave-owner, only much more, for it frees the slave and slave-owner from personal, human relations with one another.

—Tolstoi, p. 371
'What then must we do.'

পরিসংখ্যানে

বর্ধমান জেলার মহকুমা।

মহকুমা	আয়তন বর্গ মাইল	শহর	গ্রাম	লোকসংখ্যা	বসতি (প্রতি বর্গ মাইলে)	১৯৪১-৫১ দশ বৎসরে লোক বৃদ্ধি	সাক্ষর সংখ্যা
বর্দ্ধমান	১২৮৭	২	১১৯৮	৮,০২,০৫৭	৬২৩	৮·৭	১৮৫,২৩৮
আসনসোল	৬২৪	৯	৫৫৫	৭,৬৯,২৬৫	১২৩০	২৭·০	১৯৫,৫২৮
কাটোয়া	৪০৯	২	৩৬৮	৩,১৪,৫৯৪	৭৬৯	৫·০	৭০,৫৮৪
কালনা	৩৮৫	১	৫২৮	৩,০৫,৭৫১	৭০৪	১৩·২	৭০,৬৫৭
মোট	২,৭০৫	১৪	২,৬৪৯	২১,৯১,৬৬৭	৮১০	১৫·৯	২০৬৫ প্রতি দশ হাজারে (বা ২১ %)

ভূমি রাজস্ব (১৯৫০-৫১ খৃঃ অঃ)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	তৌজীসংখ্যা	দাবী টাকা	আদায় টাকা
	—৪৮৪১	৩০,০২,২৭৫৲	২৯, ১২,৩৮১৲
অস্থায়ী বন্দোবস্ত—	১৩৩	২২,১৪০৲	১১,৩৭৫৲
খাস মহল—	৩৫০	২৩,০৭৩৲	১৫,৪০৭৲
সেস—	৯৯৪২	৯,৪৪,৫৫৭৲	৫৮০,০১১৲

—০—

কলকারখানা— ৮৪ শ্রমিক সংখ্যা— ৩৭,৮৬৪ জন

উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ—১৯৪৯

কয়লা—৩,৬৬,৫৩৬ টন, কোক্ কয়লা—১,০৭৮ টন

শ্রমিক খাটে—১২৬,৭৭৩।

বর্দ্ধমান জেলার থানা ও তাহার লোকসংখ্যা, গ্রাম ও সহর।

সদর মহকুমা

থানা	বর্গ মাইল আয়তন	গ্রাম সংখ্যা/সহর	লোকসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা
আউসগ্রাম—	২৩২	১৬৩	৯০,৬৩২	১৭,৪৯৮
খণ্ডঘোষ—	১০০	১০৪	৬০,০৯৫	১৩,০২৫
গলসি—	১৮৪	১৫০	১০৭,০০১	২২,১৮২
জামালপুর—	১০১	১২২	৮০,১০৬	১৭,৩২৮
বর্দ্ধমান—	১৫৭	১৩৯/১	১৫৩,১৯৮	৩৯,৬৫২
ভাতার—	১৬০	১০৫	৮৪,৬০৩	২০,৩২৬
মেমারী—	১৬৭	২১৭/১	১১৫,২২৩	২৭,৪১৫
রায়না—	১৮৭	১৯৮	১১১,১৬৯	২৭,৮১২
	১২৮৮	১১৯৮/২	৮০২,০৫৭	১৮৫,২৩৮

কালনা মহকুমা—

থানা	বর্গ মাইল আয়তন	গ্রাম/সহর	লোকসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা
কালনা—	১৩৪	২১১/১	১২২,৫৩৪	৩২,৬৭১
পূর্ব্বস্থলী—	১৩৩	১৮৩	১০৪,৬২৮	২০,৫১৬
মন্তেশ্বর—	১১৮	১৩৪	৭৮,৫৮৯	১৭,৪৭০
	৩৮৫	৫২৮/১	৩০৫,৭৫১	৭০,৬৫৭

কাটোয়া মহকুমা—

থানা	বর্গ মাইল আয়তন	গ্রাম/সহর	লোকসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা
কাটোয়া—	১৩১	১২৩/২	১২৮,১৯৩	৩৩,৩৯৫
কেতুগ্রাম—	১৩৭	১১৭	৯৭,৫৩০	১৮,৭৭১
মঙ্গলকোট—	১৪১	১২৮	৮৮,৮৭১	১৮,৪১৮
	৪০৯	৩৬৮/২	৩১৪,৫৯৪	৭০,৫৮৪

আসনসোল মহকুমা—

থানা	বর্গ মাইল আয়তন	গ্রাম/সহর	লোকসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা
অণ্ডাল—	৭১	৫৩/১	৮৬,০০৮	১৩,২৯১
আসনসোল—	৩১	৩৯/১	১১৫,৪৮৫	৩৪,৯৩২
কাঁকসা—	১০৯	৮৪	৫০,১৮১	১৩,৩২৩
জামুরিয়া—	৯১	৬৬	১১১,৫৫০	১৪,১২০
ফরিদপুর—	১২০	৮৭	৫৪,৫০৬	১০,২৮৭
বরাবনী—	৬০	৫২	৫০,৫৩০	৭,৪০০
রাণীগঞ্জ—	৩৩	২৮/১	৯১,৪৯৫	১৩,৪৬৬
হীরাপুর—	২৫	২৬/৪	৫৯,৯৩৪	১১,৪২৯
সালানপুর—	৫২	৭৪	৪৭,৩৫৪	৮,৬৪৪
কুলটী—	৩৩	৪৬/৪	১১২,২১২	১৮,৬৩৬
চিত্তরঞ্জন—	—	—/১	—	—
	৬২৫	৫৫৫/৯	৭৬৯,২৬৫	১৪৫,৫২৮
মোট—	২৭০৭	২৬৪৯/১৪	২২,৯১,৬৬৭	৪,৭২,০০৭

সংবাদ পত্র।

নাম	সম্পাদক	প্রকাশের স্থান
বর্দ্ধমান		
(১) "শ্রী"	শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা	বর্দ্ধমান
(২) আর্য্য	,, সনৎকুমার গাঙ্গুলী	ঐ
(৩) বর্দ্ধমান বাণী	,, মবিনুল হক্	ঐ
(৪) ডাকশক্তি	,, অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ
(৫) বর্দ্ধমানের কথা	,, নরেন্দ্রনাথ ,,	ঐ
(৬) দামোদর	,, দাশরথি তা	ঐ
(৭) দৃষ্টি	,, কৃষ্ণকিশোর দে	ঐ
(৮) বর্দ্ধমানের ডাক	,, রাধাগোবিন্দ দত্ত	ঐ
(৯) সেবক	,, বসন্তকুমার মৈত্র	ঐ
(১০) অভিযাত্রী	,, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়	ঐ
(১১) লোকের কথা	,, গৌরচন্দ্র চৌধুরী	ঐ
(১২) বর্দ্ধমান	,, নারায়ণ চৌধুরী	ঐ
(১৩) আজকের কথা	,, ভোলানাথ মহান্ত	ঐ
(১৪) নূতন পত্রিকা	,, সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য	ঐ
কালনা—		
পল্লীবাসী	,, গোপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কালনা
কাটোয়া—		
(১৬) কাটোয়া বার্ত্তা	,, ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়	কাটোয়া
(১৭) অঞ্জলি	,, বসন্তকুমার বন্দোপাধ্যায়	ঐ
(১৮) সর্ব্বোদয়	,, নিত্যানন্দ ঠাকুর	ঐ
আসানসোল—		
(১৯) আসানসোল হিতৈষী	,, বিমল দত্ত	আসানসোল
(২০) সীমা	,, মতিলাল শর্ম্মা	ঐ
(২১) বঙ্গবাণী	,, নির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
(২২) রাম-রাজ্য	,, রাসবিহারী ,,	ঐ
(২৩) উদয়াচল	,, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ

নাম	সম্পাদকের নাম	প্রকাশের স্থান
(২৪) আসানসোল	,, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	আসানসোল
(২৫) মহুয়া	,, দেবানন্দ ঝা	ঐ
(২৬) জি, টি, রোড	,, বিজয়কুমার ঘোষ	ঐ

ছাপাখানা

সদর—২৪, আসানসোল—৪৪, কালনা—৪, কাটোয়া—১১ মোট—৮৩।

বৰ্দ্ধমান জেলার ছবিঘর (সিনেমা)।

বৰ্দ্ধমান থানা—বৰ্দ্ধমান সিনেমা, বিচিত্রা, আরতি, রূপমহল।

আউসগ্রাম থানা :—গুস্করা জয়দুর্গা টকীজ।

মেমারী থানা :—মেমারী জয়ন্তী সিনেমা।

কালনা থানা :—বাণী সিনেমা, কালনা।

কাটোয়া থানা :—পূর্ব্বাচল, কাটোয়া।

আসানসোল থানা :—আসানসোল ডুরাণ্ড ইনষ্টিউট, সুভাষ ইনষ্টিউট, নিউ এম্পায়ার সিনেমা, নয়া সিনেমা টকীজ।

রাণীগঞ্জ থানা :—রাণীগঞ্জ করপোরেশন টকীজ, অরুণ টকীজ।

কুলটী থানা :—কুলটী ক্লাব সিনেমা, কুলটী ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিউট, মানসী সিনেমা—নিয়ামতপুর, মালঞ্চ সিনেমা—বরাকর।

অণ্ডাল থানা :—উখরা অপর্ণা সিনেমা, রামকুমার সিনেমা—কাজোরা গ্রাম।

হীরাপুর থানা :—জগদীশ টকীজ—রাধানগর, শঙ্কর টকীজ—বার্ণপুর, ভারতী ভবন—বার্ণপুর।

জামুড়িয়া থানা :—ছবিঘর—জামুড়িয়া।

চিত্তরঞ্জন থানা :—রঞ্জন সিনেমা—চিত্তরঞ্জন, শ্রীমন্তী সিনেমা—চিত্তরঞ্জন।

মোট—২৬টী।

বর্দ্ধমান জেলার ১৮৩৭ খৃব্দের থানার তালিকা—

সদর মহকুমা :—

আউসগ্রাম, রায়না, বর্দ্ধমান, সেলিমাবাদ (হাল মেমারী, জামালপুর ই:), ইন্দাস (খণ্ডঘোষ, ইন্দাস ই:), বালকৃষ্ণ (ভাতার, সাহেবগঞ্জ)।

আসানসোল মহকুমা :—

পোস্তনা (গলসী, কাঁকসা, ফরিদপুর, অণ্ডাল ই:-), গাজুরিয়া (কুলটী, রাণীগঞ্জ, আসানসোল ই:)।

কাটোয়া মহকুমা :—কাটোয়া, মঙ্গলকোট।

কালনা মহকুমা :—কালনা, মন্তেশ্বর, পূর্ব্বস্থলী। মোট ১৩ টি।

—০—

গান্ধীজীর বাণী ও অস্পৃশ্যতা অপমান (বিল—১৯৪৮।৩৭ পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

আমি সেই ভারতবর্ষকে গঠন করবার জন্তে কাজ ক'রে যাব যে ভারতবর্ষে দীনতম ব্যক্তিও মনে করতে পারে যে এ দেশ তারই দেশ। এই দেশ গড়ে তুলতে তাদের অভিমতও কার্য্যকরী হবে। সেই ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক রেখে বাস করবে। সেই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপের বালাই থাকবে না। নারী পুরুষ সবাই সেখানে সমান অধিকার ভোগ করবে—সেই হল আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ। —গান্ধীজী

শাসন-তন্ত্র প্রসঙ্গে --

বর্দ্ধমান জেলার এম, পি, এবং এম, এল, এ, ও এম, এল, সি, গণের নামের তালিকা।

লোক সভার সদস্যগণের নাম :—শ্রীআবদুস সাত্তার, শ্রীমনোমোহন দাস।

বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যগণের নামের তালিকা—শ্রীবিনয় চৌধুরী, জনাব মহম্মদ হোসেন, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক, শ্রীদাশরথি তা, শ্রীমহীতোষ সাহা, শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা, শ্রীকানাইলাল দাস, শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীধ্বজাধারী মণ্ডল, শ্রীপশুপতিনাথ মালিয়া, শ্রীবৈদ্যনাথ মণ্ডল, শ্রীজনার্দন শর্ম্মা, শ্রীবৈদ্যনাথ সাঁওতাল, শ্রীরাসবিহারী সেন, শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ,

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, শ্রীসুবোধ চৌধুরী, শ্রীকরুণচন্দ্র রায়, শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এম, এল, সি, গণের নাম—শ্রীপ্রণবেশ্বর সরকার, শ্রীবিমানবিহারী লাল সিংহরায়, সুরেন্দ্রকুমার রায়।

বর্দ্ধমান জেলার জন্য কংগ্রেস নির্ব্বাচিত অন্য জেলার লোক :—

(১) শ্রীঅতুল্য ঘোষ এম, পি,

(২) শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তী ও শ্রীচিত্ত রায় এম, এল, সি।

সাহিত্যে সমাজ সেবা

বৈদেশিক সাহিত্য।

প্রথম দৃশ্য—

জো—(দাসী) "দিদিমণি, দিদিমণি! খুব বড় কাৎলা ছুটো এক বড়শীতে।

নানা—কে? কে?

"কাউন্ট মোফাট আর তার শ্বশুর বুড়ো মড়া কুমার্ড।"

"শ্বশুর-জামাই এক সঙ্গে!"

"তাতে দোষ কি! বাজার-কা লাড্ডু বাপ-ভি খাতা, লড়কা-ভি খাতা।"

"নিয়ে এস, দুজনকেই উৎসর্গ করে দিই।"

দ্বিতীয় দৃশ্য—

চলুন রাজকুমার এইটী নানার সাজঘর।

নানা তখন আংশিক নগ্ন অবস্থায় আয়নার নিকট বসিয়া রঙ মাখিতেছিল। হঠাৎ একজন পুরুষ তাহার সাজঘরে প্রবেশ করিতে সে কোনমতে একখান তোয়ালে জড়াইয়া পর্দ্দার আড়ালে গিয়া আশ্রয় লইল।

পর্দ্দার আড়াল হইতে একটু কপট লজ্জা ও অভিমান মিশ্রিত স্বরে নানা কহিল—"আপনারা কি-রকম লোক বলুন ত! আমি গা খুলে আছি, দেখছেন; কি বলে এসে ঘরে ঢুকে পড়লেন?"

"এখন ঢং রেখে দাও, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো রাজকুমার ত তোমাকে খেয়ে ফেলবেন না।"

রসিক নানা—"তা হলে আমি রাজকুমারের আদেশেই যে ভাবে আছি, সেই ভাবেই অভিনন্দিত করছি। আমার কোন দোষ নাই।"

নানা—আমি তোমার স্ত্রীর কথা উত্থাপন করলে তো আর গা-টা ক্ষয়ে যাচ্ছে না। আর আমরা অসতী বলেও তার সতীত্বের গায়ে ছুঁৎ লাগছে না। মেয়ে মানুষমাত্রেরই সতীত্ব সম্বন্ধে ঠিক এক রকম, তবে কেহ খোলাখুলি, কেহ বা ঢাকা—এইমাত্র প্রভেদ।"

চতুর্থ দৃশ্য—

নানা জর্জ্জেসকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ফিলিপকে বসাইয়া নিজের শয়ন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া ভিতর হইতে চাবি বন্ধ করিয়া দিল। জর্জ্জেস অনেকক্ষণ চাবির ছেঁদার নিকট কান রাখিয়া তাহার ভ্রাতার সহিত নানার কি কথাবার্ত্তা হইতেছে তাহাই শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু ঠিক কিছুই শুনিতে পাইল না। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে নানা দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল, নানার কেশ-পাশ এলোথেলো। তাহার মুখে অবসাদ-চিহ্ন। নানাকে দেখিবামাত্র উগ্র ঈর্ষার বিষ জর্জ্জেসের শিরায় শিরায় বহিয়া গেল। সে ব্যগ্রভাবে নানাকে জিজ্ঞাসা করিল "খবর কি নানা! ভালতো!"

তাচ্ছিল্যের সহিত নানা উত্তর দিল—"খবর যা হয়ে থাকে তাহাই। কাল থেকে দুপুর বেলা, তুমিও আসবে, তোমার দাদাও আসবে।"

Nana by Emili Zola (French Writer)—মনোমোহন রায় বি, এল, কর্ত্তৃক অনুদিত।"

সমাজ প্রসঙ্গে নব্য যুগের মত।

Justice. "My docrrine" says Thrasymachus "that justice is simply the interest of the stronger." —P. 99, Power : Russell

নষ্টনীড় ও রবীন্দ্রনাথ।

ফলতঃ এক নৌকাডুবি ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত নবেলগুলি নষ্টনীড়, চোখের-বালি, ঘরে-বাহিরে, পড়িতে বসিলে প্রতিপদে মনে হইতে থাকে যে একজন যেমন পরম যৌন-সৌন্দর্য্য-রসিক কথা-শিল্পীর বিশেষতঃ যিনি কোন নীরস বাক্য উচ্চারণ করিতে জানেন না এমন শিল্পীর রচনা-মধুই পান করিয়া চলিতেছি। কিন্তু পান করিতেছি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বস্তু? মানুষের একটা কদর্য্য কুৎসিত অধঃপতনের মনোরম বর্ণনা। কেবল তথাকথিত Realism বা Representation of Life ব্যতীত কোন মহত্তর উদ্দেশ্য পরিস্ফুট নহে। ·· বিষয় নির্ব্বাচনে ও স্থায়ী ভাবের ধারণায় এমন তালকাণা; ব্রহ্মতাল ও ধ্রুব-পদ-কাণা পদার্থ কবি আর লেখেন নাই। ···উহাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল Art for Arts' Sake আদর্শে ব্যভিচারের 'সত্য দর্শন'।

— বাণী মন্দির ৫৬৮ পৃঃ

আলোচিত পুস্তক-পঞ্জী

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, চিকাগো-বক্তৃতা—স্বামীজী। রামায়ণ—কৃত্তিবাস। মহাভারত—কাশীদাস। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহার রায়। রঘুবংশ, শকুন্তলা—কালিদাস। গীতা—শ্রীকৃষ্ণ। ভূগোলের কথা—ক্ষিতীশ বন্দোপাধ্যায়। কাব্যালোক—সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত শতপ্রবন্ধ—শৈলেন্দ্র মল্লিক। গীতাঞ্জলি, সঞ্চয়িতা, পরিচয়—রবি ঠাকুর। কাব্য সঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্র দত্ত। বিবিধ প্রসঙ্গ—বঙ্কিমচন্দ্র। যৌন বিজ্ঞান, মাতৃমঙ্গল—এ, হাসনাৎ। উদ্বোধন ১৩৫০, ৫২, ৫৪—বেলুড়মঠ। ঋক্‌বেদ—মনু সংহিতা। জ্যোতিষ প্রভাকর—কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব। সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্র মজুমদার। ভারত-পুরুষ—উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বর্ধমান—পঃ বঃ সরকার। ঐ পরিচিতি—বর্ধমান কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গ ১৩৬১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডাঃ সুকুমার সেন। আমার দেশ—অশোক মিত্র। বৈষ্ণব-রস-সাহিত্য—খগেন্দ্র মিত্র। ভারত কথা—শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য। ধর্ম্ম ও

সমাজ—বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, । সাহিত্যের স্বরূপ—ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত । বাণী মন্দির—শশাঙ্ক সেন । শ্রী (মাসিক পত্রিকা) ১৩৫০ । বর্ধমানের কথা—১৩৫৫, ১৩৫৭ ।

Discovery of India—Pandit Nehru. People of India—H. Risley. Un-happy India, Young India—Lajpat Rai. Brain of India—Sri Aurobindo. Aggressive India—Nivedita. History of India—V. A. Smith, 1918. Speeches of Congress Presidents—Speeches of Dr. R. Ghosh. Nana—Emily Zola. A daily Aspiration for the Nationalist—Sister Nivedita. Western Influence in Bengali. Literature—P. R. Sen. Applied Sociology—F. A. Wards. Intention—Oscar Wilde. Power—Bertrand Russell. Hindustan Year Book 1952. Science of New life—John Cowan. Ananga Ranga, Technique of sex. Gandhi makes you think—Dorothy. Spirit and Form of Indian Politiy., Views & Reviews, Thoughts & Glimpses, Ideal of Karmayogi, Mother, Light on Yoga—Sri Aurobindo. Burdwan Gazetter-Peterson 1910. Imperial Gazetter Vol. IV 1907. Dist. Census Report 1951. What then must we do—Tolstoi (Russian). On Education-Mother—Aurobindo Ashram, Pandicheri. Dist. Settlement Report 1940. Sannyasi & Fakir Raiders in Bengal—J. N. Ghosh. Buried Temple—Maeter Link. Advent—Feb. 1954. Probudha. Bharat—1952. Social Contract—Rousseau (French). Indian Thought and its Development—Albert Schweitzer (German). Advanced History of India—R. C. Mazumder & others, Published in 1953. Public Finance—H. Dalton. Political Economy—Ricardo, etc.

Subjection of Women.

The superior strength of male animals does not, in most cases lead to continual subjection of females because the males have not a sufficient constancy of purpose. Among human beings the subjection of women is much more complete at a certain level of civilisation than it among is savages. And the subjection is re-inforced by morality.

"A man" says Saint Paul "is the image and glory of God !" but the woman is the glory of man. For the man is of the woman, but not the woman of the man. Neither was the man created for the woman but the woman for the man. (Cf Bible Corinthians XI—7-9).

It follows that wives ought to obey their husbands but that unfaithfulness is a worse sin in a wife than in a husband.

Christianity, it is true, holds, in theory, that adultery is equally sinful in either sex. Since it is a sin against God. But this view has not prevailed

Idea of Adultery

in practice and was not even theoretically in pre-christian times. Adultery with marriage was wicked, because it was an offence against her husband, but female slaves and warcaptives were the legitimate property of their master and no blame attached to intercourse with them. This view was held by pious Christian slave-owners, though not by their wives,—even in the nineteenth century America.

"Sons and daughters were properties."

(p. 240—Power : Russell)

বর্দ্ধমানের ইতিহাস

শুদ্ধিপত্র

প্রথম খণ্ড

পত্র সংখ্যা	ছত্র সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৵৹	২৬	বৃদ্ধি	বৃদ্ধি
৵৹	৯	উপহাস্যাস্পদ	উপহাস্যাস্পদ
		কলোহস্মি	কালোহস্মি
		গিরামস্ম্যেকং	গিরামস্ম্যেকং
		মহদ্ব্রহ্ম	মহদ্ব্রহ্ম
৫		Westnner	Westerner
৭		of	cf
		শাশ্ব	শাস্ত্র
৮	১৬	রেখা-ই	রেখাই
১৩	৩	in	is
২০	১	বধমান	বর্ধমান
২১	৫	হইতে	হইতে) ;
২৪	১২	আবু বায়	আবু রায়
২৬	৯	অংশে	অংশে ৪৬ পৃষ্ঠায়
২৭	৮	চাঁচাই খড়ি	চাঁচাই খড়ি
ঐ	১৪	ধলকিশোর	ধলকিশোর,
৪০	১৪	হান যান	হীনযান
৪১	ইং ২	Charistinity	Christianity
৫১	২৭	গ্রাক	গ্রীক
৫৭	১	H. I. 780	H. I. page' 780
৫৮	৫	বে রবে	শঙ্খ বীণা বেণু রবে
৬২	১০	শঙ্কর	শংকর
৬৩	ইং ২	D. T	D. I

পত্র সংখ্যা	ছত্র সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৭	৮	বধমান	বর্ধমান
৬৯	ইং ৭-৮	is the law of	is the
৭২	ইং ১	munity	mutiny
৭৫	বাং ২	পুষ্প	পুঙ্গব
৭৬	শেষ ছত্র	রা-ক	রাখক
৮৭	শেষ ৩ ছত্র	স্বদেশী	(স্বদেশী)
৯০	ইং ৪-৫	fant aslic	fantastic
ঐ	ঐ ইং ৭	convication	conviction
৯১	ঐ ইং ২	state	slate
৯৩	৩	উদ্বুদ্ধ	উদ্বুদ্ধ
৯৩	ইং শেষ	ment-l	mental
১০৩	ইং ৬	upnishads	Upanishads
১০৬	১-২	সংস্কার	সংস্কার ও
ঐ	ইং ৬	Tilaks	Tilak's
১০৭	১৩	১৯৩৯	১৯৩৯-৪৫
১০৯	১	bave	have
ঐ	৫	* এই ছত্রটি ফুটনোটের পাদাংশ—	
১১৫	ইং ৯	her self	harself
১২১	৮	।ক্ষত্র।	ক্ষিপ্র।
১২৬	১৩	যোগদান	যোগদান ;
		হরি সিং, গৌর	হার সিং গৌর,
১২৭	৫	কারয়া	করিয়া ।
১২৮	৩	'আত্মাকে	আত্মাকে ;
১৩১	৯	খঃ	খৃঃ
১৩৫	৭	ক্ষোবিয়া	'ক্ষোবিয়া' আত্মক

পত্র সংখ্যা	ছত্র সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৭	২	পুর্ণতা	পূর্ণতা
১৩৮	১০	কথায়	কথার
১৪৫	১৬	noblost	noblest
১৪৬	৩	বক্তৃত	বক্তৃতা
১৫৫	শেষ	আ-ার	আশার
১৫৬	ইং ৬	Britsh	British

—:•:—

দ্বিতীয় খণ্ড

৪	১০	মাডো	মাড়ো
ঐ	১৫	পটয়া	পটুয়া
১০	১৪	রিহাসেল	রিহার্সেল
১১	২০	ধাধা	ধাঁধা
১১	১৬	চডক	চড়ক
১২	১৯	বর্শা	বর্শা
১২	২৭	দেওয়ায়	দেওয়ার
১৪	ইং ৪	prience	prince
ঐ	ঐ ৮	liecense	license
১৬	২৮	১৯১৩	১৮১৩
১৭	ইং ৬	thir	their
১৮	২৪	আট	আচ
২০	ইং ২	scene mutiny	scene of mutiny
২১	ইং ৫	Frinighee	Firinghee
২২	ফুটনোটের শেষে এই প্রসঙ্গে বিলাতি নবেল—A passage to India—by Sri E. M. Forster (Published in 1924) [Penguin Book No. 48] দ্রষ্টব্য।		
২৬	২৪	Celestiel	Celestial

পত্র সংখ্যা	ছত্র সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬	২৫	religions	religious
২৮	৭	amongst	amongst us
২৯	ইং ২	fo	to
৩২	ইং ১১	p. 1-6 (ibid)	P. 156 (ibid)
৩৮	১৩	mysficism	mysticism
৪০	১	elod	clod
	৮	thuoght	thought
	৯	complicity	complexity
	১১	today	today in

পরিশিষ্টাংশ :—

পত্র সংখ্যা	ছত্র সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১২	কর্ম্মকেন্দ্র	কর্ম্মকেন্দ্র,
১১	৬	শিব-কর্ম্মদা	শিব-শর্ম্মদা
ঐ	১১	দুর্জ্জন	দুর্জ্জান
১৮	৪	গোপালপুর	গোপালপুর
২৮	৫	আনা-খোনা	আনখোনা
২৮	১০	জমিদাবী	জমিদারী
২৯	৪	বাজুর	রাজুর
৩৪	২২ (শেষ)	খামা	থানা
৪১	ইং ১০	tiwan	Tai-wan
৪২	৭	plasant	pleasant
৪৪	১১	pestoyal	pastoral
৪৪	৩২ (শেষ)	children	children and
৪৬	২৩	লমর-সাহী	সমর-সাহী
৫৪	৪	সুরেন্দ্র	শ্রীসুরেন্দ্র
৫৫	১৫	মানাকে	'নানা'কে
৫৮	৭	among is	is among
৫৮	২৫	warcaptives	war captives

—:০:—